NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ বাংলা সনেটের প্রবর্তক মাইকেল মধুসূদন দত্ত

'সন্তান' — আবেগে ভরা একটি সামাজিক দলিল ৮

কলকাতা ২৪ জানুয়ারি ২০২৫ ১০ মাঘ ১৪৩১ শুক্রবার অষ্টাদশ বর্ষ ২২৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 24.01.2025, Vol.18, Issue No. 224 8 Pages, Price 3.00

চিন সফরে মিসরি

■ চিন সফরে যাবেন বিদেশ সচিব বিক্রম মিসরি। আগামী ২৬ জানুয়ারি তাঁর বেজিং যাওয়ার কথা। বৃহস্পতিবার বিদেশ মন্ত্রকের তরফে এমনটাই জানানো হয়েছে। দুদিনের এই সফরকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। প্রসঙ্গত, মাসখানেক আগে চিন সফরে গিয়েছিলেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল। আর তারপরই মিসরির এই সফর।

মুখোমুখি ট্রাম্প-মোদি

■ আগামী মাসেই বৈঠকে বসতে পারেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সোমবার মার্কিন মুলুকের ৪৭তম প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ নিয়েছেন বর্ষীয়ান রিপাবলিকান নেতা। সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। প্রশ্ন উঠেছিল, কেন 'বন্ধু'র শপথে নেই মোদি। কিন্তু ফেব্রুয়ারিতেই মুখোমুখি হতে পারেন দুই রাষ্ট্রনেতা। জানা যাচ্ছে, ওয়াশিংটনে তাঁদের একটি বৈঠকের পরিকল্পনা করছেন দুই দেশের কূটনীতিকরা।

দ্রুত সিজার চাইছেন ভারতীয় দম্পতিরা

■ আমেরিকায় সন্তানকে ভূমিষ্ঠ করতে সিজারের জন্য তাড়াহুড়ো পড়ে গিয়েছে ভারতীয় দম্পতিদের মধ্যে। টেক্সাস, নিউ জার্সি-সহ আমেরিকার বিভিন্ন শহরে এই ছবি ধরা পড়েছে। চিকিৎসকদের কাছে ঘন ঘন ফোন আসছে প্রসূতি এবং তাঁদের পরিবারের। তাঁরা চাইছেন ২০ ফেব্রুয়ারির আগে সিজার করে সন্তানের জন্ম দিতে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হয়েই সে দেশে নাগরিকত্ব সংক্রান্ত নিয়মবিধি বদলে ফেলতে পদক্ষেপ করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। বদলে ফেলা হচ্ছে ১৫৬ বছরের আইন। নয়া আইনে আমেরিকায় জন্মালেই আর সে দেশের নাগরিক হওয়া যাবে না! ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে সেই বিধি কার্যকর হবে। ১৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সে দেশে জন্মানো শিশুরা আমেরিকার নাগরিক হয়ে ভূমিষ্ঠ হবে। সম্ভবত, সেজন্য তাড়াহুড়ো।

তৃণমূলে যোগদান সময়ের অপেক্ষা

আলিপুরদুয়ারে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ জন বার্লার

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূলে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর যোগদান শুধু সময়ের অপেক্ষা। বৃহস্পতিবারই আলিপুরদুয়ারের প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ জন বার্লাকে দেখা গেল তৃণমূলের শীর্ষনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসনিক সভায়। রাজনীতির কারবারিরা মনে করছেন, আগামী সপ্তাহেই আনুষ্ঠানিক ভাবে তৃণমূলে যোগ দিতে পারেন। বার্লা প্রসঙ্গে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'যাঁর যে রাজনৈতিক দল করার ইচ্ছা, সেটি তিনি করতে পারেন। কেউ বাধা দিতে পারে না। এই মুহূর্তে কিছু বলার নেই। উনি কী সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, তা দেখে যা বলার বলব।'

২০১৯ সালে আলিপুরদুয়ারে জিতে বিজেপির সাংসদ হন বার্লা। কিন্তু ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে তাঁকে টিকিট দেয়নি দল। তার পর থেকেই দলের সঙ্গে দূরত্ব বেড়েছে তাঁর। ঘটনাচক্রে, বিজেপির এই প্রাক্তন সাংসদই এক সময় রাজ্য ভাগের দাবি তুলে সরব হয়েছিলেন, যার ঘোরতর বিরোধিতা করেছিলেন তৃণমূলনেত্রী।

বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ারের কালচিনিতে মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি জনসভা ছিল। সেখানেই মঞ্চে দেখা গিয়েছে বার্লাকে। যদিও বিজেপির প্রাক্তন এই সাংসদ বুধবারই জানিয়েছিলেন যে, রাজ্য সরকারের তরফে বিশেষ নিমন্ত্রণ মিলেছে, তাই সুভাষিণী চা বাগানে মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি অনুষ্ঠানে যাবেন। স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য দিল্লিতে গিয়েছিলেন বার্লা। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর সভায় যোগ দেওয়ার জন্য বুধবার উত্তরবঙ্গে ফেরেন।

বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমে তিনি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী ডেকেছেন। তাই যাচ্ছি। যদি ওঁর আশীর্বাদ মেলে, তা হলে অবশ্যই ওঁর সঙ্গে কাজ করব।' তার পরই বৃহস্পতিবার বার্লাকে দেখা গেল মুখ্যমন্ত্রীর সভায়। তবে তাঁর যে মন্তব্য ঘিরে উত্তরবঙ্গের চা-বলয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছিল, বৃহস্পতিবার থেকে জলের মতো স্পষ্ট হয়ে গেল।

দিদি আশীর্বাদ করলে তাঁর সঙ্গে তিনি কাজ করতে রাজি। তাঁর এই মন্তব্যের পরই জল্পনা শুরু হয়, তা হলে কি এ বার পদ্ম ছেড়ে জোড়াফুলের পথে পা বাড়াচ্ছেন বার্লা! পাশাপাশি এই চর্চাও হতে থাকে যে, তৃণমূলে কি বিজেপির প্রাক্তন সাংসদের গ্রহযোগ্যতা মিলবে! সব জল্পনার নিরসন ঘটল বৃহস্পতিবার। তবে তৃণমূলে যোগদান এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা।

ট্যাংরার হেলে পড়া বহুতল ফাঁকা করতে তৎপর পুরসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ট্যাংরার হেলে পড়া বহুতল ফাঁকা করতে তৎপর পুরসভা। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ক্রিস্টোফার রোডের ওই আবাসন ফাঁকা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বুধবার রাতেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে জল, বিদ্যুৎ সংযোগও বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। আচমকা এই ঘটনায় মাথায় হাত বাসিন্দাদের। এই অল্প সময়ে কোথায় যাবেন, কী করবেন তা ভেবে পাচ্ছেন না কেউই।

ঘটনার সূত্রপাত বুধবার সকালে। এদিন সকালে আচমকাই দেখা যায় ক্রিস্টোফার রোডের নির্মীয়মাণ আবাসনটি হেলে পড়েছে। বহুতলের ভিতরে কাজ চললেও একাধিক পরিবার সেখানে থাকতে শুরু করেছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই প্রবল শোরগোল পড়ে যায়। বাঘাযতীন কাণ্ড থেকে শিক্ষা নিয়ে দ্রুত পদক্ষেপ করে পুরসভা। রাতেই ওই আবাসন ফাঁকা করার নোটিস দেওয়া হয়। জানানো হয়েছে, ওই বহুতলের চার ও পাঁচতলায় বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে। অবিলম্বে তা ভাঙা হবে, তাই দ্রুত ফাঁকা করতে হবে আবাসন। বাসিন্দাদের কাছে সহযোগিতা প্রার্থনা করা হয়েছে।

বাগুইআটিতে হেলে গেল পরপর দুটি আবাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাঘাযতীন, পানিহাটি, ট্যাংরার পর এবার বাগুইআটির জগৎপুর ও দক্ষিণ নারায়ণপুর। ফের হেলে পড়া আবাসন নিয়ে আতঙ্ক। তাও আবার একটি নয়, পরপর দুটি বাড়ি বিপজ্জনকভাবে হেলে পড়ল বিধাননগর পুরনিগমের ২৩ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায়। অন্যদিকে, ৩ নং ওয়ার্ড এলাকার দক্ষিণ নারায়ণপুরের একটি বাড়িও হেলে পড়েছে। দুই এলাকায় এভাবে বাড়ি হেলে পড়ার ঘটনায় আতঙ্কিত এলাকাবাসী। ঘটনায় শোরগোল পড়তেই আসরে নেমেছেন দুই কাউন্সিলর। তাঁদের দাবি, এসব আবাসন অনেক আগেই নিয়ম বহির্ভূতভাবে তৈরি হয়েছে। এনিয়ে লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে।

কিন্তু রাতারাতি এই ঘটনায় সমস্যায় আবাসিকরা। যাদের জমিতে এই বহুতল তৈরি হয়েছিল, তাঁদের কথায়, 'আমরা জমি দিয়েছিলাম। প্রোমোটার ফ্ল্যাট তৈরি করেছে। এই ঘটনার পর পুরসভা বলছে, ভেঙে ফেলবে। যদি তৈরিতেই গলদ থাকে তাহলে সেটা তো দেখার কথা পুরসভার। এতদিন কেন কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি?' বাসিন্দাদের কথায়, 'মুহূর্তের মধ্যে আমাদের মাথার উপরের ছাদ সরে গেল, এবার কোথায় যাব? কোথায় থাকব।' তাঁদের দাবি, বেআইনি নির্মাণ নিয়ে পুরসভা আগে ব্যবস্থা নিলে এই পরিস্থিতি তৈরি হত না।

গোপন ফাইল প্রকাশ্যে আনা নিয়ে চাপ মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের জন্মদিনে আগেই বিশেষ কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার কালচিনির সভা থেকে নেতাজিকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেই তাঁর অন্তর্ধান রহস্য নিয়ে সুর চড়ালেন তিনি। এদিন ফের তিনি দাবি করলেন, নেতাজি চক্রান্তের শিকার। জানালেন, রাজ্যের কাছে থাকা এই সংক্রান্ত ৬৪ টি ফাইল প্রকাশ করা হয়েছে। কেন্দ্র কেন গোপন ফাইল প্রকাশ্যে আনছে না, সেই প্রশ্ন তুললেন।

বৃহস্পতিবার নেতাজির ১২৯তম জন্মদিন। দেশজুড়ে উদযাপিত হচ্ছে দিনটি। বৃহস্পতিবার কালচিনির সভা থেকে নেতাজিকে স্মরণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেন, 'নেতাজিই আমাদের শিখিয়েছিলেন সব ধর্মকে একসঙ্গে নিয়ে চলতে। সবার কথা ভাবতে।' এরপরই তিনি বলেন, 'যিনি সবার কথা ভেবেছেন। সকলকে একসঙ্গে নিয়ে চলেছেন, এত লড়াই করেছেন। তিনি কোথায় হারিয়ে গেলেন। আর খুঁজেই পেলাম না।' মমতার কথায়, 'জন্মদিন জানি। মৃত্যুদিন জানি না। ভাবলেই দুঃখ হয় যে ওনার সঙ্গে কী হয়েছে জানতেই পারলাম না।'

কেন্দ্রের ক্ষমতায় আসার আগে নরেন্দ্র মোদির মুখে একাধিকবার শোনা গিয়েছে নেতাজি সংক্রান্ত ফাইল প্রকাশ্যে আনার কথা। কিন্তু তাঁরা ক্ষমতায় আসার পর জাতীয় নিরাপত্তা ও বিদেশ নীতির দোহাই দিয়ে অধিকাংশ ফাইলই প্রকাশ্যে আনা হয়নি। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর মুখে শোনা গেল সেকথাও। তিনি মনে করিয়ে দিলেন, রাজ্য ৬৪ টি ফাইল প্রকাশ করেছে। কিন্তু কেন্দ্র কেন বাকি ফাইল প্রকাশ্যে আনছে না সেই প্রশ্ন তুললেন। মনে করিয়ে দিলেন, নেতাজিকে শ্রদ্ধা জানাতে রাজ্যের তরফে জয় হিন্দ বাহিনী-সহ কী কী পদক্ষেপ করা হয়েছে।

'চক্রান্তের শিকার নেতাজি'

শিক্ষা আধিকারিকের বাড়িতে মিলল টাকার পাহাড়

পাটনা, ২৩ জানুয়ারি: বাংলার ছায়া পড়ল বিহারে। এ রাজ্যে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর ঘনিষ্ঠের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছিল কাড়ি কাড়ি টাকা। বিহারে শিক্ষামন্ত্রী নয়, বরং শিক্ষা আধিকারিকের বাড়িতে সেই একই রকম ছবি। বিছানার উপর থরে থরে সাজানো টাকা। গুনতে গুনতে হাঁফিয়ে উঠছেন তদন্তকারীরা। বৃহস্পতিবার, বিহারের বেতিয়ারে এক জেলা শিক্ষা আধিকারিকের বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালায় ভিজিল্যান্সের একটি দল। সেই তল্লাশিতেই উদ্ধার হয় কোটি কোটি টাকা। জেলা শিক্ষা আধিকারিক রজনীকান্ত প্রবীণের বাড়িতে কাড়ি কাড়ি টাকা দেখে চক্ষু চড়ক গাছ তদন্তকারীদের। এদিন পাটনা থেকে এসে ওই আধিকারিকের বাড়িতে তল্লাশি চালায় ভিজিল্যান্সের আধিকারিকরা। জানা গিয়েছে, আয় বহির্ভূত সম্পত্তির অভিযোগ উঠেছিল সেই শিক্ষা আধিকারিকের বিরুদ্ধে। অভিযোগ উঠেছিল আর্থিক দুর্নীতিরও। এদিন সেই সকল অভিযোগের ভিত্তিতেই রজনীকান্ত প্রবীণের বাড়িতে তল্লাশি চালায় ভিজিল্যান্সের দলটি। শুধুই বাড়ি নয়, বিহার জুড়ে ছত্রাকের মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা তার একাধিক ডেরাতেও চলে তল্লাশি।

অশনাক্ত পাঁচ দেহ

মুম্বই, ২৩ জানুয়ারি: মহারাষ্ট্রের জলগাঁও জেলায় ট্রেন দুর্ঘটনায় যে ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে, তাঁদের মধ্যে আট জনের দেহ শনাক্ত করা গিয়েছে। কিন্তু এখনও পাঁচটি দেহ শনাক্ত করা যায়নি। অনেকে আপনজনের দেহাংশ খুঁজে বেড়াচ্ছেন। অনেকে দেহ চিনতে পেরে ভেঙে পড়ছেন কান্নায়। পুষ্পক এক্সপ্রেসের মৃত যাত্রীদের মধ্যে চার জন নেপালের বাসিন্দা ছিলেন। তাঁরা থানে যাচ্ছিলেন। চার জনকেই তাঁদের আত্মীয়েরা শনাক্ত করতে পেরেছেন। সংবাদ সংস্থা পিটিআই ১৩ জনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে। আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অনেকে।

ঠাকুরপুকুরের বাড়ি থেকে মহিলার রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন: ঠাকুরপুকুরের এক বাড়ি থেকে মহিলার দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল। বৃহস্পতিবার ঠাকুরপুকুরের ডায়মন্ড পার্কের বন্ধ ঘর থেকে ওই মহিলার রক্তাক্ত দেহ পাওয়া যায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতার শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। প্রাথমিক অনুমান, তাঁকে খুন করা হয়েছে। তবে মৃত্যুর নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ঘটনাস্থলে রয়েছেন পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা। ঘটনার পর থেকেই ওই মহিলার সঙ্গী উধাও।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবারই ওই এলাকায় ভাড়া এসেছিলেন মহিলা। এলাকায় এমন ঘটনা ঘটায় আতঙ্কিত স্থানীয়েরা। তাঁদেরও অনুমান মহিলাকে খুন করা হয়েছে। তবে কে বা কারা এই ঘটনা ঘটাল, তা স্পষ্ট নয়। সূত্রের খবর, মুখ এবং হাত বাঁধা ছিল। স্বামী-স্ত্রীর পরিচয় দিয়ে ঘর ভাড়া নিয়েছিলেন দু'জন। ঘটনাস্থল থেকে একটি কাটারি উদ্ধার হয়েছে। সেই কাটারি দিয়েই খুন করা হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। একটি আধার কার্ডও পাওয়া গিয়েছে। তবে তাতে যে ছবি রয়েছে তা খুবই অস্পষ্ট। ঘটনার পর থেকেই পলাতক মৃতার সঙ্গী। তাঁর খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ।

শঙ্কর দাস নামে এক এলাকাবাসীর কথায়, 'দুপুরে খুনের কথা শুনলাম। এসে দেখি ওই বাড়ির সামনে অনেক পুলিশ।' ঠাকুরপুকুরের ওই এলাকায় আগে এমন ঘটনা ঘটেনি বলেই জানান শঙ্কর ও অন্যান্য বাসিন্দা। তাঁদের কথায়, 'আমাদের এখানে এমন ঘটনা প্রথম। শুনেছি, স্বামীর সঙ্গে থাকতেন ওই মহিলা। তবে মৃতার স্বামী কোথায়, তা জানি না।'

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ঠাকুরপুকুর থানার পুলিশ। খবর দেওয়া হয় লালবাজারের হোমিসাইড শাখার গোয়েন্দাদেরও। ঘটনাস্থলে রয়েছেন ডেপুটি কমিশনার পদস্থ অফিসার। ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞেরাও এসেছেন। নমুনা সংগ্রহ করার কাজ চলছে। মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। পুলিশ গোটা বিষয় খতিয়ে দেখছে। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

সাধারণতন্ত্র দিবসে এবার দিল্লির রাজপথে রাজ্যের ট্যাবলো

নিজস্ব প্রতিবেদন: গতবার ব্রাত্য রাখার পর এবার দিল্লির সাধারণতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে স্থান পাচ্ছে এরাজ্যের ট্যাবলো। শুধু তাই নয়, রাজ্য সরকারের গর্বের প্রকল্প লদীর ভান্ডারও এবার স্থান পাচ্ছে বাংলার ট্যাবলোতে। গত বার দিল্লির সাধারণতন্ত্র দিবসে কন্যাশ্রী প্রকল্প বিষয় ভাবনার ওপর রাজ্য সরকারের প্রস্তাবিত ট্যাবলো কেন্দ্র বাতিল করে দিয়েছিল। কিন্তু এবছর রাজ্যের লোক প্রসার প্রকল্পকে সামনে রেখে রাজ্যের ট্যবলো পরিকল্পনাকে গ্রহণ করেছে কেন্দ্র। একইসঙ্গে লদীর ভান্ডারকেও ওই ট্যাবলোতে স্থান দিতে বাধ্য হয়েছে। কারণ মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্পের সর্বভারতীয় অনুকরণ লদীর ভান্ডারের গ্রহণযোগ্যতাকে ইতিমধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। জানা গিয়েছে, এবার পশ্চিমবঙ্গের ট্যাবলোর সামনেই থাকছে ছৌ নাচের সাজে সিংহবাহিনী দুর্গার মূর্তি। যা নারী শক্তির প্রতীক বলে রাজ্য সরকারের দাবি। এই দুর্গা মূর্তির সামনেই থাকছে লদীর ভান্ডারের প্রতীক হিসেবে বিরাট মাপের কলস। যার গায়ে বড় অক্ষরে লদীর ভান্ডার লেখা থাকবে। রাজ্য সরকারের মতে, এই ভান্ডার হল নারী ক্ষমতায়নের প্রতীক। গোটা ট্যাবলোর পিছনে ভাবনা হল মানুষের জীবনে ক্ষমতায়ন ও স্বনির্ভরতা। জঙ্গলমহলের প্রেক্ষাপট ও টেরাকোটা মন্দিরের পশ্চাদপটে ট্যাবলোটিকে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। ছৌ এবং বাউল শিল্পীরা রাজ্যের তরফে কুচকাওয়াজে অংশ নেবেন। পারফরম্যান্সের নিরিখেই বাংলার মডেলকে সম্মতি দিয়েছে কেন্দ্র। জানা গিয়েছে, ট্যাবলোর গাড়িতে থাকবে একাধিক মডেল। আর কর্তব্যপথে লোকশিল্প প্রদর্শন। হবে বাউল গান ও ছৌ নৃত্য। রাজ্যের এই বিষয় ভাবনা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের সংশ্লিষ্ট নির্বাচক কমিটির অনুমোদন পাওয়ার পরেই রাজ্যের তরফে প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। যা এখন শেষ পর্যায়ে।

কলকাতায় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মজয়ন্তী ও পরাক্রম দিবস উদযাপন এবং রেডরোড-এ দেশনায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

যোগীর সঙ্গে মহাকুম্ভে ডুব দিল গোটা মন্ত্রিসভা

প্রয়াগরাজ, ২৩ জানুয়ারি: বুধবার প্রয়াগরাজে পবিত্র ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান করলেন যোগী এবং তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যরা। জনকল্যাণের জন্য প্রার্থনাও করলেন। কুম্ভের সঙ্গমে স্নানকে ভারতীয় সংস্কৃতি এবং সনাতন ধর্মের প্রতীক রূপে বর্ণনা করেন যোগী। তিনি বলেন, পবিত্র সঙ্গমে স্নান শুধুমাত্র ব্যক্তিগত শুদ্ধির বিষয় নয়, এটি সকলের কল্যাণের কাজ। এই স্নান ধর্ম ও সংস্কৃতির শক্তির মাধ্যমে পবিত্রতা ও সমৃদ্ধির অনুপ্রেরণা দেয় বলেও তিনি মনে করেন তিনি। যোগী ও তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যরা প্রথমে পূজো দেন ত্রিবেণী কমপ্লেক্সে। এরপর মোটরবোটে চেপে সঙ্গমস্থলে যান। সেখানে মন্ত্রপাঠ ও অন্যান্য আচার সেরে স্নান করেন। মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি আরও ২১ জন মন্ত্রী এবং বাকি দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রীরা সকলে একসঙ্গে সঙ্গমে স্নান ও পূজা করেন। যোগী বলেন, মহাকুম্ভের এই মহাযজ্ঞের মাধ্যমে সনাতন ধর্মের প্রধান মূল্যবোধ সকলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। সেই সঙ্গে শান্তি এবং সমৃদ্ধির ছবিও ফুটে উঠেছে।

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

শুরু হল আমাদের ফিচার বিভাগ

তবে বর্তমানে আলাদা করে নয় একদিন পত্রিকার শেষ পৃষ্ঠাটি সাতদিন বিভিন্ন বিষয়ে সেজে উঠবে

আপনারা ইউনিকোড হরফে লেখা পাঠান।

শীর্ষকে অবশ্যই "বিভাগ (যেমন নবপত্রিকা)" কথাটি উল্লেখ করবেন।

আমাদের ইমেল আইডি : dailyekdin1@gmail.com।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

NAME CHANGE

I, Sujit Kumar Singh, s/o Late Bindhyachal Singh, r/o 20, Round Tank Lane, Howrah-711101 have change my name in my daughter birth certificate and secondary education certificate where in my name written SUJIT SINGH but my actual and correct name is SUJIT KUMAR SINGH. For this correction I have done a 1st class affidavit in the 1st court at Executive Magistrate Sadar, Howrah being no 15235/24 on 17th December 2024.

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র
উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

জেলা-হুগলী,
মোকাম চন্দননগর ডিষ্ট্রীক্ট ডেলিগেট আদালত
এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং-২৮ / ২০২৪
দরখাস্তকারী ঃ- পার্থ সারথী বসাক
প্রতিপক্ষ ঃ- শাখা ম্যানেজার ইউ.টি.আই. শ্রীরামপুর শাখা
বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, জেলা-হুগলী, থানা-চন্দননগর এর সামিল রু দে কর্নোট বড়বাজার স্থিত স্থায়ী বাসিন্দা প্রদীপ কুমার বসাক, বিগত ইংরাজী ০২/ ১০/ ২০২০ তারিখে বিনা উইলে পরলোক গমন করায় তাহার ত্যক্ত প্রতিপক্ষের শাখায় গচ্ছিত ১,০৩,৪১৯.৩৬ টাকা ইউ.টি.আই. এম.আই.এস.এ এ্যাডভান্টেজ প্ল্যান সম্পত্তি পাইবার জন্য আমার মক্কেল পার্থ সারথী বসাক (একমাত্র পুত্র) উক্ত আদালতে একটি দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন। এই বিষয়ে কাহারও কিছু বক্তব্য থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন নতুবা আইনানুগ ভাবে আদেশ হইবে। তপশীল সম্পত্তির পরিচয় নিম্ন রূপ ইউ.টি.আই. মিউচ্যুয়াল ফান্ড স্কিম ইউ.টি.আই. রেগুলার সেভিংস ফান্ড গ্রোথ প্ল্যান (ইউ.টি.আই.) এম.আই.এস.এ এ্যাডভান্টেজ প্ল্যান, ফোলিও নং-৫০১২ ৪৬১৮ ৭২০৬ যাহা প্রদীপ কুমার বসাক ও দিপ্তী বসাক এর নাম বরাবর গচ্ছিত আছে। যাহার মূল্য- ৩,২৯,৪৩৫,৫৫ টাকা এস.ওন. ২৪/ ০৪/ ২০২৪।

শ্রী অসিত কুমার ব্যানার্জী, এ্যাডভোকেট, চন্দননগর আদালত
শ্রী সৌমেন ঘোষাল, সেরেস্তাদার, চন্দননগর ডিষ্ট্রীক্ট আদালত, 20.01.2025

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে আমি, **শ্রী কল্যাণ কুন্ডু**, পিতা- প্রয়াত মানিক লাল কুন্ডু, বাসস্থান -৩৬৩/৩, পেয়ারাপুর রোড, পোস্ট- শেওড়াফুলী, জেলা- হুগলী, পিন– ৭১২২২৩। আমি মৌজা-শেওড়াফুলি, জেএল নং ৬, এল.আর. দাগ নং ৩৪০৭, এল.আর. খতিয়ান নং ৪২৯১ এ অবস্থিত ০.০৩৮০ শতক পরিমাপের জমি সম্পত্তি সম্পর্কিত **৩৭৬/ ১৯৭৩ এবং ৫৬০৪/১৯৬৯ নম্বর সম্বলিত উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত দুটি (২) মূল মাদার ডিড হারিয়ে ফেলেছি।** আমি ইতিমধ্যেই জি.ডি.ই.-এর মাধ্যমে শেওড়াফুলি আউট পোস্টে এই হারিয়ে যাওয়ার বিষয়ে একটি সাধারণ ডায়েরি দায়ের করেছি যার নং ১১০ তারিখ ০৩/১২/২০২৪। যদি কেউ উপরে উল্লিখিত দলিলগুলি খুঁজে পান, অনুগ্রহ করে এই বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশের সাত (৭) দিনের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে ফিরিয়ে দিন। ফেরৎ পাওয়ার জন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

কল্যাণ কুন্ডু
৩৬৩/৩, পেয়ারাপুর রোড
শেওড়াফুলি, হুগলী
মোবাইল নং: 8697211502

কোর্ট নোটিস

ब-अदालत,
श्रीमान अमित शेखर, A.J.C. - XV, राँची।
Revocation Case No. 07/2024
मो० वेजामुद्दीन ....आवेदक
बनाम
अंसार अली वगैरह ....विपक्षी
नोटिस बनाम
(1) मो० अंसार अली, पिता स्व० सदर अली
निवासी - न्यू तिवारी टैंक रोड, तस्लीम मस्जिद, हिंदपीढ़ी, पोस्ट व थाना हिंदपीढ़ी, जिला राँची।
(2) मुस्लिम अली, पिता स्व० सदर अली, निवासी जामतिया, थाना जॉयपुर, जिला- हावड़ा, (पश्चिम बंगाल)।
बजरिए इस नोटिस से आपलोगों को सूचित किया जाता है कि ऊपर लिखे आवेदक ने आपलोगों के विरुद्ध इस न्यायालय में एक Revocation वाद दायर किया गया है।
जिसमें आप लोगों को पूर्व में न्यायालय द्वारा साधारण एवं पंजीकृत डाक द्वारा नोटिस भेजा जा चुका है, परंतु आपलोग जान-बूझकर उपरोक्त वाद में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। अतः समाचार पत्र के माध्यम से आप लोगों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 28/01/2025 को समय 10:30 AM सुबह को आप स्वयं या अपने अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से उपरोक्त न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें अन्यथा आपलोगों के विरुद्ध वाद की सुनवाई एकतरफा कर दी जाएगी।
इसे सख्त ताकीद जानें।
यह नोटिस मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मोहर से आज दिनांक 18/01/2025 को जारी किया गया।
श्रीमान अमित शेखर
A.J.C. XV, राँची.

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ২৪ শে জানুয়ারি, ১০ই মাঘ। শুক্র বার। দশমী তিথি। জন্মে বৃশ্চিক রাশি। অষ্টোত্তরীর ও বিংশোত্তোরী শনি র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : শুভ। বাণিজ্যে অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। লৌহ মেশিনারি বা ইমারতির দ্রব্য ব্যাবসায়ীদের শুভ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ও শুভ। নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। কোনো সুখবর নিয়ে বান্ধব বা স্বজন পরিবারে আসবে। প্রতিবেশীর দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ, কেমিক্যালের এর ব্যবসা যারা করছেন তারা লাভবান হবেন। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সাদা।

বৃষ রাশি : শশুর বাড়ির স্বজন আত্মীয় দ্বারা ছোট ভ্রমণের সুযোগ এবং তাদের দাঁড়ায় সম্মান বৃদ্ধির যোগ। আজ বিপদ মুক্ত। পরিবারে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ বেরোবে। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকবে, তবে ক্ষতির সম্ভবনা নেই। নারীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা আর্থিক সুযোগ বৃদ্ধি। প্রবীণ প্রতিবেশি কিছুদিন আগেও যার সাথে বিবাদ ছিল তার দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্র ওম গণ গণেশায় নমো। শুভ দিক উত্তর। শুভ রং ঘিয়ে।

মিথুন রাশি : পরিবারের কনিষ্ঠ সদস্য হতে সতর্ক থাকুন। আজকের দিনটা ভালো হলেও খুব সতর্ক থাকা ভালো। একসাথে পড়াশুনা করতেন এরকম বান্ধব দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। বাড়িতে তালা দেওয়ার সময় তাড়াহুড়ো করবেন না, আপনার তাড়াহুড়োর কারণে মূল্যবান দ্রব্য কিছু দিন আগে ক্ষতি হয়েছে। ঋণ নি গ্রহণ করতে পারেন। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সবুজ।

কর্কট রাশি : আজ ধনপ্রাপ্তি, অর্থপ্রাপ্তি, সম্পদপ্রাপ্তির প্রভূত সম্ভাবনা। বন্ধু বান্ধব দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জলের মিস্ত্রি বাড়িতে আসলে আধার কার্ড বা পরিচয় পত্র নিতে ভুলবেন না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিশেষ আলোচনায় পরিবারে নতুন কোনো জিনিস আসতে পারে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। প্রবীণ নাগরিকদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে প্রতিউত্তর না দেওয়া ভালো। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

সিংহ রাশি : ইলেকট্রিকাল দ্রব্য এসি, টিভি ফ্রিজ কেনার জন্য মনস্থির করছিলেন আজ শুভ দিন। পরিবারের আট বছরের নিচের কোনো শিশুর দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি গ্রোভবতী মায়েরা একটু সচেতন থাকুন। বিদেশ যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে একটু ভেবে নিন। বাড়ি-ঘর, জমি সংক্রান্ত সমস্যার নি সমাধানের পথ খুঁজে পাবেন। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ এক বন্ধুর সহযোগিতায় মুক্ত হবে। বিদ্যার্থীদের পক্ষে শুভ। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। মন্ত্র ওম নমঃ গণেশায়। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

কন্যা রাশি : সচেতনতা মূলক শান্তি। স্বামী স্ত্রী র গভীর আলোচনায় কেন তৃতীয় ব্যাক্তিকে টানছেন? লিভার, তলপেট, গলব্লাডার, নিয়ে যে সমস্যা তৈরি হয়েছিল তার থেকে মুক্তি। এক কৃষ্ণবর্ণ বান্ধব দ্বারা শুভ। পরিশ্রমের দ্বারা সফলতা কথাটা ভুলে গেলে আজ ক্ষতি। দূর ভ্রমণে না যাওয়া ভালো। স্পষ্ট কথা বলা ভালো তবে অন্যকে কষ্ট না দিয়ে। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায়। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

তুলা রাশি : বিষয় আসায় বিশেষ করে মৃত পিতার সম্প্রতি বা মৃত দাদুর সম্পত্তি থেকে আয় বৃদ্ধির নতুন পথ দেখা যাবে। আজ দাম্পত্য সুখ নিশ্চিত। পরিবারে ধন বৃদ্ধি, ব্যবসা বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু প্রতিবেশী সেজে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি করবে। মায়েদের প্রসূতি রোগে কষ্ট বৃদ্ধি। স্বজন-পরিজন থেকেও না থাকার মতন। একটি সুখবর আসবে সান্ধ্যকালীন। প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পশ্চিম।

বৃশ্চিক রাশি : মনে এক আর মুখে এক, এই করলে বিপদ। প্রাণের বন্ধু আপনি যাকে ভাবতেন তিনি আপনাকে কেন এড়িয়ে চলছে? এক প্রভাব শালী রাজনৈতিক ব্যাক্তির দ্বারা ক্ষতির আশংকা। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন হঠাৎ বিবাদ-বিতর্ক শুরু হতে পারে। নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্ক থেকে দুঃখ প্রাপ্তি। পরিবারে গুরুজনের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। নিজ নাম এ নয় অন্যের সম্পত্তি থেকে লাভ প্রপ্তি। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। মন্ত্র সং শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

ধনু রাশি : কিছু শুভ। যাকে এতদিন শত্রু মনে করতেন আজ তিনি আপনার বন্ধু রূপে বিশেষ কোনো উপকার করবে। পরিবারের নাবালক আত্মীয় দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। বান্ধব সহযোগে ভ্রমণের দ্বারা অতীব শুভ। বাড়ির পোষ্য কুকুর বা বেড়াল থেকে সমস্যা তৈরী হবে। অর্থ বৃদ্ধি নাহলেও শুভ সংকেত আগামীকাল দেখা যাবে। সন্ধ্যার পর কোনো নিমন্ত্রনে গেলে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর

মকর রাশি : এক প্রিয়জনের সহযোগিতায় নৈরাশ্য হতাশা কাটবে আনন্দ প্রাপ্তি। গুরুর মন্ত্র নিলেন কিন্তু পুজোপাঠ জপ-তপ এ আপনার মন নেই, তাহলে দৈব কৃপা কেমন করে পাবেন। গ্রহ স্থিতি অনুসারে বান্ধব দ্বারা বা মোবাইল ফোন দ্বারা কোনো স্বজন সম্পর্কে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি হবে। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

কুম্ভ রাশি : স্বজন বান্ধব সহ আনন্দ প্রাপ্তি। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। আপনার মনে সেবা মূলক ভাব ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস, সমাজে কোনো শুভ কিছু করার চিন্তা আজ আপনার রাশির উপ অতীব শুভ যোগ তৈরি করছে। হঠাৎ করে অর্থ প্রাপ্তি। প্রেমিক যুগল ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

মীন রাশি : সতর্ক থাকুন। আজ ছোট ঘটনা নিয়ে যদি অধৈর্য হয়ে পড়েন পরিবারে বিবাদ বিতর্ক সৃষ্টি হয় তাহলে সুখ কি করে আসবে? আজ সতর্ক বি থাকার দিন। প্রেমিক যুগল আজ কথা না রক্ষার জন্য ছোট বিবাদ বড় আকার নেবে। কোর্ট কেসে যে মামলাটি আছে আজ সেই বিষয় দুঃখ প্রাপ্তি হবে। গৌড় বর্ণের শত্রু থেকে সতর্ক থাকুন।। মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

বিজ্ঞপ্তি

হারানো দলিল

এতদ্বারা সকল জনসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল শ্রী যুগল কিশোর ভাগাত, ১২৪, দক্ষিনদাড়ি রোড, কোলকাতা- ৭০০০৪৮, যাহার অ্যারিজিনাল পিট দলিল যাহার নং ১৩৩৩ অফ্ ১৯৯৯ তাহা হারিয়ে ফেলেছেন। যাহার কারনে আমার মক্কেল লেক টাউন থানাতে একটি জেনারেল ডাইরি করিয়াছেন যাহার জি. ডি. নং ১৬১০ তারিখ ২৩/০১/২০২৫, আমার মক্কেল উক্ত সম্পত্তি খানি বন্ধক রাখিয়া ব্যাঙ্ক থেকে ঋন করিতে চলেছেন।

এমতাবস্থায় উক্ত দলিল সম্পর্কে যদি কোন ব্যাক্তি বা কোন ব্যাক্তিবর্গের কোনরূপ দাবি দাওয়া থাকে তাহা হইলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে নিম্ন লিখিত ব্যাক্তির সহিত যোগাযোগ করিবার অনুরোধ জানানো হইতেছে। অন্যথায় উক্ত সময় পর কাহারো কোনপ্রকার দাবি গ্রাহ্য করা হইবে না।

ইতি
রজৎ নাথ পাইন এন্ড কোম্পানি
১০, নং কিরণ শঙ্কর রায় রোড
কোলকাতা-৭০০০০১

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিদের জানানো যাইতেছে যে, **অভয়পদ মজুমদার**, সাকিন :- বংশবাটী, থানা -সুতী, জেলা- মুর্শিদাবাদ, (পিন- ৭৩১২২১) পঃবঃ - নিবাসীর সকল ওয়ারিশগন যথাক্রমে **শ্রী সর্ব্বমঙ্গলা**, জ্যেষ্ঠ পুত্র **৺জ্যোতির্মিয়** এর একমাত্র পুত্র **রাজর্ষি**, মধ্যম পুত্র **জ্যোতি প্রকাশ** ও কন্যা **ইলা মৌলিক** প্রযত্নে সত্যব্রত মৌলিক একত্রে কনিষ্ঠ পুত্র **বিকাশ মজুমদারকে** গত ইংরাজী ২৩/০৫/২০২৩ তারিখে পুরুলিয়া জেলার D.S.R. অফিসের Book -IV-008 নম্বরে নিবন্ধীকৃত আমমোক্তার নামা দলিল মুলে মুর্শিদাবাদ জেলা স্থিত সুতী থানার অন্তর্গত সুতী-১ নম্বর ব্লকভুক্ত বংশবাটী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাধীন ২৬৩ নম্বর জে.এল. ভুক্ত মৌজা বংশবাটী মধ্যে এল.আর. মাপে ১১১৬৮, ১১১৬৯, ১১১৭০, ১১১৭১, ১১১৭২ নম্বর খতিয়ান এবং উক্ত জেলা, থানা, ব্লক, পঞ্চায়েত অন্তর্গত ৩৭ নম্বর জে.এল. ভুক্ত মৌজা আলুয়ানি মধ্যে এল.আর. ৬৭৯/১ নম্বর খতিয়ান ভুক্ত সম্যক সম্পত্তি কোবালা বিক্রয় সহ সর্ব্বপ্রকার হস্তান্তরাদির জন্য আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন। উক্ত আমমোক্তার নামা দলিল মুলে আমার মক্কেল **বিকাশ মজুমদার** মহোদয় মৌজাদ্বয়ের খতিয়ানভুক্ত সম্পত্তি কাহাকেও কোনোরূপ হস্তান্তরাদি করার বিষয়ে কাহারো কোনোরূপ আপত্তি থাকিলে তিনি সুতী - ১ নম্বর বিএল. এন্ড. এল.আর.ও. এর কার্যালয়ে এই বিজ্ঞপ্তির দিন হইতে আগামী এক মাসের মধ্যে উপযুক্ত প্রমানাদি সহ যোগাযোগ করিবেন। অন্যথায় আমার মক্কেলের দ্বারা বিক্রয় করা সম্পত্তি একতরফা ভাবে অপরাপর ক্রেতা খরিদা দলিল মুলে নিজ নামে নামপত্তন (মিউটেশন) করাইলে কেহ কোনোরূপ আপত্তি করিতে পারিবেন না।

Nisith Bandyopadhyay
Advocate
Dist. Session Judge's Court
Purulia

বিজ্ঞপ্তি

জেলা-হুগলী,
মোকাম চন্দননগর ডিষ্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং-২৪ / ২০২৪ (সাকসেশান)
দরখাস্তকারিনী ঃ- শ্রীমতী সুনীতা পান্ডে
স্বামী-মৃত সুশীল পান্ডে
সাকিম-১২ এস.এম. বাই লেন- ৩, চাঁপদানী, পোঃ-বৈদ্যবাটী, থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা হুগলী, পিন-৭১২২২২।

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, উক্ত দরখাস্তকারিনীর স্বামী মৃত সুশীল পান্ডে, পিতা-মৃত অভিরাম পান্ডে, সাকিম-১২ এস.এম. বাই লেন, চাঁপদানী, পোঃ-বৈদ্যবাটী, থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা হুগলী, পিন-৭১২২২২ বিগত ইংরাজীর ০৮/ ১২/ ২০২৩ তারিখে পরলোকগমন করিয়াছেন। নর্থ ব্রুক জুট কোম্পানি লিমিটেড, জি.টি. রোড, চাঁপদানী, পোঃ- বৈদ্যবাটী, থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলী, পিন- ৭১২২২২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক উক্ত দরখাস্তকারিনীর স্বামীর জীবদ্দশায় তাঁহার ত্যক্ত উক্ত জুটমিলের পি.এফ. (প্রভিডেন্ট ফান্ড) বাবদ ৯,৯৭৫ /- (নয় হাজার নয়শত পঁচাত্তর) টাকা গচ্ছিত রহিয়াছে। যাহার Rec. No. 13/3740 and P.F. No. 13/0871 হইতেছে। তাহা সুদসহ পাইবার জন্য উক্ত দরখাস্তকারিনী অত্র আদালতে সাকসেশান সার্টিফিকেট গ্রহণ করিবার মর্মে দরখাস্ত করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে অত্র আদালতে হাজির হইয়া জানাইবেন। নচেৎ একতরফা শুনানি হইবে।

আদালতের আদেশানুসারে
দেও কুমার প্রসাদ, এ্যাডভোকেট, চন্দননগর আদালত
সৌমেন ঘোষাল, সেরেস্তাদার, 19.11.2024

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া
টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮
রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।
সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।
অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।
সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর
আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২
শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬
মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর
মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ
পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম
সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।
মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।
লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।
A2Advantage Ad Agency, শেফালী আচার্য্য, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫
মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী, অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট, ফটকদুয়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভূম- ৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), ৯৪৩৪২৫২৫০৪, maatara.adagency@gmail.com

পুরুলিয়া
অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া
ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮
বালি ফটোকপি সার্ভিস, সন্দীপ দে, ২৫, ধর্মতলা রোড (বেলুড় স্টেশন রোড), ধর্মরাজ জিউ মন্দিরের কাছে, বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২, মোঃ ৯৪৩২২৩২৫২৩।

বর্ধমান
স্টুডিও তানিয়া, গোপীকান্ত চক্রবর্তী, স্টল নং - সিএ-২০, ডেভিড হেয়ার রোড, বি জোন, দুর্গাপুর-৭১৩২০৫। মোঃ ৯৭৪৯১৯১২৭৬, ৯৩৩৩৯১০৬৯৪, ৯৪৩৪২২৫৭৬৭।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শুক্রবার থেকে শুরু হচ্ছে নবম দুয়ারে সরকার কর্মসূচি, চলবে ১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্য সরকাররে বিভিন্ন প্রকল্প ও পরিষেবার সুযোগ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে শুক্রবার থেকে শুরু হচ্ছে নবম দুয়ারে সরকার কর্মসূচি। চলবে ১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টে অবধি চলবে শিবির। বিভিন্ন এলাকায় শিবির করে মোট ৩৭টি প্রকল্পের সুবিধার জন্য আবেদন জমা নেওয়া হবে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী, বার্ধক্য ভাতার মতো চিরাচরিত প্রকল্পের পাশাপাশি দুয়ারে সরকারে এবার কৃষি যন্ত্রাংশ কেনার আর্থিক সাহায্য প্রকল্পেও আবেদন করার সুযোগ মিলবে। আগে যে সব এলাকা বেশি গুরুত্ব পায়নি, সেখানে শিবিরের সংখ্যা বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের নির্দেশ

সমস্ত ক্যাম্পে প্রয়োজনীয় জলের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রসূতিদের জন্য বিশেষ জায়গা রাখতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি ফটোকপিও যাতে বিনামূল্যে হয়, সে ব্যাপারেও নজর রাখতে বলা হয়েছে।

যাঁদের আবেদন গ্রাহ্য হবে না, তাঁদের আবেদন বাতিল হওয়ার কারণ এবং কী করণীয়, তা ঠিক মতো বুঝিয়ে দিতে হবে বলেও জেলা প্রশাসনের কর্তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দুয়ারে সরকারে জমা পড়া আবেদন ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যেই সব খতিয়ে দেখতে হবে। এই সমস্ত পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে কেউ অন্য কোনও অজুহাতে টাকা চাইলে তা বরদাস্ত করা হবে না বলে রাজ্য সরকারের তরফে জানানো হয়েছে। ২০২৩ সালের ১৫ থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত আয়োজিত হয়েছিল অষ্টম দুয়ারে সরকার। সেখানে ৩৬টি প্রকল্পের আবেদন গ্রহণ করা হয়েছিল। এবার সেগুলির সঙ্গেই যোগ হচ্ছে 'কৃষি যন্ত্রাংশ কেনার আর্থিক সাহায্য' সংক্রান্ত প্রকল্প। স্বাস্থ্যসাথী, কন্যাশ্রী, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, বার্ধক্যভাতা, কৃষকবন্ধু, স্টুডেন্টস ক্রেডিট কার্ড, ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড, মানবিক, রূপশ্রী-র মতো প্রকল্প বা ভাতা-র সুবিধা পেতে এই ক্যাম্পে আবেদন করা যাবে। ১০টা থেকে বিকাল ৪টে অবধি শিবির চলবে।

খিদিরপুর পদ্মপুকুর স্কয়ার শিব মন্দির সেবা সমিতি অযোধ্যার প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে সুন্দর কাণ্ড পাঠের আয়োজন করা হয়েছিল। সুন্দর কাণ্ড আবৃত্তি আয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন বরুণ মুখার্জি, নীতিন সিং, গব্বর পাসওয়ান-সহ অন্যান্যরা।

কলকাতার বাগবাজারের হরনাথ হাইস্কুলে নেতাজির জন্মজয়ন্তী উদযাপনের অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন শিক্ষা ও সাহিত্য পদ্মশ্রী পুরস্কারে ভূষিত প্রধান শিক্ষক কাজী মাসুম আখতার।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে নেতাজি মঞ্চ দ্বারা স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং কম্বল বিতরণের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নেতাজি মঞ্চের সভাপতি শিশির বাজোরিয়া ও নেতাজি মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক ভোলা প্রসাদ সোনকার সহ অন্যান্যরা।

নেতাজির ছবিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের।

প্রজাতন্ত্র দিবসের আগে শালিমার স্টেশনে কড়া নিরাপত্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, শালিমার: নেতাজির জন্মতিথির দিনে প্রজাতন্ত্র দিবসের আগে শালিমার স্টেশনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখা শুরু হল। বৃহস্পতিবার সকালে ৭৬তম প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে আরপিএফ ও জিআর আধিকারিকরা শালিমার স্টেশন ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে তল্লাশি চালায়। এই বিশেষ অভিযানে ম্যাক্স নামের বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুকুর সহ বোমা নিষ্ক্রিয়করণ দলের সঙ্গে ওই বিশেষ দল স্টেশন, প্ল্যাটফর্ম, পার্সেল, ইয়ার্ড, চলাচলকারী এবং পার্কিং এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়। যদিও অভিযান চলাকালীন সময় আধিকারিকদের কোনও সন্দেহজনক বস্তু নজরে আসেনি।

নেতাজির স্মৃতি আগলে রাখতে নোয়াপাড়া থানায় গ্রন্থাগারের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: মহান দেশনায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিনে বৃহস্পতিবার নোয়াপাড়া থানায় তাঁর স্মৃতিকে আগলে রাখ তে গ্রন্থাগারের উদ্বোধন করা হল। নোয়াপাড়া থানার যে লক আপে নেতাজিকে

কয়েক ঘণ্টা আটক করে রাখা হয়েছিল, সেখানেই গড়ে তোলা হয়েছে এই গ্রন্থাগার। নতুন প্রজন্মের কাছে নেতাজির স্মৃতি বিজড়িত ইতিহাস তুলে ধরতেই প্রশাসনের এই প্রয়াস। ইতিহাস বলছে, ১৯৩১ সালের ১১ অক্টোবর জগদ্দলের গোলঘর পার্কে বঙ্গীয় পাটকল শ্রমিক সম্মেলনে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। শ্যামনগরের চৌরঙ্গী কালীবাড়ির সামনে ঘোষপাড়া রোড থেকে তাঁকে আটকে নোয়াপাড়া থানায় আনেন তৎকালীন ইন্সপেক্টর ম্যাকেনজি। সেখানেই কয়েক ঘণ্টা বন্দি ছিলেন দেশনায়ক নেতাজি। জগদ্দলে তিনি যাবেন না, সেই মুচলেকা দিয়ে জামিন পেতে হয়েছিল নেতাজিকে। এদিন মহান দেশপ্রেমিকের জন্মদিন পালন অনুষ্ঠানে এসে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনার অলোক রাজোরিয়া বলেন, নোয়াপাড়া থানার ইতিহাস সকলকেই মনে রাখতে হবে। নেতাজির স্মৃতি আগলে রাখতে হবে। মহান দেশনায়কের আত্মত্যাগ ভোলার নয়। দেশকে ব্রিটিশ শাসনের হাত থেকে মুক্ত করতে বিদেশের মাটিতে তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর দাবি, নোয়াপাড়া থানায় নেতাজি বন্দি থাকার ইতিহাস বর্তমান প্রজন্মের সামনে তুলে ধরতে গ্রন্থাগারও গড়ে তোলা হয়েছে।

মেট্রোর জন্য এল দু'টি নতুন রেক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মেট্রোর জন্য এল আরও দুটি নতুন রেক। কলকাতা মেট্রো সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার নোয়াপাড়া কারশেডে পৌঁছল এমআর-৫০৪ এবং এমআর-৫১২ দুটি রেক। এগুলি ডালিয়ান রেক নামে পরিচিত। গত ১৪ জানুয়ারি এই রেকগুলি বিশ্ব দরপত্রের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে। সূত্রে খবর, গত ১২ জানুয়ারি একটি জাহাজে (ভায়োলেট এস) শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি বন্দরে পৌঁছয় রেকগুলি। একটি ডিজেল ইঞ্জিনের সাহায্যে নোয়াপাড়া কারশেডে পাঠানো হয় সেগুলিকে। মোট ১৬টি কোচ জাহাজ থেকে নামানো হয়। বর্তমানে কলকাতা মেট্রোয় চলাচল করে মোট ৩টি ডালিয়ান রেক। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর যাত্রী পরিষেবার জন্য নামানো হবে সেগুলি।

এই রেকগুলি যাত্রীদের জন্য অত্যন্ত আরামদায়ক হবে। থাকছে বিশেষ বৈশিষ্ট্যও। এই রেকগুলির দরজা অনেক চওড়া। বর্তমানে যে রেকগুলি চলে, তার তুলনায় ১৯০ মিলিমিটার চওড়া এই নতুন রেকের দরজা। বসার জায়গাও আগের তুলনায় বেশি। রয়েছে উন্নত এয়ার কন্ডিশনার সিস্টেম, শব্দ কমানোর ব্যবস্থা। রেলের মধ্যে থাকা আলোও চোখের জন্য আরামদায়ক।

নতুন এমআর-৫০৪ এবং এমআর-৫১২-র বৈশিষ্ট্য হল—

১. দরজা চওড়া হওয়ায় যাত্রীদের ওঠা-নামার সুবিধা হবে।

২. ঝাঁকুনি অনুভব করতে পারবেন না যাত্রীরা।

৩. কোচের অভ্যন্তরে সিসিটিভি কভারেজ থাকবে।

৪. প্রবীণ নাগরিক এবং বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য বসার জায়গা আরও বাড়ানো হচ্ছে।

৫. থাকছে উন্নত এয়ার ডিফিউজার, উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন এসি।

৬. ছোট এবং মসৃণ অ্যালার্ম ডিভাইস রাখা থাকবে কোচে।

৭. হুইল চেয়ার পার্কিং-এর সুবিধা থাকছে।

৮. বহুবর্ণের বহুভাষিক ডিসপ্লে বোর্ড থাকবে, যাতে কোনও যাত্রীর স্টেশনের নাম বুঝতে অসুবিধা না হয়।

৯. এই রেকে রয়েছে রেইন ওয়াটার চ্যানেল, স্টেইনলেস স্টিলের বডি।

১০. সাইড স্টপার সহ উন্নত ডোর চ্যানেল।

সুরক্ষার জন্যও এই সব রেকে থাকছে বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য। কোনও কারণে আটকে পড়লে যাত্রীদের উদ্ধারে যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, তার জন্য রয়েছে চওড়া ইভাকুয়েশন ডোর, ইভাকুয়েশন র‍্যাম্প। অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থাও অনেক উন্নত।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২৪ জানুয়ারি, ২০২৫ ১০ মাঘ ১৪৩১ শুক্রবার

কলকাতায় গত কয়েক মাসে মোট ৩০টি বেআইনি নির্মাণ হয়েছে!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাঘাযতীন থেকে ট্যাংরা। হেলে পড়েছে একের পর এক বাড়ি। এই অবস্থায় গোটা কলকাতা জুড়ে সমীক্ষা চালিয়ে কলকাতা পুরসভার বিল্ডিং বিভাগের কাছে সামনে এল গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। কলকাতা শহরে গত কয়েক মাসে মোট ৩০টি বহুতল হেলে পড়েছে। নির্মাণগত প্রযুক্তি ত্রুটির কারণে এবং নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে বহুতল তৈরির কারণে এই বহুতলগুলি হেলে পড়েছে।

এই তথ্য থেকে এও সামনে আসছে যে, এই বিপুল সংখ্যক হেলে পড়া বহুতলের মধ্যে ৬৫ শতাংশই বেআইনি। যেগুলি কোনও নকশা অনুমোদন ছাড়াই তৈরি হয়েছে। কলকাতা শহরের বুকে কীভাবে এতগুলো বাড়ি রাতারাতি তৈরি হয়ে গেল তা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন। শুধু তাই নয়, বেআইনি নির্মাণ তৈরি হয়েছে, এমনকী মানুষ বসবাস করতেও শুরু করেছে। সেটাই এখন চিন্তার বিষয় বিল্ডিং বিভাগের। আশঙ্কা তৈরি হয়েছে, বাঘাযতীনে যে ধরনের বিপর্যয় ঘটেছে, এই ঘটনা যদি বাকিগুলির ক্ষেত্রে রাতের বেলায় ঘটে, তাহলে প্রাণহানি ১০০ শতাংশ নিশ্চিত।

এদিকে একাধিকবার মেয়র ফিরহাদ হাকিম দাবি করেছেন, শহরের বুকে বেআইনি নির্মাণ হচ্ছে কি না, তা ঘুরে ঘুরে উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে নজরে রাখছেন অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার এবং সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়াররা। এখানেই প্রশ্ন উঠছে, যে নজরদারির কথা বলা হচ্ছে তা শুধুইমাত্রই খাতায় কলমে কি না। এদিকে বিল্ডিং বিভাগের একটা তথ্য বলছে, মেয়র বরাবরই দাবি করে থাকেন, গত এক বছরে একশোর কাছাকাছি বেআইনি নির্মাণ ভাঙা হয়েছে। কিন্তু বাস্তব অন্য কথা বলছে। বেআইনি নির্মাণ নয়, বরং কিছু ক্ষেত্রে সামান্য বেআইনি অংশ ভেঙেই সেটাকে নির্মাণ বলে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

কলকাতা শহরে বেআইনি নির্মাণ কত তার আজ পর্যন্ত তথ্য দিতে পারিনি কলকাতা পুরসভা। কিন্তু একের পরে হেলে পড়তেই সমীক্ষা চালিয়ে এবং বরো ভিত্তিক তথ্য নিয়ে শহরের বহুতলগুলির অবস্থা জানান দিল পুরসভা। মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'আমার কাছে জমা পড়েছে হেলে যাওয়া বাড়ি নিয়ে রিপোর্ট। প্রায় তিরিশটি বাড়ি রয়েছে। সেখানে লোকজন আছে। আমরা গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখছি।'

কাঁচরাপাড়ায় বিলাসবহুল হোটেলের বেআইনি নির্মাণ অংশ ভেঙে দিল হালিশহর পুরসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: কল্যাণীর সন্নিকটে হালিশহর পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত বাগমোড়ে রয়েছে প্রাচীন বিলাসবহুল হোটেল ড্রিমল্যান্ড। অভিযোগ উঠেছে, হোটেলের একাংশ নাকি সরকারি জমির ওপর গড়ে উঠেছে। পুরসভার দাবি, বেআইনি নির্মাণের অংশ ফেলতে একাধিকবার অনুরোধ করা হয়েছিল হোটেল মালিককে। কিন্তু হোটেল মালিক তাতে কর্ণপাত করেননি। এদিকে বৃহস্পতিবার সকালে হালিশহর পুরসভার আধিকারিকদের উপস্থিতিতে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করে ওই হোটেলের বেআইনি নির্মাণের অংশ টুকু জেসিবি মেশিন দিয়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। যদিও বলপূর্বক ভাঙার অভিযোগ তুলে সোচ্চার হয়েছেন হোটেল মালিকও। হোটেল মালিক দেবেন্দ্র সিংয়ের অভিযোগ, ২০২৪ সালে লোকসভা নির্বাচনের আগে মিঠুন চক্রবর্তী তাঁর হোটেলে

এসেছিলেন। সেই ক্ষোভেই তাঁর হোটেল ভাঙা হল। তাঁর দাবি, এখন বিয়ের মরশুম চলছে। শুক্রবার বিয়ের অনুষ্ঠান রয়েছে। কিন্তু বুধবার সন্ধেয় হালিশহর পুরসভা তরফে নোটিস পাঠিয়ে ভেঙে ফেলতে বলা হয়েছিল। যদিও তিনি অনলাইনে পুরসভাকে চিঠি পাঠিয়ে, বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য দশ দিন সময় চেয়েছিলেন। তবুও পুরসভা এদিন সকাল দশটা থেকেই জেসিবি লাগিয়ে ভাঙচুর শুরু করে দেয়। স্থানীয় বিজেপি নেতা সন্তোষ রায়ের অভিযোগ, ২০২৪ সালে লোকসভা নির্বাচনের আগে রোড শো-তে এসেছিলেন বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তী। রোড শো শুরুর আগে দলীয় কর্মীদের নিয়ে ওখানে ঘরোয়া বৈঠক করেছিলেন। সেই কারণেই হোটেল ভাঙা হল। সন্তোষ বাবুর বক্তব্য, হালিশহর পুরসভার কাছে হোটেল মালিক কিছুদিন সময় চেয়েছিলেন। কিন্তু ওনাকে সময় দেওয়া হল না। তাঁর অভিযোগ, হালিশহর জুড়ে পুকুর ভরাট হচ্ছে। অবৈধ নির্মাণ হচ্ছে। পুর কর্তৃপক্ষের সে সব নজর পড়ছে না। হালিশহর পুরসভার পুরপ্রধান শুভঙ্কর ঘোষের দাবি, হোটেল মালিককে একাধিকবার নোটিস করা হয়েছিল। বোর্ড মিটিংয়ে ডেকে ওনাকে অনুরোধ করা হয়েছিল বেআইনি নির্মাণের অংশ ভেঙে ফেলতে। কিন্তু হোটেল মালিক তা শোনেননি। পরবর্তীতে ওনাকে ভাঙার নোটিস দিতেই উনি আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। পুরসভার তরফে আদালতে সমস্ত নথি জমা দেওয়া হয়েছিল। অবশেষে আদালতের নির্দেশে তাঁরা বেআইনি নির্মাণ ভেঙে দেন।

ফের মেট্রোয় আত্মহত্যার চেষ্টা, বিপর্যস্ত পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফের মেট্রোয় ঝাঁপ। এবার নজরুল মেট্রো স্টেশনে ঘটনাটি ঘটে। বৃহস্পতিবার বিকেল ৪ টা বেজে ২৮ মিনিটে কবি নজরুলে দক্ষিণেশ্বরগামী মেট্রোর সামনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন এক মহিলা। বৃহস্পতিবার নেতাজির জন্মদিনে ব্যাংক, স্কুল-সহ একাধিক সংস্থা ছুটি থাকে। ফলত এদিন রাস্তাঘাট তুলনামূলক ফাঁকা। এই দিনেই ফের অঘটন। সূত্রে খবর, এদিন বিকেল ৪ টে বেজে ২৮ মিনিটে নজরুল মেট্রো স্টেশনে পৌঁছয় দক্ষিণেশ্বরগামী একটি রেক। আচমকা সেটির সামনে ঝাঁপ দেন এক মহিলা। তড়িঘড়ি ব্রেক কষেন চালক। ট্র্যাকের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। মেট্রোর তরফে শুরু হয় উদ্ধার কাজ। বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় মহিলাকে উদ্ধার করে ভর্তি করা হয় হাসপাতালে।

এদিকে এই ঘটনার জেরে বেশ কিছুক্ষণ পুরোপুরি বন্ধ ছিল পরিষেবা। কলকাতা মেট্রো সূত্রে খবর, টালিগঞ্জ থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত আপ ও ডাউন দুই লাইনেই বন্ধ রাখা হয় পরিষেবা। প্রায় ১ ঘণ্টা পর স্বাভাবিক হয় পরিস্থিতি।

আপ এবং ডাউন দুই লাইনেই পরিষেবা ব্যাহত হওয়ায় ভোগান্তির শিকার হন মেট্রোযাত্রীরা। স্টেশনে স্টেশনে যাত্রীদের ভিড় বাড়তে থাকে। অফিস ফেরত যাত্রীরা সমস্যায় পড়েন। অনেকেই মেট্রো ছেড়ে সড়কপথে গন্তব্যে যাওয়া চেষ্টা করেন। বার বার মেট্রোর সামনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টার ঘটনা নিয়ে উদ্বিগ্ন মেট্রো কর্তৃপক্ষ। নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। যাত্রীদের প্রশ্ন, কেন মেট্রো কর্তৃপক্ষ এ ধরনের ঘটনা প্রতিরোধে উপযুক্ত পদক্ষেপ করছেন না? সম্প্রতি লাইনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার ঘটনা রুখতে কালীঘাট স্টেশনের ডাউন প্ল্যাটফর্মে পাকাপোক্ত ভাবে কিছু গার্ডরেল বসিয়েছেন মেট্রো কর্তৃপক্ষ। কিন্তু নিত্যযাত্রীদের একাংশের বক্তব্য, দু'টি গার্ডরেলের মধ্যে যা ব্যবধান, তাতে কর্তৃপক্ষের আসল উদ্দেশ্য সফল হওয়ার সম্ভাবনা কম। এ ছাড়াও শুধুমাত্র কালীঘাট স্টেশনে একটি দিকে গার্ডরেল বসিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টার ঘটনা আটকানোর পরিকল্পনা অবাস্তব বলেও প্রশ্ন তোলেন যাত্রীদের একাংশ।

২৩ জানুয়ারি উপলক্ষে রেড রোডে আয়োজিত অনুষ্ঠানে দেশনায়ক নেতাজির মূর্তিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম।
ছবি- অদিতি সাহা

রাজ্যে মাথা চাড়া দিচ্ছে জঙ্গি সংগঠন 'জাহা ইন্ডিয়া'

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে 'জাহা ইন্ডিয়া' নামে এক নতুন সংগঠন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এদের কার্যকলাপ মৌলবাদী সংগঠনের সঙ্গে মিল খায় এমনই জানা যাচ্ছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের রিপোর্টে। এই রিপোর্টে 'জাহা ইন্ডিয়া'-র সঙ্গে জেএমবি জঙ্গি সংগঠনের একটি বৈঠকও হয়েছে বলে জানা গেছে। সঙ্গে এও জানা গেছে, জেএমবি-র নেতা বাংলাদেশ থেকে চোরা পথে ভারতে প্রবেশ করে ঝাড়খণ্ডের পাকুর থানার অন্তর্গত একটি এলাকায় এই বৈঠক করেছে। দু'দিন ধরে চলে সেই বৈঠক। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা রিপোর্ট বলছে, ওই জঙ্গি নেতা 'জাহা ইন্ডিয়া' সংগঠনের ছ'জনকে ট্রেনিং দিয়েছে। সেই প্রশিক্ষণ শিবিরে উপস্থিত ছিল মুর্শিদাবাদের পাঁচ ও উত্তর ২৪ পরগনার এক

নেতা। এদের আবার একজন মিডিল ম্যানও রয়েছে। বৈঠক শেষ হয়ে যাওয়ার পর ফের জেএমবি নেতা রুট বদলে আবার বাংলাদেশে ফিরে গিয়েছে। আপাতত মুর্শিদাবাদে সক্রিয় গোয়েন্দারা। সেই কারণে, এখন বাংলাদেশি জঙ্গিদের টার্গেটে ঝাড়খণ্ডের বিস্তীর্ণ এলাকা।

এ প্রসঙ্গে প্রাক্তন এনসিজি কর্তা দীপাঞ্জন চক্রবর্তীর বক্তব্য, 'এই খবর শুধু গোয়েন্দাদের কাছেই ছিল। 'জাহা ইন্ডিয়ার' নাম কেউ জানত না। ভারত-বাংলাদেশ-মায়ানমারকে টার্গেট করে আলকায়দা। ঝাড়খণ্ডের পাকুড় থেকে যিনি নির্বাচিত হয়ে লোকসভায় গিয়েছেন, সেই নেত্রীর স্বামীকে দেশবিরোধী কাজের জন্য গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আসলে এইগুলো হল জমি দখলের প্রক্রিয়া। এইভাবে বিনা রক্তপাতে ভারত দখল বা জমি দখল করে ওরা। তারপর অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে পুরো ভৌগলিক অবস্থা পরিবর্তন করে। তারপর সেখান থেকে আবার জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয় এবং দেশের লোকসভা বা বিধানসভায় যায়।'

শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের বদলির ক্ষেত্রে আসছে নয়া নিয়ম

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মাধ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিকের পরেই আবেদনের ভিত্তিতে বদলির প্রক্রিয়া শুরু করবে সরকার, শিক্ষা দপ্তর সূত্রে এমনটাই খবর। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, পারস্পরিক বদলির ক্ষেত্রে বছরে নির্দিষ্ট সময়ে দু'বার বদলি করা হবে এমন নীতি আনতে চলেছে শিক্ষা দপ্তর। অর্থাৎ, পারস্পরিক বদলির ক্ষেত্রে আবেদন নেওয়া শুরু হলে ও এখনই হচ্ছে না বদলি।

প্রসঙ্গত, প্রায় আড়াই বছর বন্ধ থাকার পর চালু হয়েছে রাজ্য সরকারের উৎসশ্রী পোর্টাল। ইতিমধ্যে বেশ কিছু আবেদনও জমা পড়েছে। তবে, একাধিক শিক্ষক-শিক্ষা কর্মীর অভিযোগ তাঁরা আবেদন করতে গিয়ে নানা বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন। তার প্রধান কারণ, ন্যূনতম পাঁচ বছরের স্কুল শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা না থাকলে পারস্পরিক আপোস বদলির আবেদন করা যাবে না। যেমন কোনও শিক্ষকের যদি পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা থাকে, সে নির্দিষ্ট কোনও স্কুলে বদলির আবেদন করতে চাইছেন কিন্তু সেই স্কুলে পাঁচ বছর অভিজ্ঞতার শিক্ষক না থাকলে পোর্টালে বদলির আবেদন গ্রাহ্য হচ্ছে না।

শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের অভিযোগ, ওই পোর্টালে বদলির আবেদন করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে, যে-স্কুলের জন্য আবেদন করা হচ্ছে, তার বাইরেও অনেক স্কুলের শূন্য পদের তথ্য চলে আসছে। তাই পারস্পরিক বদলির ক্ষেত্রে যাতে কোনও আইনি জটিলতায় না পড়তে হয় সে বিষয়ে সতর্ক শিক্ষা দপ্তর। উল্লেখ্য, ২০২৩ সালে সারপ্লাস ট্রান্সফারের উদ্যোগ নিয়েছিল সরকার। শিক্ষা দপ্তর সূত্র, পূর্বের যে বদলি করা হয়েছিল তা রিভিউ করবে দপ্তর।

তবে সেখান থেকে ফের বদলি এখনই করা হবে না। সারপ্লাস ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে একটি তালিকাও তৈরি করা হয়েছে। জেলাকেন্দ্রিক আবেদনের ভিত্তিতে বদলি করা যাবে। যে সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকা অসুস্থ বা মেডিক্যাল গ্রাউন্ডে রয়েছেন তাঁদের বদলি গ্রাহ্য হবে না। যাঁদের শিশু ছোট তাঁদেরও বদলির তালিকায় রাখা হবে না। যে সমস্ত প্রার্থীর অবসর সামনেই তাঁদেরও বদলি করা হবে না। এমনই বেশ কিছু নীতি আনতে চলেছে শিক্ষা দপ্তর বলেই সূত্রে এর খবর। যদিও এই বিষয়ে শিক্ষা দপ্তরের কোনও কর্তার প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

ব্যারাকপুর গুলি কাণ্ডে ধৃত তিন দুষ্কৃতী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বুধবার বিকেলে জনবহুল চিড়িয়ামোড় লাগোয়া ব্যারাকপুর পাইপ রোডে মহম্মদ ইমদাদ নামে এক যুবককে গুলি করে চম্পট দিয়েছিল তিন দুষ্কৃতী। পাইপ রোডের পরিত্যক্ত ইলেকট্রিক সাপ্লাই অফিস কম্পাউন্ডে ইমদাদের উপর গুলি চালানোর অভিযোগ ওঠে পাড়ার তিনজনের বিরুদ্ধে। আক্রান্তের বয়ান অনুযায়ী পুলিশ ওইদিন গভীর রাতে সোদপুর স্টেশন সংলগ্ন আটো স্ট্যান্ড থেকে তিনজনকে পাকড়াও করেছে। বৃহস্পতিবার ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি সেন্ট্রাল ইন্দ্রবদন ঝাঁ সাংবাদিক বৈঠকে জানান, ব্যারাকপুর বিএন বসু মহকুমা হাসপাতালে আক্রান্ত যুবক ভর্তি থাকাকালীন তিনজনের নাম বলেছিল। যদিও পরে আক্রান্তকে অন্য হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। তল্লাশি চালিয়ে অভিযুক্ত তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের নিজেদের হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, ঘটনায় আর কেউ জড়িত আছে কিনা। ডিসি সেন্ট্রাল জানান, ধৃতদের নাম শেখ কৌশর ওরফে আরিয়ান, কুলদীপ দাস ওরফে চুহা ও দীপক বাল্মীকি। ধৃতেরা পাইপ রোডের বাসিন্দা। তাঁর দাবি,

আরিয়ান ও কুলদীপ গুলি চালিয়েছে। একটা গুলি ওই যুবকের ডানদিকে বুকের নিচে লেগেছে। আরেকটা গুলি শরীর ছুঁয়ে বেরিয়ে গেছে। ঘটনার কারণ নিয়ে ডিসি সেন্ট্রাল বলেন, আগে ধৃতদের সঙ্গে আক্রান্ত যুবকের বন্ধুত্ব ছিল। কিন্তু কয়েকদিন আগে ওদের মধ্যে ব্যক্তিগত ঝামেলা হয়েছিল। এমনকী আক্রান্ত যুবক আরিয়ানের মা-কে নাকি গালিগালাজও করেছিল। তাঁর দাবি, কোনও বিষয় নিয়ে নিজেদের মধ্যে বিবাদের জেরেই এই ঘটনা। তবুও ধৃতদের নিজেদের হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে হবে।

রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে যুবকের দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ছুটির সকালে রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে যুবকের দেহ উদ্ধার। কম্বলে মোড়া যুবকের সেই দেহ নজরে আসে স্থানীয়দের। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দেহ উদ্ধার করে পাঠায় ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। তবে কীভাবে মৃত্যু তা নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা।

রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে প্রায় প্রতিদিনই অনেকে প্র্যাকটিস করতে আসেন। বৃহস্পতিবারও তার অন্যথা হয়নি। তাঁরাই দেখতে পান কিছু একটা পড়ে আছে। কাছে যেতেই দেখেন, কম্বলে মোড়া অবস্থায় পড়ে এক অচৈতন্য যুবক। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় থানায়। পুলিশ গিয়ে যুবককে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় এমআর বাঙুর হাসপাতালে। সেখানেই চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। দেহ পাঠানো হয়েছে ময়নাতদন্তের জন্য। রিপোর্ট এলেই জানা যাবে মৃত্যুর কারণ। এদিকে যুবকের পরিচয় খুঁজতে গিয়ে তদন্তকারীদের কাছে স্থানীয়রা জানান, এলাকায় ঘুরতেন তিনি। কমবেশি সকলেই চেনেন। তবে নাম, পরিচয় জানা নেই কারও। এদিকে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, গোটা বিষয়টা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তের স্বার্থে কথা বলা হতে পারে এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে।

ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যু স্কুটি আরোহীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, নিউটাউন: শীতের রাতে ফের দুর্ঘটনা নিউটাউনে। বেপরোয়া গতিতে আসা একটি ট্রাক ধাক্কা মারে স্কুটিকে। ধাক্কার প্রতিঘাতে ছিটকে পড়ে মৃত্যু চালকের। তড়িঘড়ি পুলিশ এসে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলেও চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন বলেই স্থানীয় সূত্রে খবর।

পাশাপাশি এও জানা গেছে, নিউটাউনের আকাঙ্খা মোড়ে স্কুটি চালিয়ে আসছিলেন ট্যাংরার বাসিন্দা পার্থ দে। সেই সময়ই বেপরোয়া একটি ট্রাক এসে ধাক্কা মারে ওই স্কুটিতে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে স্কুটি থেকে ছিটকে পড়ে যান পার্থবাবু। তড়িঘড়ি সেখানে ছুটে চলে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁরা এসে উদ্ধার করে নিয়ে যায় স্থানীয় হাসপাতালে। সেখানেই চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। স্পিড মিটার বসানোর পরও যে কোনও ভাবেই যে দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে আনা যাচ্ছে না তার জলজ্যান্ত প্রমাণ আবারও সামনে এল।

কুণালের 'নবজাতক' আখ্যাকে পজিটিভ অর্থেই নিলেন সুকান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কেন্দ্রের প্রতিমন্ত্রী সুকান্তক মজুমদারকে বুধবার তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেছিলেন, 'রাজনীতির নবজাতক'। বিষয়টি নিজেই জানিয়েছেন সুকান্ত। বৃহস্পতিবার এই বক্তব্যেরই পাল্টা প্রতিক্রিয়াও দিতে দেখা গেল বালুরঘাটের বিজেপি সাংসদকে। কড়ায়-গণ্ডায় হিসাব কষে বুঝিয়েছেন কাকে-কাকে, কতবার তিনি হারিয়েছেন। শুধু তাই নয়, বুধবার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে নিয়ে কুণাল ঘোষের প্রশংসার জবাবও দিয়েছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। এই প্রসঙ্গে সুকান্ত বলেন, 'কুণাল ঘোষের কথাকে পজিটিভ অর্থে নিচ্ছি।' এই কথার মধ্যেও যে কটাক্ষ রয়েছে, তাই মনে করছেন রাজনীতির কারবারীরা। সুকান্ত এদিন নিজের বক্তব্য বলতে গিয়ে

পদে-পদে কার্যত বেঁধেন কুণালকে। পোড় খাওয়া তৃণমূলের বর্ষীয়ান নেতা তথা প্রাক্তন রাজ্যের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্রকে যে লোকসভা ভোটে তিনি হারিয়েছেন, সে কথাও মনে করিয়ে দেন তিনি। সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্কুল থেকে শুভেন্দু এসেছেন সে ব্যাপারেও উল্লেখ করতে দেখা যায় তাঁকে। এদিকে আবার বস্তুত, বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে 'ব্যস্ততম' নেতা বলেছিলেন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। ঠিক তার পরই শুভেন্দুর প্রশংসা ঝরে পড়েছিল শাসক দলের নেতা কুণাল ঘোষের গলায়। তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক বলেছিলেন, 'যেহেতু শুভেন্দু মমতার স্কুলের ছাত্র, ভালো স্কুলের তো একটা ছাপ থাকে! দেখতে হবে কোন স্কুলে অভিজ্ঞতাটা হয়েছে।' এই প্রসঙ্গেই এদিন সুকান্ত বলেন যে, তাঁর নিজের বয়স পঁয়তাল্লিশ। আর বিপ্লব মিত্র তত বছর রাজনীতিতে কাজ করেছেন। বিপ্লব মিত্রও শুভেন্দুবাবুর মতো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে ট্রেনিং নিয়েছেন। ওঁর জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, দেব নিজে এসেছেন প্রচারে। তারপরও জেতেননি। সুকান্ত বলেন, 'বিজেপির নবজাতকের যদি এতটা পাওয়ার হয়, তাহলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্কুল নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। বিপ্লব মিত্রকে শ্রদ্ধা করি। ৪৫ বছর রাজনীতি করেছেন। তারপরও তিনি জেতেননি। তাহলে বান্দে মে কুছ দম হ্যায়।' একই সঙ্গে তিনি কুণালকে রীতিমতো বিদ্ধ করে বলেন, 'বাইশ বছর সংগঠনে কাজ করেছি। ওঁর মতো সাংবাদিকতা থেকে রাজনীতিতে আসিনি।'

সম্পাদকীয়

কিছু প্রশ্নের জবাবদিহি সরকারকেই করতে হবে

অন্যায়ের বিরুদ্ধে সামাজিক আবেগ যত সঙ্গতই হোক, আইনকে তার নিজস্ব পথেই চলতে হবে। আদালত আর জনতার আদালত এক নয়। এক বিরাট অংশের নাগরিকের মতে এই মামলায় অপরাধীর যথেষ্ট শাস্তি হল না, মৃত্যুদণ্ডই বিধেয় ছিল। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও স্বয়ং তেমন অভিমত জানিয়েছেন। তিনি নিজের আসনে বসে এমন ভাবে 'ফাঁসি চাই' রব তুলে যেতে পারেন কি না, সেই প্রশ্ন থেকেই যাবে। 'আমাদের হাতে থাকলে অনেক আগেই মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত করা যেত'; এই মন্তব্য যে তাঁর পক্ষে বিধেয় হয়নি, সে বিষয়ে কোনও প্রশ্নই থাকতে পারে না। অন্য দিকে, মৃত্যুদণ্ড না দেওয়ার অন্যতম প্রধান যুক্তি হিসাবে মাননীয় বিচারপতি বলেছেন, এই অপরাধকে 'বিরলের মধ্যেও বিরলতম' বলা যাবে না। এই সিদ্ধান্ত নিয়ে তর্ক থাকতে পারে, কিন্তু সেই তর্কও যুক্তিসাপেক্ষ। সরকারি হাসপাতালের ভিতরে চিকিৎসক-শিক্ষার্থীর এমন পরিণতি নিঃসন্দেহে বিরল, কিন্তু তাঁর ধর্ষণ-খুনের নির্দিষ্ট ঘটনাটি তার চরিত্রে; 'বর্বর ও নিষ্ঠুরতম' হলেও; বিরলতম বললে কিছুটা অত্যুক্তি হতে পারে। মৃত্যুদণ্ড আদৌ বিধেয় কি না, সে-তর্ক সরিয়ে রাখলেও এ-প্রসঙ্গে আরও এক বার মনে করিয়ে দেওয়া দরকার যে, এই দণ্ডের প্রয়োগে যথেষ্ট সতর্ক থাকা জরুরি। মামলার ফল নিয়ে বিভিন্ন মত থাকতেই পারে, তবে সেই মতানৈক্য যুক্তি দিয়েই যাচাই করা যায়, আবেগ দিয়ে নয়। কিন্তু জনতার আদালতে যে প্রশ্ন উঠেছে, তাকেও প্রাপ্য মর্যাদা দিতে হবে। মাননীয় বিচারক বলেছেন, তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে বিচার হওয়া উচিত। তথ্যপ্রমাণ সরবরাহের দায়িত্ব কিন্তু প্রশাসনের। প্রশাসন কি সেই দায়িত্ব ঠিক ভাবে পালন করছে? আর জি করের ঘটনায় রাজ্য সরকার এবং তার স্বাস্থ্য প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে অজস্র প্রশ্ন আছে, যার সদুত্তর মেলেনি। বিশেষত, সংশ্লিষ্ট তথ্যপ্রমাণ লোপ করার বা অভিযুক্ত ক্ষমতাবানদের আড়াল করার (এবং ক্ষেত্রবিশেষে 'পুরস্কৃত' করার) যে সব অভিযোগ উঠেছে, তার নৈতিক দায় প্রশাসনের কর্ণধারদের নিতেই হবে। 'ফাঁসি চাই' বলে পাড়া মাথায় করলে সেই দায় থেকে রেহাই মেলে না। অন্য দিকে, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার তদন্তের হালও নাগরিকদের যথেষ্ট ভরসা দিতে পারেনি, বরং এই আশঙ্কাই বেড়েছে যে, সিবিআই নামক পর্বতটি মূষিক প্রসব করেই ক্ষান্ত হবে। আদালতের রায়ের পরে জনতার আদালতে এই প্রশ্নগুলির জবাবদিহি করতে হবে শাসকদের।

শব্দবাণ-১৭১

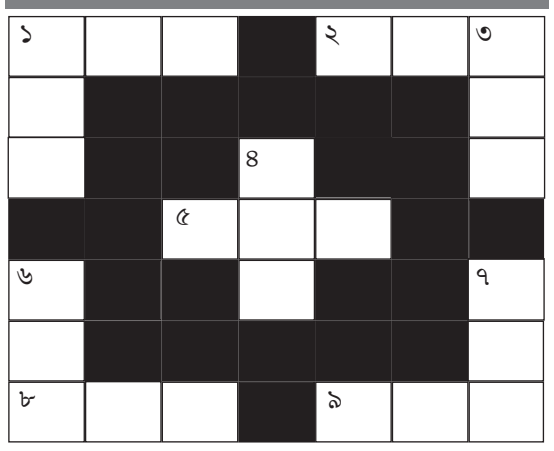

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১.কপট, শঠ ২. গড়খাই ৫. সারকথা ৮. সন্তানের জন্ম উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান ৯. আইনানুগ।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. সংগীতের রাগিণীবিশেষ ৩. বিশুদ্ধ খাঁটি ৪. আঁস্তাকুড় ৬. (আল) অবাঞ্ছিত প্রভাব ৭. গুপ্ত সংকেত।

সমাধান: শব্দবাণ-১৭০

পাশাপাশি: ১. খবরকরা ৪. মস্তি ৫. রমেশ ৭.লাইট ৯. খুব ১১. তখনকার।

উপর-নীচ: ১. খন্দকার ২. রফা ৩. রামলীলা ৬. শরবত ৮. টংকার ১০. ধান।

জন্মদিন

আজকের দিন

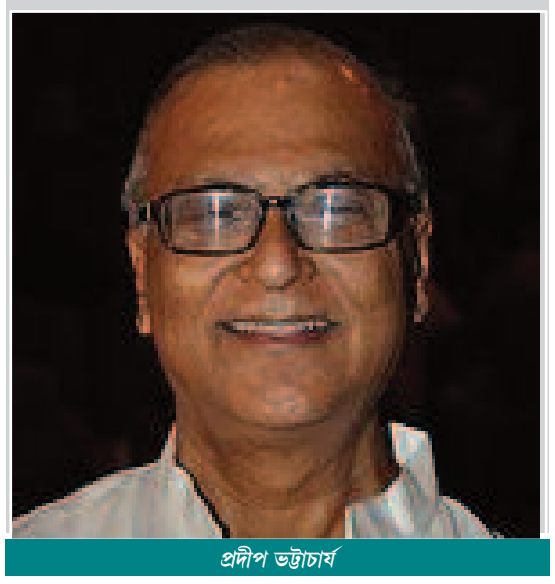

প্রদীপ ভট্টাচার্য

১৯২৪ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ কপূরী ঠাকুরের জন্মদিন।*
১৯৪৫ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ প্রদীপ ভট্টাচার্যের জন্মদিন।*
১৯৮১ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী রিয়া সেনের জন্মদিন।*

স্বাধীনতার বীজ মন্ত্র, জয় হিন্দ — জয় হিন্দ —

প্রদীপ মারিক

ভারতবাসীর আত্মার নাম নেতাজি। এক নবীন কবি লিখলাম, 'বীর বিক্রম বীর পূজারী , দীপ্ত আত্মাহুতি / তোমার ঐ সংগ্রামী ডাকে স্বাধীনতার বীজ মন্ত্র / অগ্নিশিখার রক্ত করবীতে / দীক্ষিত ভারতবাসী / আকাশ বাতাস লেলিহান শিখায় / স্বাধীনতার ব্রতে সমগ্র ভারতবাসী/ তোমার ডাকে বিনা দ্বিধায় দেবে প্রাণ / তুমি আছো মহাবীর সন্ন্যাসী / ভাবে না কোন ভারতবাসী আজ তারা একাকী / তুমি নেতাজি — তুমি নেতাজি / পরাধীনতার শৃঙ্খল টুটে / আগুন জ্বলেছো / এই ভারতের বুকে / পরাক্রম দিবসে তুমি বীর তুমি পরাক্রমী / দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ চরম পর্যায়ে / অন্তর্ধানের সেই মুহূর্ত--ছদ্মবেশ ধারী / নজরদারি এড়িয়ে বিশ্ব দরবারে / জানালে বীর , ব্রিটিশ স্বৈরাচারী — তুমি নেতাজি — তুমি নেতাজি।' তিনি ছিলেন ভারতবাসীর স্বাধীনতার বীজমন্ত্র। তাঁর ডাকে আসমুদ্র হিমাচল স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে ওঠে। তিনি ব্রিটিশদের স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থাকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরে, বিশ্বের উন্নতর দেশের কাছে ব্রিটিশ সরকারেকে পর্যুদস্ত করতে পেরেছিলেন। এক কথায় তার বৈপ্লবিক বিচক্ষনতায় বাধ্য হয়ে ব্রিটিশ সরকার ভারতবাসীর কাছে নতি স্বীকার করে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হয়। ভারতবাসী আজও তাকে অবিভক্ত ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রীই মানে। আজাদ হিন্দ সামরিক গভর্ণমেন্টের পক্ষে সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন রাষ্ট্রনায়ক, প্রধানমন্ত্রী, সমর ও পররাষ্ট্র সচিব। ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী স্বামীনাথন ছিলেন নারী সংগঠনের দায়িত্বে। এস.এ.আয়ার ছিলেন আজাদ হিন্দ সামরিক বাহিনীর প্রচারে। লেঃ কঃ এ.সি.চ্যাটার্জি অর্থদপ্তরে। আজিজ আহম্মদ, এন.ভগৎ, জে.কে.ভোঁসলে, এম.জেড.কিয়ানি, এ ডি লগানাদান, এহসান কাদির এবং শাহ নওয়াজ সৈন্যবাহিনীর প্রতিনিধির দায়িত্বে ছিলেন। সুভাষচন্দ্র বসু ঝাঁসীর রাণী বাহিনীর শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। তদানীন্তন সময়ে এশিয়ার পূর্বাঞ্চলে স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রগতির পথে এটি একটি স্মরণীয় ঘটনা। তিনি মনে করতেন স্বাধীনতা এবং সুদূর প্রসারী সম্ভাবনা উপলব্ধি করতে হলে দেশবাসীর অন্তরে সকল অনুভূতি দিয়ে মনে রাখতে হবে যে স্বাধীনতা আন্দোলন এবং সংগ্রাম শুধুমাত্র রাজনৈতিক নয়, মাতৃভূমিকে নতুন করে, নব আদর্শে গড়ে তোলবার এক মহান কার্য্য। নেতাজি সুভাষচন্দ্র মনে করতেন আজাদ হিন্দ বাহিনী ভারতের জন্য নিয়ে আসছে এক নবযুগ, সেই নব-জীবনের বুনিয়াদ হবে অতীব সুদৃঢ়। তার কথায় দেশ ভক্তিতে বিশ্বের নেতারা দেখতে পেলেন ভারতের পুনর্জীবন আসন্ন কারণ ভারতীয় নারীদের মধ্যে এক নব জাগরণের উন্মেষ ঘটেছে। স্বামীজীর আদর্শকে পাথেয় করে নেতাজি দেখিয়েছিলেন নারী শক্তি দেশের স্বাধীনতার বিজয় কেতন ওড়াবে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র চেয়েছিলেন দেশের স্বাধীনতা আজাদ হিন্দ ফৌজই নিয়ে আসবে। আজাদ হিন্দ বাহিনীর তীব্র লড়াই ব্রিটিশদের ভীত নাড়িয়ে দিয়েছিল। আজাদ হিন্দ ফৌজের অবিভক্ত ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হয়ে তিনি অধ্যক্ষ ও সৈন্যদল তথা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বললেন, '১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারী থেকে যেখানে দাঁড়িয়ে আপনারা বীরের মত সংগ্রাম করে চলেছেন গভীর মর্ম বেদনা নিয়ে ব্রহ্মদেশের সেই সংগ্রামক্ষেত্র ছেড়ে আজ আমাকে বিদায় নিতে হচ্ছে। ইম্ফলে ও ব্রহ্মদেশে আমাদের মুক্তি সংগ্রামের প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। কিন্তু এ মাত্র সূচনা, বারবার আমাদের সে চেষ্টায় ব্রতী হতে হবে। চিরদিন আমি আশা পোষণ করে এসেছি, তাই পরাজয় বরণ করে নিতে পারব না। ইম্ফলের সমতলক্ষেত্রে, আরাকানের জঙ্গল আব ব্রহ্মদেশে আপনারা শত্রুর বিপক্ষে সংগ্রাম করেছেন। আপনাদের মুক্তি সংগ্রামের এ বীরত্ব কাহিনী চিরদিনের জন্য ইতিহাসের পাতায় লেখা হয়ে থাকবে। ইনক্লাব জিন্দাবাদ, আজাদ হিন্দ ফৌজ জিন্দাবাদ, জয় হিন্দ।' জয় হিন্দ এমনই একটি ধ্বনি যা রাজনৈতিক স্লোগানের চেয়ে অনেক উপরে অবস্থান করে। এর ইতিহাস খুঁজতে গেলে আমাদের ফিরে যেতে হবে জার্মানির ইন্ডিয়ন লিজিয়নের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের দিনগুলিতে। সেই অবিস্মরণীয় সাবমেরিন যাত্রার সঙ্গী আবিদ হাসান সাফরানি জানিয়েছেন, ইন্ডিয়ান লিজিয়নের ট্রেনিং ক্যাম্পে ভিন্ন ধর্মের মানুষদের নিজস্ব উপাসনার ব্যবস্থা ছিল কিন্তু কিছুদিন বাদেই তাঁদের মধ্যে এমন ভ্রাতৃত্ববোধ সঞ্চারিত হল যে তাঁরা মন্দির, মসজিদ, গির্জা, গুরুদ্বারে বিভক্ত হয়ে উপাসনা করতে চাইলেন না। তাঁরা একটি সমবেত প্রার্থনা রচনা করলেন দুনিয়ার মালিকের উদ্দেশ্যে। নেতাজি খুশি হওয়া দূরে থাক, অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে আবিদ হাসানকে বললেন, 'এ-সব কী শুরু করেছ? এই আন্দোলনের ভিত্তি হল জাতীয়তাবাদ, আর এর চরিত্র রাজনৈতিক। যদি তোমরা ধর্মের নামে কাউকে এক হতে বল তা হলে আবার ধর্মের নামে বিভেদ ডেকে আনাও সহজ হবে। আমাদের একতার মূল হচ্ছে, জাতীয়তাবাদ, আমরা সকলে ভারতীয়, সেই আমাদের পরিচয়। ব্যক্তিগতভাবে আমাদের বিভিন্ন ধর্ম থাকতে পারে এবং সেই ধর্মাচরণের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা সকলের থাকবে কিন্তু ধর্মের নামে একতার চেষ্টার এই দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, ওতে শুধু বিভেদের বীজ বপন করা হয়।' প্রথমে একটু আঘাত পেলেও অচিরেই আবিদ হাসানের চক্ষুরুন্মীলন হয়। তাঁর দুই শিখ বন্ধুকে তিনি সৎশ্রী আকাল বলে অভিবাদন করতে থাকেন। একদিন তাঁদের একজন তাঁকে এভাবে অভিবাদন করতে বারণ করেন। আবিদ হাসান ব্যথিত হয়ে বলেন, আমি তো শ্রদ্ধার সঙ্গেই বলি। উত্তর আসে, 'তুমি অশ্রদ্ধা করবে কেন? কিন্তু আমার তো তা হলে তোমাকে সেলাম আলেকম বলা উচিত। কিন্তু ওটা আমার মুখ দিয়ে বার হবে না।' এরপর আবিদ হাসান 'জয় হিন্দ' প্রস্তাব করেন এবার নেতাজিও অনুমোদন করেন তবে অনেক ভাববার পর। এই 'জয় হিন্দ'অভিবাদনসূচক সম্ভাষণরূপে স্বীকৃতি পেলেও বৃহত্তর অর্থে তা ছিল বিবিধের মাঝে মহান মিলনের প্রতীক।' ৪ জুলাই ১৯৪৩ সাল। সিঙ্গাপুরের ঐতিহাসিক ক্যাথে অডিটরিয়াম। পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের প্রায় দুই হাজার প্রতিনিধি এসে মিলিত হলেন। এ সভায়ই মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসু আজাদ হিন্দ আন্দোলনের সমস্ত দায়িত্ব নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর ওপর ন্যস্ত করেন। দায়িত্ব গ্রহণ করেই নেতাজি ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ অর্থাৎ ইন্ডিয়ান ইনডিপেনডেন্স লিগ ও আজাদ হিন্দ ফৌজ অর্থাৎ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি পুনর্গঠনে মনোনিবেশ করেন। ১৯৪২ সালের মার্চ মাসে জাপানের রাজধানী টোকিয়োতে ভারতীয়দের একটি সম্মেলনে গঠিত হয় 'ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্স লিগ' বা 'ভারতীয় স্বাধীনতা লিগ'। ১৯৪২ সালে ব্যাংককে আরও একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনেই রাসবিহারী বসুকে লিগের সভাপতি নির্বাচিত করা হয় এবং আজাদ হিন্দ বাহিনী অর্থাৎ ইন্ডিয়ান ন্যাশানাল আর্মি বা আইএনএ নামে একটি সামরিক বাহিনী গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। জাপানিদের হাতে যুদ্ধবন্দী ৪০,০০০ ভারতীয় সেনা নিয়ে গড়ে ওঠে আজাদ হিন্দ ফৌজ। ক্যাপ্টেন মোহন সিং ফৌজের অধিনায়ক নিযুক্ত হন। উক্ত সম্মেলনেই সুভাষচন্দ্র বসুকে আমন্ত্রণ জানানো হয় আজাদ হিন্দ ফৌজের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করার জন্য। সুভাষচন্দ্র টোকিয়োতে এসে পৌঁছান ১৯৪৩ সালের জুন মাসে। পরের মাসে সিঙ্গাপুরে এসে ফৌজে যোগ দেন। রাসবিহারী বসু সুভাষচন্দ্রের হাতে আজাদ হিন্দ ফৌজের ভার তুলে দেন। বাহিনী সুভাষচন্দ্রকে অভিবাদন জানায় 'নেতাজি' নামে। ২৫ আগস্ট ১৯৪৩ সাল। নেতাজি আনুষ্ঠানিকভাবে আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক অর্থাৎ সুপ্রিম কমান্ডার নিযুক্ত হন। আজাদ হিন্দ বাহিনীতে নতুন সদস্যদের যোগদান ও তাদের সামরিক প্রশিক্ষণ দ্রুতগতিতে চলতে থাকে। অক্টোবরের মধ্যেই তৈরি হলো প্রায় ৫০ হাজারের এক নিবেদিতপ্রাণ সেনাবাহিনী। এ বাহিনীকে নির্দেশ দেওয়া, পরিচালনা করা তথা মুক্তাঞ্চলে স্বাধীন অসামরিক প্রশাসন গড়ে তোলার লক্ষ্যে নেতাজি একটি অস্থায়ী স্বাধীন সরকার গঠনের প্রয়োজন অনুভব করেন। ৫ নভেম্বর ১৯৪৩ সাল। জাপানের প্রধানমন্ত্রী হিদেকি তোজোর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৃহত্তর পূর্ব এশিয়া সম্মেলনে বিশেষ আমন্ত্রিত হিসেবে নেতাজি উপস্থিত থাকেন। এ সম্মেলনে সব সদস্য দেশ ভারতের স্বাধীনতার প্রস্তাব সমর্থন করেন। এছাড়া ব্রিটিশ আধিপত্য থেকে মুক্ত হওয়া আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ আজাদ হিন্দ সরকারের হাতে তুলে দেয়ার ঘোষণাও করেন তোজো। সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে ব্রিটিশ বাহিনীর ক্রমাগত অপপ্রচার, সংবাদমাধ্যমের উপর কঠোর নজরদারি ও নিষেধাজ্ঞার ফলে নেতাজি ও তাঁর বাহিনীর আদর্শ ও কার্যকলাপ সম্পর্কে দেশের মানুষ সম্পূর্ণ অবহিত হতে পারেননি। যুদ্ধোদ্ভুত দেশের করুণ পরিস্থিতিও ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে তুমুল উদ্যোগে গণসংগ্রাম পরিচালনার প্রতিকূলে ছিল। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সুভাষচন্দ্রকে দেশনায়কের পদে বরণ করেছিলেন। শ্রীমৎ ভাগবতগীতায় আছে সুকৃতের রক্ষা ও দুষ্কৃতের বিনাশের জন্য রক্ষাকর্তা বারংবার আবির্ভূত হন। দুর্গতির জালে রাষ্ট্র যখন জড়িত হয় তখনই পীড়িত দেশের অন্তর্বেদনার প্রেরণায় আবির্ভূত হন দেশনায়ক। কবিগুরুর উচ্চারণ মিথ্যা হয়নি। তাঁর চরম বিরোধীও একদিন তাঁকে সেই স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। ১৯৪৭ সালের ২৩ জানুয়ারি গান্ধীজি তাঁকে 'প্রথম ভারতীয় ও শেষ ভারতীয়' বলে বর্ণনা করেন। সুভাষচন্দ্রকে শুধুমাত্র 'দেশনায়ক' আখ্যা দিয়েই বিশ্বকবি ক্ষান্ত হন নি তিনি তাসের দেশ নৃত্যনাট্যটি নেতাজিকে উৎসর্গ করেন। উৎসর্গপত্রে লেখেন, 'স্বদেশের চিত্তে নূতন প্রাণ সঞ্চার করবার পুণ্যব্রত তুমি গ্রহণ করেছ, সেই কথা স্মরণ ক'রে তোমার নামে 'তাসের দেশ' নাটিকা উৎসর্গ করলুম।' নেতাজি সেই বিরচেতা স্বাধীনতা সংগ্রামী যিনি হাসতে হাসতে সমস্ত কষ্ট সহ্য করে প্রত্যেক দেশবাসীর কাছে স্বাধীনতার নব জোয়ার এনেছিলেন। তার ডাকে ভারতবাসীর বীর সুপুত্ররা সমুদ্রের ঢেউয়ে নিজেদের রক্ত-ঘাম দিয়ে ভারত মায়ের জয়ধ্বনি লিখে দিয়েছিলেন। তিনি প্রতি মুহূর্তে ভারতবাসীর মনে স্বাধীনতার আলো প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন। ১৯৪৪ সালের ৪ জুলাই, বার্মায় ভারতীয়দের এক সমাবেশে আজাদ হিন্দ ফৌজের উদ্দেশে একটি ভাষণ প্রদানের সময় নিজের সবচেয়ে বিখ্যাত উক্তিটি শোনা যায় তাঁর মুখে। নেতাজি বললেন, 'তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেবো।' দেশকে আজীবন স্বাধীন করার স্বপ্ন দেখে গিয়েছেন নেতাজি। ব্রিটিশের শাসনমুক্ত ভারত ছিল তার একমাত্র ধ্যান জ্ঞান চিন্তা। তাঁর আদর্শ আজও দেশের তরুণ সমাজকে অনুপ্রাণিত করে। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রসঙ্গ উঠলে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর নাম সর্বাগ্রে আমাদের কাছে আসে কারণ তিনিই দেশ ভক্তির তরুণ প্রাণশক্তির উৎসস্থল।

বাংলা সনেটের প্রবর্তক মাইকেল মধুসূদন দত্ত

এস ডি সুব্রত

মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙালি কবি ও নাট্যকার এবং প্রহসন রচয়িতা। তিনি বাঙলা নবজাগরণ সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙালি কবি ও নাট্যকার এবং অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব । ১৮২৪ সালের ২৫ জানুয়ারি যশোর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত হিন্দু কায়স্থ পরিবারে মধুসূদনের জন্ম। তাঁর পিতা রাজনারায়ণ দত্ত এবং মাতা জাহ্নবী দেবী। পিতা রাজনারায়ণ দত্ত কলকাতার সদর দেওয়ানি আদালতের খ্যাতনামা উকিল। মধুসুদনের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় তার মা জাহ্নবী দেবীর কাছে। জাহ্নবী দেবী তাকে রামায়ন, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতির সঙ্গে সুপরিচিত করে তোলেন। সাগরদাঁড়ির পাশের গ্রামের শেখপুরা মসজিদের ইমাম মুফতি লুৎফুল হকের কাছে প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করেন। বিদ্বান ইমামের নিকট তিনি বাংলা, ফারসি, আরবী পড়েছেন। তের বছর বয়সে মধুসুদন কলকাতায় যান। স্থানীয় একটি স্কুলে কিছুদিন পড়াশুনা করেন। পরে তিনি হিন্দু কলেজে বর্তমান প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। তিনি খুবই মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৮৪৩ সালে মধুসুদন রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়ের নিকট খৃষ্ঠধর্ম গ্রহণের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। 'ওল্ড মিশন চার্চ' নামে এক অ্যাংলিক্যান চার্চে গিয়ে তিনি খ্রিষ্ঠান ধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁকে দীক্ষিত করেছিলেন পাদ্রী ডিলট্রি। তিনিই তার নাম 'মাইকেল' রাখেন। তাঁর পিতা তাকে ত্যাজ্য পুত্র করেন। তবে শিবপুরের বিশপ কলেজে পড়াশোনা করেন। চার বছর তার পিতা লেখাপড়ার খরচ বহন করেন। কলেজ লেখাপড়া শেষ করে কলকাতায় চাকুরির চেষ্টা করেন, চাকুরী না পেয়ে মধুসুদন মাদ্রাজে চলে যান। একটি ইংরেজী স্কুলে চাকুরী করেন। বিভিন্ন পত্রিকায় তার ইংরেজি কবিতা প্রকাশিত হয়। হিন্দু ক্রনিকল নামে একটি পত্রিকাও সম্পাদনা করেন। মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে তার প্রথম ইংরেজী কাব্য 'দ্য ক্যাপটিভ লেডি' রচনা করেন। কবি ও দক্ষ ইংরেজী লেখক হিসাবে খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। মাদ্রাজে আসার কিছুদিন পর মধুসুদন রেবেকা ম্যাকটিভিস নামে এক ইংরেজ যুবতীকে বিবাহ করেন। তবে কয়েক বছর পর তাদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। এরপর তিনি এক ফরাসী অধ্যাপকের মেয়ে হেনেরিয়েটা সোফিয়াকে বিয়ে করেন। তাঁর এই দ্বিতীয় স্ত্রী মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাঁর সঙ্গেই ছিলেন। ১৮৬২ সালে মধুসুদন ব্যরিস্টারী পড়ার জন্য বিলেতে গেলেন। তিনি বিলেতে খরচ চালানো অসম্ভব বুঝে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে চলে যান। বিদেশে আর্থিক সংকটকালে ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁকে অর্থ পাঠিয়ে সাহায্য করেন। ১৮৬৬ সালে ব্যারিষ্টরী পাশ করে তিনি নিজ দেশে ফিরে এসে আইন ব্যবসা শুরু করেন। বাংলা ভাষায় প্রথম সনেট রচনার কৃতিত্ব মাইকেল মধুসূদন দত্তের, সনেটের বাংলায় চতুর্দশপদী নাম মহাকবি মাইকেল মধুসূদনই দিয়েছিলেন। বাংলা সনেট এর সার্থক দ্রষ্ঠা কবি মধুসূদন দত্ত ১৮৬৫ সালে ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে অবস্থানকালেই ইতালির কবি পেত্রার্কের সনেট থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রথম বাংলা সনেট রচনা করতে সক্ষম হন। ১৮৬৬ সালে কবির চতুর্দশপদী কবিতাগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই কবিতায় কবি চিত্তের ব্যাকুলতা, স্বদেশ প্রেম ও আবেগ ধ্বণিত হয়েছে। 'বউ কথা কও' শিরোনামে কবি যে সনেট লিখেন, তার কিছু অংশ —

'কি দুখে, হে পাখি, তুমি শাখার উপরে
বসি, বউ কথা কও, কও এ কাননে?
মানিনী ভামিনী কি হে, ভামের গুমওে,
পাখারূপ- ঘোমটায় ঢেকেছে বদনে?
তেঁই সাধ তাওে তুমি মিনতি বচনে?
তেঁই হে এ কথাগুলি কহিছ কাতরে?
বড়ই কৌতুক, পাখি, জনমে এ মনে-
নর-নারী-রঙ্গ কি হে বিহঙ্গিনী করে?'

কবি যখন বিদেশেতখন তার হৃদয় দেশ ও জাতির জন্য যে প্রেরণা অনুভব করেছিলেন, তা তিনি তার বিখ্যাত 'বঙ্গভাষা' চতুর্দশপদী কবিতায় বিধৃত করেন। তিনি জীবনের শুরুতে ইংরেজী কবিতা, প্রবন্ধ লিখা শুরু করেন। পরবর্তীতে সকলের সুপরামর্শে, নিজের বিবেক ও চিন্তার প্রেরণার তাগিদে আপন ভাষা বাংলায় কবিতা লেখা শুরু করেন।

'হে বঙ্গ, ভান্ডারে তব বিবিধ রতন,
তা সবে, (অবোধ আমি!) অবহেলা করি,
পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইনু বহু দিন সুখ পরিহারি।...
পালিলাম আজ্ঞা-সুখে; পাইলাম কালে
মাতৃভাষা-রূপে খনি, পুর্ণ মনিজালে।'

মধুসূদন দত্ত নাট্যকার হিসেবেই প্রথম বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে পদার্পন করেন। রামনারায়ণ তর্করত্নের নাটক অনুবাদ করতে গিয়ে বাংলা নাটকের অভাব পূরণের লক্ষ্যে তিনি নাটক লেখায় আগ্রহী হন। ১৮৫৯ সালে 'শর্মিষ্ঠা' নাটক রচনা করেন। এটাই প্রকৃত অর্থে বাংলা ভাষায় প্রথম রচিত মৌলিক নাটক। ১৮৬০ সালে তিনি রচনা করেন দুইটি প্রহসন, যথা 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ এবং পূণাঙ্গ 'পদ্মাবতী' নাটক। কৃষ্ণকুমারী নাটক (১৮৬১), মায়াকানন (১৮৭৪), রচনা করেন।

তাঁর কাব্যের মধ্যে তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য (১৮৬০) মেঘনাদবধ কাব্য (১৮৬১), ব্রজজাঙ্গানা কাব্য (১৮৬১), বীরাঙ্গানা কাব্য (১৮৬২), চতুর্দশপদি কবিতাবলী (১৮৬৫) উল্লেখযোগ্য। অনুবাদ গ্রন্থের মধ্যে হেকটর বধ (১৮৬২)। ইংরেজী রচনাব মধ্যে কালেক্টেড পোয়েমস , দ্যা ক্যাপটিভ লেডি অন্যতম । অনুবাদ নাটকের মধ্যে শর্মিষ্ঠা, নীল দর্পন অব দি ইন্ডিগো প্লান্টিং মিরর। মধুসূদন দত্তের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি হচ্ছে অমিত্রাক্ষর ছন্দে রামায়ন উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত মেঘনাদবধ মহাকাব্যটি। উক্ত কাব্যে চরিত্র চিত্রিত হয়েছে রাবণ, ইন্দ্রজিৎ, সীতা, সরমা, প্রমীলা প্রমূখ। তিনি তাঁর কাব্যকে অষ্ঠাধিক সর্গে বিভক্ত করেছেন এবং সংস্কৃতি অলঙ্কারশাস্ত্র অনুযায়ী এতে নগর, বন, উপবন, শৈল, সমুদ্র, প্রভাত, সন্ধ্যা, যুদ্ধ, মন্ত্রণা প্রভৃতির সমাবেশ ঘটিয়েছেন।

ছোটবেলা থেকে মধুসূদন অতি আদরে ধনীর ঘরে ধনাঢ্য অবস্থায় জীবন শুরু করেন। পিতার একমাত্র সন্তান, আদরে ধনে ধান্যে পালিত হয়েছিলেন। জীবনের যৌবনে ব্যরিস্টার হিসাবে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। কিন্তু তিনি ছিলেন অতিখরচী, বেহিসেবী। অর্থ সম্পদ কখনো জমাতেন না। শুধু খরচ করতেন। শেষ জীবনে এসে অর্থকষ্টে জীবন কাটাতে হয় তাকে। জীবনের শেষে এসে নিজে ও তার স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েন। হাসপাতালের চিকিৎসা খরচ যোগাতে পারতেন না। বড় অর্থ কষ্টে জীবনের শেষ সময়গুলো কাটিয়েছেন। নানা সংগ্রাম কষ্টকর জীবন পাড়ি দিযে মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৮৭৩ সালে ২৯ জুন মাত্র ৪৯ বছর বয়সে বোম্বাইয়ের এক হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর মাত্র চার দিন পূর্বে স্ত্রী হেনেরিয়েটা মারা যান।

অনেকে বলেন মহাকবি মাইকেল মধুসূদন জন্ম গ্রহণ না করলে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ হয়তো বিশ্বকবি হতে পারতেন না। বাঙলা আধুনিক কবিতার জনক মধুসূদন দত্ত। আধুনিক কবিতার তিনিই অগ্রদূত। বাংলা কাব্য ও নাট্য সাহিত্যে তার অবদান চিরস্মরনয় হয়ে থাকবে নিঃসন্দেহে ।

আনন্দকথা

মণি — আজ্ঞা, নিরাকারে কিরকম দেখা যায়? — ও কি বর্ণনা করা যায় না?

শ্রীরামকৃষ্ণ (একটু চিন্তা করিয়া) — ও কিরূপ জানো? — এই কথা বলিয়া ঠাকুর একটু চুপ করিলেন। তৎপরে সাকার-নিরাকার দর্শন কিরূপ অনুভূত হয়, কেটি কথা বলিয়া দিলেন। আবার ঠাকুর চুপ করিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ — কি জানো, এটি ঠিক বুঝতে সাধন চাই। ঘরের ভিতরের যত্ন যদি দেখতে চাও, আর নিতে চাও, তাহলে পরিশ্রম করে চাবি এনে দরজার তালা খুলতে হয়। তারপর রত্ন বার করে আনতে হয়। তা না হলে তালা দেওয়া ঘর — দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে ভাবছি, "ওই আমি দরজা খুললুম, সিন্দুকের তালা ভাঙলুম — ওই রত্ন বার করলুম।" শুধু দাঁড়িয়ে ভাবলে তো হয় না। সাধন করা চাই।

সপ্তম পরিচ্ছেদ
ঠাকুর অনন্ত ও অনন্ত ঈশ্বর — সকলই পন্থা — শ্রীবৃন্দাবন-দর্শন
(জ্ঞানীর মতে অসংখ্য অবতার — কুটীচক — তীর্থ কেন)

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

বাড়িতে হামলায় রাজনৈতিক চক্রান্ত থাকতে পারে : মলয় ঘটক

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: বুধবার মলয় ঘটকের বাড়িতে হামলার ঘটনা। এর পেছনে রাজনৈতিক চক্রান্ত থাকতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করলেন খোদ মন্ত্রী মলয় ঘটক নিজেই। তবে সবটাই তদন্ত সাপেক্ষ। পুলিশ তদন্ত করছে এবং পুলিশের উপর তার পূর্ণ আস্থা আছে। শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে বলে জানান আইনমন্ত্রী।

তবে ঘটনার পর নিরাপত্তা বাড়ানো হল মন্ত্রীর বাড়িতে। বুধবারে যারা নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন তাদেরকে বদলি করে পণ্য পুলিশ নিয়োগ করা হয়। আসানসোলের আপকার গার্ডেনে মন্ত্রীর বাড়িতে চড়াও হয় ভিক্কি ক্যাওড়া নামে এক যুবক। থান ইট নিয়ে ঢুকে পড়েছিল সে। টেবিলের কাঁচ ভাঙচুর চালায়। মন্ত্রীর বাড়িতে চার কনস্টেবল ও এক অফিসার সব সময় থাকে। তাঁদের নজরদারি এড়িয়ে ওই যুবক ঢুকে পড়ে। এই ঘটনার পর নিরাপত্তার গাফিলতি নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। বৃহস্পতিবার দেখা যায় চার পুলিশ কনস্টেবলকে বদল করে দেওয়া হয়েছে।

আইনমন্ত্রীর বাড়িতে হামলার ঘটনায় অভিযুক্ত ভিক্কি ক্যাওড়াকে আগেই গ্রেপ্তার করেছিল আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ। ধৃতকে বৃহস্পতিবার আসানসোল আদালতে পেশ করা হয়। বিচারক অভিযুক্তকে ছ'দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন। অন্যদিকে বৃহস্পতিবার আসানসোল বাসভবনে এসে পৌঁছন আইন ও শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক। তিনি বলেন বুধবার তিনি ছিলেন না। সবটাই শুনেছেন। তবে পুলিশের তদন্তে ভরসা আছে। রাজনৈতিক চক্রান্ত থাকতে পারে। তদন্ত হচ্ছে, সবদিক খোলা রেখেই।

অভিযুক্ত ভিক্কি ক্যাওড়ার বাড়ি কুমারপুর এলাকার বাসিন্দারা দাবি করেন। সম্প্রতি তার বাবা মারা যাওয়ার পর মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েছে ওই যুবক। যুবকের মা, আত্মীয়রা দাবি করেন ভিক্কি কয়েকদিন আগে বাড়ির আসবাব জ্বালিয়ে দিয়েছে। বুধবার ওই এলাকায় একটি রাম মন্দির প্রতিষ্ঠার মিছিল ছিল। সেই মিছিলে নাচ করছিল ভিক্কি। তারপরেই দেখা যায় মিছিলে নেই সে। সেখান থেকে মলয় ঘটকের বাড়িতে ঢুকে যায়। বিজেপির পশ্চিম বর্ধমান জেলা সভাপতি বাপ্পা চট্টোপাধ্যায় বলেন, রাজ্য পুলিশের গাফিলতিতেই এমনটা হয়েছে। নিরাপত্তার গাফিলতিতেই এই ঘটনা। রাজ্যের পুলিশ নিজেদের মন্ত্রীর নিরাপত্তা দিতে পারছে না।

মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু ষষ্ঠ শ্রেণির পড়ুয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রের। মৃত ছাত্রের নাম সুমন্ত মণ্ডল। পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরের সাঁচড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র। মশাগ্রাম লাইন পার বাজার এলাকার বাসিন্দা। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। পড়ুয়ার মৃত্যুর ঘটনায় শোকস্তব্ধ ওই ছাত্রের পরিবার সহ স্কুলের পড়ুয়া, শিক্ষক শিক্ষিকারা।

জানা গিয়েছে , স্কুলে অনুষ্ঠান চলছিল। খাওয়াদাওয়ার পর সাইকেল চালিয়ে সাঁচড়া থেকে মশাগ্রাম লাইন পার বাজারে বাড়িতে ফিরছিল সে। হঠাৎ করেই সাইকেল থেকে রাস্তায় আচমকা পড়ে যায়। তারপরেই সাইকেলের হ্যান্ডেল ঢুকে যায় তলপেটে। প্রচণ্ড রক্তক্ষরণ শুরু হয়। তড়িঘড়ি তাকে নিয়ে যাওয়া স্থানীয় চিকিৎসকের কাছে। তিনি দ্রুত বর্ধমান নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। কিন্তু চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার পথেই মৃত্যু হয় ওই স্কুল পড়ুয়ার বলে জানিয়েছেন প্রতিবেশীরা।

পাবড়া পাহাড়ে পর্যটন উৎসব উদ্বোধন সাংসদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লককে পর্যটন মানচিত্রে তুলে ধরতে এবার পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের নীলডি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত পাবড়া পাহাড়ে বৃহস্পতিবার ২৩ জানুয়ারি দিনের পড়ন্ত বিকেলে পাবড়া পাহাড় পর্যটন উৎসব ও সুভাষ মিলন মেলার ফিতা ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে উদ্বোধন করলেন বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অরুপ চক্রবর্তী। প্রথম বর্ষের এই উৎসবের আয়োজন করেছে রঘুনাথপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতি। সঙ্গে ছিলেন এলাকার বাসিন্দারা ও শাসকদল। এই মেলা চলবে ২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত তিনদিন ধরে।

প্রতিদিন মেলায় রয়েছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রথম বছরেই শীত রজনীকে উত্তাপ করতে সা রে গা মা পা খ্যাত শিল্পী দীপ চ্যাটার্জি ও সপ্তপর্ণী বোস সহ একাধিক কলকাতার শিল্পীরা আসছেন। পুরুলিয়ার ট্যুরিজম সার্কিটের মধ্যে রঘুনাথপুর ২ ব্লককেও আনতে চাইছে পঞ্চায়েত সমিতি।সেই লক্ষ্যেই এবছর থেকে পাহাড়ের সৌন্দর্যকে কাজে লাগিয়ে পর্যটকদের আকর্ষণ করে পর্যটকদের টানতেই এই উৎসবের আয়োজন। রঘুনাথপুর ২নম্বর ব্লকে এই পাবড়া পাহাড় ছাড়াও এই ব্লক পরিচিত পুরুলিয়া জেলার সেরা তথা রাজ্যের অন্যতম মৌতড়ের বিখ্যাত ও জাগ্রত মা বড়কালীর মন্দির। রয়েছে, দর্শনীয় স্থান হিসেবে দামোদর নদের গর্ভে অবস্থিত গুরুডি গ্রামের কাছে তেলকূপির প্রাচীন একাধিক দেউল।এই গ্রামে বারনিমেলাও হয়ে থাকে। এছাড়াও হেরিটেজ কমিশনের সংরক্ষণ করা বাঁন্দার দেউল রয়েছে। রয়েছে রাজ্যের মধ্যে অন্যতম বাঘড়াই চন্ডীর মন্দিরের ৭২ ফুটের হনুমানের মন্দির। চেলিয়ামা গ্রামের প্রাচীন রাধা গোবিন্দের মন্দির। এছাড়াও একাধিক আকর্ষণীয় বড় জলাধার রয়েছে এই ব্লকে।

রঘুনাথপুর ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তথা পাবড়া পাহাড় পর্যটন উৎসব কমিটির সভাপতি রিম্পা চক্রবর্তী বলেন, পাবড়া পাহাড়কে ঘিরে পর্যটন কেন্দ্র তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।আমাদের ব্লককে পর্যটন মানচিত্রে তুলে ধরতেই এই উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। উদ্বোধক তথা বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অরুপ চক্রবর্তী এদিন উদ্বোধন মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, 'যারা আজকের দিনে এমন একটা দিনে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর নামে এই মেলার আয়োজন করল তাদের প্রথমেই অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই। দেখুন মেলা ও খে লা অনেকেই অপছন্দ করেন। কিন্তু মেলা ও খেলার মধ্য দিয়েই মানুষের সাথে সমন্বয় তৈরি হয়। অনেক জিনিস মানুষ জানে না। যে সমস্ত ভালো জিনিস আছে সেগুলি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পরিবেশিত হয় এবং তা থেকে অনেক শিক্ষালাভ করা যায়। অতএব মেলার যারা উদ্যোগী আমি তাদেরকে আনন্দিত অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই। আপনারা মনে করবেন না যে আমি আপনাদের পাশের লোকসভা কেন্দ্রের এ পি। আমি আপনাদের পাশে আছিআপনারা মনে করবেন না যে আমাদের এমপি হেরে গেছে বলে আমাদের এম পি নেই। আমিও কিন্তু আপনাদের এমপি। আপনাদের কোন কিছু অসুবিধা হয় আপনারা আমাকে জানাবেন আপনারা সমস্ত রকম সহযোগিতা আমার কাছ থেকে পাবেন।'

৭৯ প্যাকেট গাঁজা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম বৃহস্পতিবার পূর্ব বর্ধমানের জঙ্গলমহল আউশগ্রামের ছোড়া এলাকা থেকে ৭৯ প্যাকেট গাঁজা উদ্ধার করে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার ভোরবেলা গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ডিস্ট্রিক্ট এসওজি এবং আউশগ্রাম পুলিশের যৌথ টিম অভিযানে নামে। পূর্ব বর্ধমানের ছোড়া এলাকার ১১ মাইল মোড়ের কাছ থেকে দু'টি ছোট চার চাকা গাড়ি আটক করা হয়। তল্লাশির পর ওই দুটি গাড়ি থেকে ৭৯ প্যাকেট গাঁজা উদ্ধার হয়েছে। আরও জানা গিয়েছে, ধৃতদের কাছ থেকে তিন লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকাও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। আউশগ্রাম থানার পুলিশ ৬ জন ব্যক্তির কাছ থেকে (তিন জন বীরভূমের, তিন জন পশ্চিম মেদিনীপুরের নিবাসী)। প্রায় ৮১.২০৫ কেজি ওজনের ৭৯ প্যাকেট গাঁজা বাজেয়াপ্ত করেছে।

আউশগ্রাম ২ ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের উপস্থিতিতে সম্পূর্ণ বাজেয়াপ্তকরন পদ্ধতিটি সম্পন্ন করা হয়। ধৃতদের কাছ থেকে জানা গিয়েছে, তারা পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদা থেকে এই গাঁজা নিয়ে আসে। যারা ধরা পড়েছে তাদের তিনজন পশ্চিম মেদিনীপুরের বাসিন্দা। বাকি ৩জন বীরভূমের বাসিন্দা। তারা পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদা থেকে গাঁজা বিক্রি করতে আসে। সেখান থেকে ক্রেতাদের হাতে হস্তান্তর হওয়ার কথা ছিলো।তার আগেই পুলিশ ধরে ফেলে। আরও জানা গিয়েছে, ৭টি ফোন পুলিশ হেপাজতে নিয়েছে। ওই ফোন ৭টির মধ্যে একটি আই ফোন রয়েছে। প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগেই তালিত রেলগেটের কাছে ৭০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করেছিল পুলিশ।

একসঙ্গে তিন সন্তানের জন্ম হুগলিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: শুধু যমজ নয়, একসঙ্গে একেবারে তিন সন্তানের জন্ম। তাতেই শোরগোল হাসপাতালে। ১৭ জানুয়ারি সকাল আটটায় পূর্ব বর্ধমানের কালনার একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয় হুগলির বৈঁচিগ্রাম পূর্ব পাড়ার বাসিন্দা স্বপ্না ক্ষেত্রপালকে। ওইদিনই বিকাল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ তিন পুত্র সন্তানের জন্ম দেন স্বপ্না। কয়েকদিন হাসপাতালের ভর্তি ছিলেন। তারপর ফিরে আসেন বাড়িতে। তিন সন্তানের নামও ঠিক হয়ে গিয়েছে। বড় ছেলের নাম অঙ্কিত, মেজ ছেলের নাম আদি, আর ছোট ছেলের নাম অগ্নি। তিন সদ্যোজাতকে য়েই এখন খুশির হাওয়া পরিবারে।

স্বপ্নার স্বামী সুব্রত ক্ষেত্রপাল পেশায় দিনমজুর। খুশিতে ভাসছেন তিনিও। তিন পুত্র ঘরে আসতেই গোটা পাড়ায় বিলি করেছেন মিষ্টি। যদিও সুব্রত-স্বপ্না বলছেন, তাঁদের পরিবারে যমজ সন্তান অনেকেরই হয়েছে। বংশ পরম্পরায় তা হয়ে আসছে। স্বপ্নার দিদার দুই মেয়ে ছিল যমজ। আবার স্বপ্নার মা গঙ্গা ক্ষেত্রপালের ছয় সন্তান। তাদের মধ্যে দুই পুত্র সন্তান যমজ। এবার স্বপ্নার কোলে তিন সন্তান!

অঙ্কিত, আদি, অগ্নিকে দেখতে ভিড় করছেন প্রতিবেশীরা। বাড়িতে উপচে পড়ছে জনতার ঢল। কে আগে ভূমিষ্ঠ হয়েছে আর কে পড়ে তা নিয়েও মানুষের কৌতূহলের অন্ত নেই। স্বপ্না বলছেন, তিনি যখন দু'মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন তখনই পেটের আলট্রাসনোগ্রাফি করা হয়েছিল। তখনই জানতে পেরেছিলেন পেটে বেড়ে উঠছে তিন সন্তান। যদিও প্রসবের নির্দিষ্ট সময়ের দেড় মাস বাকি থাকতেই অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেন চিকিৎসকেরা। সফলও হয়। সুস্থই আছে তিন ভাই। স্বপ্নার মা গঙ্গা ক্ষেত্রপাল বলছেন, 'আমার মায়ের যমজ সন্তান হয়েছিল। আমারও যমজ সন্তান হয়েছিল। এখন আমার মেয়ের তিনটে যমজ সন্তান হয়েছে। তিনটেই ছেলে। নাতিরা ভালো আছে। আমরা খুব খুশি।'

ঘন কুয়াশায় জাতীয় সড়কে দু'টি দুর্ঘটনায় আহত ২০

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: গত দু'দিন ধরে শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় ঘন কুয়াশার কারণে বেড়েছে ঠান্ডার প্রকোপ। কুয়াশার কারণে সড়কে দৃশ্যমানতা অত্যন্ত কমে যাওয়ায় চালকদের চরম সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। বেড়েছে দুর্ঘটনার আশঙ্কা।

বৃহস্পতিবার সকালে জামুরিয়া থানা এলাকার কেন্দা ফাড়ি এলাকায় দু'টি ভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে। ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশেই অবস্থিত অধমবাবা ব্রিজের কাছে একটি বেসরকারি বাস এবং একটি ট্যুরিস্ট বাসের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। একই সময়ে তপসী ওভার ব্রিজের ওপর একটি ট্রাক পেছন থেকে একটি মোটরসাইকেলকে ধাক্কা দেয়।

এ দু'টি ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন দু'জন। স্থানীয় পুলিশ তৎপরতা দেখিয়ে আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যায়। অধমবাবা ব্রিজে বাসের সংঘর্ষের কারণে ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কে যানজট সৃষ্টি হয়। দুর্ঘটনার কারণে যানবাহন চলাচল ব্যাহত হওয়ায় যাত্রীদের সমস্যায় পড়তে হয়। পুলিশ দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ আনে।

স্থানীয় আদিবাসী অমিত জানান, একটি ট্যুরিস্ট বাস দিঘা থেকে আফজালপুর যাচ্ছিল এবং একটি মিনিবাস হরিপুর থেকে রানিগঞ্জের দিকে যাওয়ার সময় ঘন কুয়াশার কারণে দু'টি বাসের মধ্যে সংঘর্ষ হয় বলে তিনি জানান। এতে প্রায় ২০ জন যাত্রী আহত হয় এবং উভয় বাসের চালক গুরুতর আহত হন এবং সবাইকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। একই ট্যুরিস্ট বাসে ভ্রমণকারী এক যাত্রী জানান, তাঁরা দিঘা থেকে আফজালপুর যাচ্ছিলেন, তখন প্রবল গতিতে আসা একটি মিনি বাসের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। এ ঘটনায় তার বাসের চালক গুরুতর আহত হয়েছেন বলে জানান তিনি।

'তোমরা আমাদের ভোট দাও আমরা তোমাদের পরিষেবা দেব'

মন্তব্য বর্ধমান জেলা যুবনেতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: 'তোমরা আমাদের ভোট দাও আমরা তোমাদের পরিষেবা দেব।' নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিনে এমনই মন্তব্য করলেন বর্ধমান জেলা যুবনেতা আফজল রহমান (সঞ্জু)।

আউশগ্রাম ২-ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিন পালন করা হয় বৃহস্পতিবার।এদিন অমরপুর পঞ্চায়েত অফিস চত্বরে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সুভাষচন্দ্র বসুর আবক্ষ মূর্তিতে মালা পরিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন আউশগ্রাম ২ব্লক তৃণমূলের সভাপতি আব্দুল লালন।পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন সভাপতি মমতা বারুই, জেলা পরিষদ সদস্য মুনমুন মুখোপাধ্যায়, অঞ্চল সভাপতি গোলাম মোল্লা, এবাদত শেখ সহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

এদিনের এই অনুষ্ঠানে মহিলাদের উপস্থিত ছিল চোখে পড়ার মতো। ব্লক সভাপতি আব্দুল লালন বলেন, 'আমাদের দলের নেত্রীর নির্দেশ মতো আমরা এদিন দেশের মহানায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৮তম জন্মদিন পালন করেন। আমাদের প্রত্যেক অঞ্চলে যেখানে নেতাজির আবক্ষ মূর্তি আছে সেখানে ফ্ল্যাগ উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে দিনটি পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে একটা জিনিস দেখে ভালো লাগছে এত পরিমাণ মহিলাদের উপস্থিতি আমাদের মন ছুঁয়ে গিয়েছে। আমাদের দলের নেত্রী মহিলাদের জন্য লক্ষীর ভান্ডার করেছেন। আর এই অঞ্চল থেকেই সব থেকে বেশি ভোটে লিড পায় আমাদের দল। জন্ম থেকে মৃত্যু শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্য প্রতিটি পরিষেবা মানুষের জন্য করেছেন দিদি। তাই আগামী দিনে এই বিধানসভা থেকে বিপুল ভোটে জয়লাভ করবে তৃণমূল কংগ্রেস।'

নকআউট ফুটবল প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মঙ্গলকোট: নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৮তম জন্মদিনকে সামনে রেখে একদিনের নকআউট ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল কুলসোনা ফুটবল মাঠে। কুলসোনা সবুজ সংঘের উদ্যোগে এই ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছিল। এদিনের খেলায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলার সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার,মঙ্গলকোট থানার আইসি মধুসূদন ঘোষ, জেলা যুব নেতা আফজল রহমান (সঞ্জু), কৈচর ফাঁড়ির ওসি মৃদুল ঘোষ, পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ রেজাউল হক, জনস্বাস্থ্যের কর্মাদক্ষ মেহবুব চৌধুরী, মঙ্গলকোট পঞ্চায়েতের প্রাক্তন সহ-সভাপতি আব্দুল বাসেদ, বিশিষ্ট সমাজসেবী শান্ত সরকার, লাল্টু শেখ , বুলেট শেখ সহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

আশপাশের জেলার ৫টি মহিলা দল এই ফুটবল টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করে। চূড়ান্ত পর্বের খেলায় মুখোমুখি হয় মুর্শিদাবাদ একাদশ ও এড্ডুয়ার হরগৌরী একাদশ টানটান খেলায় ১-০ গোলে জয়লাভ করে মুর্শিদাবাদ একাদশ। নির্ধারিত সময়ে কোনও গোল না হওয়ায় খেলাটি ট্রাইবেকারে জয়লাভ করে মুর্শিদাবাদ একাদশ। এদিন খেলা দেখতে মাঠে হাজির হয় কয়েক হাজার ক্রীড়াপ্রেমী দর্শক। এদিন জয়ী দলকে নগদ টাকা ও ট্রফি ও পরাজিত দলকে নগদ ও ট্রফি দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়। জয়ী দলের হাতে ট্রফি তুলে দেন জেলা সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার।

তিনি বলেন, গ্রামীণ এলাকায় এই ধরনের খে লার আয়োজন করার জন্য উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানাই। যুব সমাজকে মোবাইল ফোন ছেড়ে খেলার মাঠে আসার আহ্বান জানান। যুবনেতা আফজল রহমান বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যেমন মহিলাদের অগ্রাধিকার দিচ্ছেন, কুলোসনা গ্রামের যুব সম্প্রদায় মহিলাদের নিয়ে যে ফুটবল খেলার আয়োজন করা হয়েছে তা প্রশংসনীয়।

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ II , কলকাতা
'জীবনদীপ বিল্ডিং' ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ফোন : ০৩৩-২২৮৮০১৯৯/০২০০, ফ্যাক্স : ০৩৩-২২৮৮০২৩৩, ইমেল ঃ sbi.18192@sbi.co.in

ই-নিলাম নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ সুরেশ চন্দ্র পান্ডা, ইমেল আইডি ঃ sbi.18192@sbi.co.in, মোবাইল নং ঃ ৯৮১০৫৬২৮০৩

[রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিনকস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ]

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ তারিখ ঃ ১০.০২.২০২৫
সময় ঃ ৩০০ মিনিট সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটি ডাকের জন্য সহ

ক্রম নং ১

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ১০.০২.২০২৫** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **১৫,৪৩, ৩৩,৭৫৮.৬২ টাকা (পনের কোটি তেতাল্লিশ লাখ তেত্রিশ হাজার সাতশ আটান্ন টাকা এবং বাষট্টি পয়সা) টাকা** ৩১.০৭.২০২১ থেকে পরবর্তী সুদ, ব্যয়, চার্জ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **মেসার্স এক্সপ্রেস ইনফ্রাটেক প্রাইভেট লিমিটেড** রেজিস্টার্ড অফিস কারনানি এস্টেট, ৪র্থ তল, সুট্য নং ১০৯এ, ২০৯, এজেসি বোস রোড, কলকাতা - ৭০০০১৭ এবং **জামিনদাতাগণ (ক) শ্রী পঙ্কজ কুমার দাস** পিতা মণি কান্ত দাস ঠিকানা ফ্ল্যাট নং ৩সি, সানি ডিউ, মজুমদারপাড়া, গড়িয়া, কলকাতা -৭০০০৮৪ **(খ) শ্রীমতি সমপদা ঐশ্বর্য** স্বামী পঙ্কজ কুমার দাস ঠিকানা ফ্ল্যাট নং ৩সি, সানি ডিউ, মজুমদারপাড়া, গড়িয়া, কলকাতা -৭০০০৮৪ **(গ) শ্রী নীরজ দাস** পিতা মণি কান্ত দাস ফ্ল্যাট নং ৩সি, সানি ডিউ, মজুমদারপাড়া, গড়িয়া, কলকাতা -৭০০০৮৪ **(ঘ) শ্রী ব্রিজেশ ভগত** পিতা জগদীশ ভগত ঠিকানা টাওয়ার ৫, ফ্ল্যাট ৯বি, সাউথ সিটি, ৩৭৫ প্রিন্স আনোয়ার সাহা রোড, কলকাতা - ৭০০০৬৮ কাছ থেকে। **সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময় : তারিখ - ০৪.০২.২০২৫, সময় : সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত।**

জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, যদি কিছু থাকে	সংরক্ষিত মূল্য	বায়না জমা (ইএমডি)
সম্পত্তি নং ১. বসবাসের ফ্ল্যাট নং ১০৯এ, ৪র্থতলে, বহুতল ভবনে,সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭৫০ বর্গফুট এবং একটি অবিভক্ত কার পার্কিং স্পেস একতলায় উক্ত ভবনে অবস্থিত প্রেমিসেস নং ২০৯, এ জে সি বোস রোড, ওয়ার্ড নং ৬৪, থানা : বেনিয়াপুকুর,কলকাতা ৭০০০১৭। স্বত্ব দলিল নং ৩৬৭০-২০০৮ সালের, তারিখ ২৮.০৫.২০০৮ এবং ৩৬৭২-২০০৮ সালের তারিখ ২০.০৫.২০০৮, নীলাচল ইনফ্রা প্রোজেক্টস, পরবর্তীতে নাম পরিবর্তন করে এক্সপ্রেস ইনফ্রাটেক প্রা লি. হয়েছে। ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি :উত্তরে : অংশত প্রেমিসেস নং ২০৯, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস রোড, কলকাতা, দক্ষিণে : চতুর্থতলে কারনানি এস্টেটের যাতায়াতের করিডর, পূর্বে : ফ্ল্যাট নং ১০৯ বি, কারনানি এস্টেট, পশ্চিমে : ফ্ল্যাট নং ১০৮-কারনানি এস্টেট।	৬২,০০,০০০.০০ টাকা	৬,২০,০০০.০০ টাকা
	ডাক বাড়ানোর পরিমাণ : ৫০,০০০.০০	
সম্পত্তি নং ২ : বাণিজ্যিক স্পেস সমুদয় ৫মতল, বহুতল ভবন ডানকুনি সুপার মার্কেট কমপ্লেক্স নামে পরিচিত, পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৩১৭৬ বর্গফুট, অবস্থিত মৌজা :মনোহরপুর , ডানকুনি পুরসভার ওয়ার্ড নং ১১ অধীন, টি এন মুখার্জি রোড এর পাশে এবং রেলওয়ে ক্রসিংয়ের নিকট,থানা : ডানকুনি,এডিএসআর জনাই,জেলা : হুগলি-৭১২৩১১, দলিল নং ০৫২৪০-২০১১ সালের, তারিখ০৯.০৮.২০১১, মেসার্স এক্সপ্রেস ইনফ্রাটেক প্রা লি. এর নামে। ভবনের চৌহদ্দি : উত্তরে :ভবনের খালি জায়গা,ভেন্ডারের জমি। দক্ষিণে : বর্তমান খালি জমি ভবনের, টি এন মুখার্জিরোড। পূর্বে : বিশ্বনাথ ঘোষ এবং অন্যান্যর ভবন, পশ্চিমে : পুর সড়ক, এবং পূর্ব রেলের কর্ড লাইন এবং নীলমণি গুপ্তার ভবন।	৩,২৭,০০,০০০.০০ টাকা	৩২,৭০,০০০.০০ টাকা
	ডাক বাড়ানোর পরিমাণ : ১,০০,০০০.০০	

ক্রম নং ২

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ১০.০২.২০২৫** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **১৭,২৭, ২০,৯৫৩.৭৩ টাকা (সতের কোটি সাতাশ লাখ কুড়ি হাজার নশো তিপান্ন টাকা এবং তিয়াত্তর পয়সা) টাকা** ৩০.১১.২০১৩ অনুযায়ী এবং ০১.১২.২০১৩ থেকে পরবর্তী সুদ, ব্যয়, চার্জ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **বাসুকি মাইনিং অ্যান্ড মিনারেলস প্রা. লি.** রেজিস্টার্ড অফিস এ-৩৯, মৌলানা আজাদ সরণি, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ পিন - ৭১৩২১৬ এবং **জামিনদাতাগণ (ক) শ্রী পলাশ কুমার শ্রীবাস্তব ঠিকানা** এ-৩৯, মৌলানা আজাদ সরণি, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ পিন - ৭১৩২১৬ **(খ) শ্রীমতি নমিতা শ্রীবাস্তব ঠিকানা** এ-৩৯, মৌলানা আজাদ সরণি, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ পিন - ৭১৩২১৬ **(গ) শ্রী দিলীপ কুমার পাল ঠিকানা** এস পি মোড়, শিউরি, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৩১১০১ **(ঘ) শ্রী তরুণ কুমার ঘোষ ঠিকানা** এস পি মোড়, শিউরি, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৩১১০১ কাছ থেকে। **সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময় : তারিখ - ০৪.০২.২০২৫, সময় : সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত।**

জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, যদি কিছু থাকে	সংরক্ষিত মূল্য	বায়না জমা (ইএমডি)
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ খালি জমি ১) জেএল নং ০৬, খতিয়ান নং ১৮১ সাবেক দাগ নং ২০৩, ২১২ এবং ২১৯। হাল দাগ নং ২০৮, ২১৭ এবং ২২৪ এরিয়া ৪৭ শতক, দলিল নং ১-৩১১২-২০০৬ সালের। ২) জেএল নং ০৬, খতিয়ান নং ১৭৩ দাগ নং ২০৮, ২১৭ এবং ২২৪। এরিয়া ২২.২৫ শতক, দলিল নং ১-৩৯৮২-২০০৬ সালের। অবস্থিত মৌজা : আড়াইপুর, জেলা : বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, মোট এরিয়া কমবেশি ৬৯.২৫ শতক, শ্রী দিলীপ কুমার পাল এবং শ্রী তরুণ কুমার ঘোষ এর নামে। দাগ নং ২০৮, চৌহদ্দি : উত্তরে : অন্যান্যর জমি, দক্ষিণে : সড়ক, পূর্বে : অন্যান্যর জমি, পশ্চিমে : অন্যান্যর জমি। দাগ নং ২১৭ চৌহদ্দি : উত্তরে : অন্যান্যর জমি,দক্ষিণে : অন্যান্যর জমি, পূর্বে : অন্যান্যর জমি, পশ্চিমে : অন্যান্যর জমি। দাগ নং ২২৪ চৌহদ্দি : উত্তরে : অন্যান্যর জমি, দক্ষিণে : অন্যান্যর জমি, পূর্বে : অন্যান্যর জমি, পশ্চিমে : অন্যান্যর জমি।	১,২৫,০০, ০০০.০০ টাকা	১২,৫০,০০০.০০ টাকা
	ডাক বাড়ানোর পরিমাণ : ১,০০,০০০.০০	

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

তারিখ ঃ ২৪.০১.২০২৫
স্থান ঃ কলকাতা

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

হিন্দুস্থান ক্রেডিট ক্যাপিটাল লিমিটেড
(রেজি. অফিস : ৩য় তল, ইউনিট ডি, ৩, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান স্ট্রিট, কলকাতা পব ৭০০০৬৯)
CIN : L17125WB1983PLC036209
ই-মেল : info@hindusthancreditcapital.com ওয়েবসাইট : www.hindusthancreditcapital.com)

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস এবং নয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের প্রতিবেদন

(ইপিএস ব্যতীত লাখ টাকায়)

ক্রম নং	বিবরণাদি	তিন মাস সমাপ্ত			নয় মাস সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত
		৩১.১২.২০২৪	৩০.০৯.২০২৪	৩১.১২.২০২৩	৩১.১২.২০২৪	৩১.১২.২০২৩	৩১.০৩.২০২৪
		অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
১	মোট আয় কারবার থেকে	-	-	-	-	-	-
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট সময়ের (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফাসমূহ পূর্ব)	(৬.৫৩)	(৬.৫৭)	(৩.৮৩)	(১৮.৬৪)	(১৩.৪১)	(১৬৮.৪৩)
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট সময়ের কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফাসমূহ পরবর্তী)	(৬.৫৩)	(৬.৫৭)	(৩.৮৩)	(১৮.৬৪)	(১৩.৪১)	(১৬৮.৪৩)
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট সময়ের কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফাসমূহ পরবর্তী)	(৬.৫৩)	(৬.৫৭)	(৩.৮৩)	(১৮.৬৪)	(১৩.৪১)	(১৬৮.৪৩)
৫	মোট সংবদ্ধ আয় সংশ্লিষ্ট সময়ের [সংশ্লিষ্ট আয়/(ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট সময়ের (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য সংবদ্ধ আয় (কর পরবর্তী)]	(৬.৫৩)	(৬.৫৭)	(৩.৮৩)	(১৮.৬৪)	(১৩.৪১)	(১৬৮.৪৩)
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৩৮৩.৮২	৩৮৩.৮২	৩৮৩.৮২	৩৮৩.৮২	৩৮৩.৮২	৩৮৩.৮২
৭	সংরক্ষণ (পুনর্মূল্যায়নের সংরক্ষণ ব্যতীত) পূর্ব বর্ষের নিরীক্ষিত ব্যালেন্সশিট অনুযায়ী	-	-	-	-	-	৪৩৮.৮৭
৮	শেয়ার পিছু আয় (১০ টাকা প্রতিটি) (কারবার চালু এবং বন্ধের সময়ে)						
	১. মূল (টাকা)	(০.১৭)	(০.১৭)	(০.১০)	(০.৪৯)	(০.৩৫)	(৪.৩৯)
	২. মিশ্র (টাকা)	(০.১৭)	(০.১৭)	(০.১০)	(০.৪৯)	(০.৩৫)	(৪.৩৯)

দ্রষ্টব্য : ১) ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত তিন এবং নয় মাসের জন্য ত্রৈমাসিক অর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বয়ানের উক্ত সংক্ষিপ্ত স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে সংযুক্ত করা হয়েছে ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে। তিন মাস এবং নয় মাসের সমাপ্ত বিস্তারিত বয়ানের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জ(গুলির) ওয়েবসাইট www.cse-india.com, কোম্পানির ওয়েবসাইট https://hindusthancreditcapital.com/wp-content/uploads/2025/01/financial-results_31.12.2024.pdf. থেকে। নিম্নোক্ত কিউআর কোড স্ক্যান করেও সংশ্লিষ্ট তথ্য পাওয়া যাবে।

স্থান : নয়ডা
তারিখ : ২২ জানুয়ারি ২০২৫

ডিরেক্টর বোর্ডের পক্ষে এবং জন্য
হিন্দুস্থান ক্রেডিট ক্যাপিটাল লিমিটেড
স্বা/-
রাজেশ গয়াল
(পুরা সময়ের ডিরেক্টর)
ডিন - ০১৩৩৯৬১৪

কাফসিরাফ উদ্ধারে গুলি, আহত নন পুলিশকর্মীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বেআইনি মাদক কাফসিরাফ উদ্ধার করতে গিয়ে আক্রান্ত পুলিশ। পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি। যদিও এই ঘটনায় কোন পুলিশকর্মী আহত হননি বলে পুলিশ সূত্রে খবর। ঘটনার তদন্তে নেমে দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে কালিয়াচক থানার সাইলাপুর গ্রামে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম বরুণ মণ্ডল বাড়ি উমাকান্ত টোলার জানুটোলা এলাকায় ও মিঠুন শেখ বাড়ি দক্ষিণ কদমতলা। দু'জনেরই বাড়ি কালিয়াচক থানা এলাকায়। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ সাইলাপুর এলাকায় অভিযান চালায়। সেখানে যেতেই পুলিশকে লক্ষ করে গুলি ছুড়তে শুরু করে। ঘটনায় পুলিশ সেখান থেকে পালিয়ে আসে। এরপর পুলিশ ফের ঘটনাস্থলে গিয়ে অভিযান চালিয়ে দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতদের

কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ১০০ বোতল ফেনসিডিল কাফসিরাপ একটি সেভেন এমএম পিস্তল, দু'টি কার্তুজ, একটি ম্যাগাজিন ও একটি ফায়ার হওয়া কার্তুজের খোল। তাদেরকে গোলাপগঞ্জের সাহিলাপুর থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

দক্ষিণ মালদা জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক অম্লান ভাদুড়ি বলেন, 'জেলায় যে কোনও আইনশৃঙ্খলা নেই। এটাই তার প্রমাণ। পুলিশকে লক্ষ্য করে দুষ্কৃতীরা গুলি ছুড়ছে। আমাদের প্রশ্ন জেলায় এত আগ্নেয়াস্ত্র আসছে কোথা থেকে। শাসকের মদতে এই সব আসছে। আর জেলায় দুস্কৃতিরাজ বাড়ছে। এই সব অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।' জেলা তৃণমূলের মুখপাত্র আশিস কুন্ডু বলেন, এই রাজ্যে আইনের শাসন আছে বলে পুলিশের ওপর হামলা হয়েছে গ্রেপ্তারও হয়েছে। বিজেপি শাসিত রাজ্যের কেচ্ছা হচ্ছে সেই সব কোথায় চাপা পড়ছে। তাই বিজেপির এই সব কথা বলার আগে ভাবতে হবে।

মতুয়া গোসাইদের কেন্দ্রীয় ভাতার অনুমোদনে রাজ্যের সায় দাবি শান্তনুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: মতুয়া গোসাইদের ভাতা দিতে চায় কেন্দ্র, অনুমোদন দিক রাজ্য দাবি শান্তনু ঠাকুরের। ২০২৬ এ নির্বাচনের জন্য প্রতিশ্রুতি পালটা দাবি তৃণমূল বিধায়ক মধুপর্ণা ঠাকুরের। এদিন একই মঞ্চ থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশংসা করল কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। বৃহস্পতিবার উত্তর চব্বিশ পরগনার বাগদায় হেলেঞ্চাতে মতুয়া সম্মেলনে যোগদান করেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহা সংঘের সংজ্ঞাধিপতি শান্তনু ঠাকুর।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, একটা বিশেষ গোষ্ঠী এই সরকারের মাধ্যমে ভাতা পায়। কিন্তু মতুয়া সাধু গুসাইরা ভাতা পায় না। কেন্দ্র সরকার তাদের ভাতা দিতে চায়। ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খাওয়া যাচ্ছে না। মানে রাজ্য সরকারকে উপেক্ষা করে কেন্দ্র সরকার মতুয়া সাধু গোঁসাইদের ভাতা দিতে পারছে না। তাদের কথা মাথায় রেখে রাজ্য সরকার যেন মতুয়াদের গুরু গোসাইদের ভাতা দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে এনওসি দেয়।

পরবর্তীতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, রাজ্য সরকারকে চিঠি করা আছে। কিন্তু রাজ্য সরকার কোন উত্তর দিচ্ছে না। যদিও বিষয়টিকে ভাঁওতা হিসেবে দেখছে তৃণমূল। বাগদার তৃণমূলের বিধায়ক তথা ঠাকুরবাড়ি মেয়ে মধুপর্ণা ঠাকুর বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার ভোটের আগে মতুয়াদের জন্য অনেক কিছু করার কথা বলে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কিছু করেনি। শুধু ভোটের আগে এসে বড় বড় কথা বলে চলে যাবে তারপরে আর দেখা যায় না। শান্তনু ঠাকুরের এই মন্তব্য শুধু ২৬ সালের ভোটে জিততে হবে তার জন্য। কিন্তু এবার আর হবে না। এদিন একই মঞ্চ থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশংসা করল কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। বৃহস্পতিবার বিকেলে বাগদার হেলেঞ্চাতে মধুয়া ধর্ম মহা সম্মেলনে যোগ দিতে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বুধবার গাইঘাটায় পূর্ণেন্দু বসুর বক্তব্যের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর বলেন, 'মমতাপন্থী আর অভিষেকপন্থী কি দলে ভাঙন ধরেছে সেটা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য। আমাদের জেনে ভালো লাগল ভিতরের ভাঙনটা খুব ভালো ভাবে হয়েছে। এটা চলতে থাকুক। সময় ঘনিয়ে এসেছে। যতই হুমকি-ধমকি দেখার ওপর থেকে ভিতরে অন্তঃসারশূন্য হয়ে গিয়েছে। অভিষেক নতুন জেনারেশনের ছেলে অনেক বেশি চৌকস অনেক বেশি এক্সপার্ট আমি মনে করি যারা বুড়ো ঘোড়া তাদের রেস্ট নেওয়া উচিত। আমি আগে বলেছিলাম আস্তাবলের বুড়ো ঘোড়াদের সরিয়ে দেওয়া উচিত। যাদের দ্বারা সরকার চলছে না তাদের রেখে লাভ কি আছে নতুন জেনারেশনকে এগিয়ে দিতে হবে।'

মল্লিকের ছাড়া পাওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'যে একবার গুয়ের গর্তে পড়ে যায়, তার গা থেকে গন্ধ যায় না। মানুষ তার কাছে আর যায় না। আমি চাই বেঁচে থাকুক। নটোরিয়াস চিন্তা পরিবর্তন না করলে আবার জেলে যেতে হবে।' আরজি কর কাণ্ডের রায় নিয়ে বলেন, 'এটা পলিটিক্যাল একটা আই ওয়াশিং। রাজ্য সরকার চাইবে না যে প্রকৃত দোষী যারা গভরমেন্টের লোক তারা দোষী হোক সেটা চাইবে না। আজকে ওকে মুরগি বানিয়ে ওকে ফাঁসিয়ে যে জায়গাটা করা হয়েছে এটা পলিটিকাল চাল।' মুখ্যমন্ত্রীর ফাঁসির দাবি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'ওকে ফাঁসি দিলে ব্যাপারটা ধামাচাপা দেওয়া যাবে সেই কারণেই ফাঁসি চাইছেন।'

বাংলাদেশ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'বাংলাদেশ ভারতের ওপরে নির্ভরশীল। বাংলাদেশ ভিতরে বসে যত ছটফট করুক লাফাক কেউ শাহেনশা হয়ে মোদিজির মতো হতে চাইছে এরকম ভাবে তো হয় না। এটার একটা প্রতিভা থাকা দরকার। প্রতিভা দেখাতে গিয়ে বাংলাদেশের এরকম কাণ্ড ঘটছে। এই জন্য এই সরকার সম্পূর্ণ ভাবে দায়ী। ওরা নতিস্বীকার করতে বাধ্য হবে ভারতের কাছে।ওদের জীবন ধারণের সমস্ত ম্যাটেরিয়াল ভারত থেকে যায়। আগামী দিনে তা স্পষ্ট হবে।' কাঁটাতারে বাধা দেওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'এগুলো একচুয়ালি যারা রিপাবলিক ডেমোক্রেটিক সমর্থন করে তারা এগুলো করে না। কিছু জামাতপন্থী ওরা এই পরিস্থিতি তৈরি করছে। ওরা গণতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্র কিছু মানে না ওরা শরিয়ত আইন মনে। ওদের ৫০০ বছর পিছিয়ে দিচ্ছে সেটা তো ওরা বুঝছে না। গোঁড়ামি ও নোংরামিতে লিপ্ত আছে সেখান থেকে পিছিয়ে আসতে পারছে না। বাংলাদেশের যারা স্মাগলার আছে তাদের জীবিকা নির্বাহের একমাত্র রাস্তা হচ্ছে বর্ডার এবং জামাতপন্থী জানে তাদের মানি এই ব্ল্যাকমানি ছাড়া সম্ভব নয়। কাঁটাতার দিয়ে দিলে এই অবৈধ কাজগুলো করা যাবে, সেই কারণেই ওরা কাঁটাতারে বাঁধা দিচ্ছে।'

বৃহস্পতিবার ওয়েস্ট বেঙ্গল ভেটেরিনারি অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশন বীরভূম জেলা শাখার উদ্যোগে পথ কুকুরদের জন্য জন্ম নিয়ন্ত্রণ ও ভ্যাকসিনেশন কর্মসূচি অনুষ্ঠানে সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায় চৌধুরী।

নেতাজির জন্মজয়ন্তী পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৮তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আরামবাগ মহকুমা জুড়ে পরাক্রম দিবস পালিত হল। বিজেপির পক্ষ থেকে প্রতিটি ব্লক নেতৃত্ব এই দিনটি শ্রদ্ধার সাথে পালন করেন। অন্যদিকে শাসকদল তৃনমুলও মহকুমাজুড়ে সুভাষ উৎসব পালন করেন। আরামবাগ, গোঘাট, খানাকুল, পুড়শুড়া, বিশেষ অনুষ্ঠান হয়।

উল্লেখ্য, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৮তম জন্মজয়ন্তীতেও প্রতি বছরের মতো এই বছরও নেতাজির জন্মদিনকে 'পরাক্রম দিবস' হিসেবে পালন করা হয়। প্রসঙ্গত, স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে নেতাজির অবদানের কথা স্মরণ করে তাঁর জন্মদিনকে 'পরাক্রম দিবস' হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত নেয় ভারত সরকার।সেই মতো সারা রাজ্য জুড়ে যথাযথ মর্যাদার সাথে পরাক্রম দিবস পালিত হয়। এদিন আরামবাগ মহকুমার প্রতিটি জায়গায় পরাক্রম দিবস পালিত হয়।

এই বিষয়ে এলাকার বিশিষ্ট শিক্ষক মাধব ঘোষ বলেন, 'ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী ও দেশপ্রেমিক নেতাজি সুভাসচন্দ্র বসুর জন্মদিনকে পরাক্রম দিবস হিসাবে ঘোষণা করেছেন। আমরা মর্যাদার সঙ্গে দিনটি পালন করছি। গত তিন বছর ধরে এই পরাক্রম দিবস পালন করা হচ্ছে। এলাকার মানুষের কাছে জাতীয়তা বোধ গড়ে তুলতে ও নেতাজীকে শ্রদ্ধা জানাতে আমরা জাতীয় পতাকা নিয়ে শোভাযাত্রা করেছি।' আরামবাগ পৌরসভার চেয়ারম্যান সমীর ভান্ডারী বলেন, 'ভারতমাতার বীর সন্তান নেতাজির জন্মদিন পালন করছি আমরা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় সুভাস উৎসবের সামিল হয়েছে আরামবাগবাসী। এই মহান বিপ্লবী তথা স্বাধীনতা সংগ্রামীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষ পুড়শুড়া জুড়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন ও পরাক্রম দিবস পালন করেন।'

পাশাপাশি তিনি বাচ্চাদের হাতে তুলে দেন খাতা, কলম সহ অন্যান্য উপহার।এই বিষয়ে পুড়শুড়ার বিধায়ক বিমান ঘোষ জানান, নেতাজির জন্মদিন সারা ভারতবর্ষ জুড়ে পালিত হচ্ছে। আমরাও সমাজসেবার মাধ্যমে এই মহান স্বাধীনতা সংগ্রামীর জন্মদিন পালন করছি।

সিউড়ি শহর তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে দেশনায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৮তম জন্মদিবস পালিত হলো সিউড়িতে। বৃহস্পতিবার সকালে সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায় চৌধুরীর নেতৃত্বে বাস স্ট্যান্ড নেতাজি মূর্তির পাদদেশ থেকে একটি শোভাযাত্রা বের হয়। পরে নেতাজির প্রতিকৃতির গলায় মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন বিধায়ক সহ অন্যান্যরা।

নিখোঁজ ছাত্রীর খোঁজে এসপির দ্বারস্থ পরিবার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বাড়ির সামনে থেকে এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর নাবালিকা ছাত্রীকে অপহরণের অভিযোগ উঠল তিন দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে। গত ৭ দিন আগে এই অপহরণের ঘটনাটি নিয়ে মানিকচক থানায় অভিযোগ জানায় নাবালিকা ছাত্রীর পরিবার। কিন্তু এক সপ্তাহ পরেও ওই ছাত্রীর কোন খোঁজ দিতে পারেনি পুলিশ। অবশেষে বৃহস্পতিবার বাড়ির একমাত্র মেয়েকে উদ্ধারের জন্য পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হয়েছেন অপহৃত ওই নাবালিকা ছাত্রীর পরিবার। ঘটনাটি ঘটেছে মানিকচক থানার সাহেবনগর এলাকায়। এদিন ওই নাবালিকা ছাত্রীর ছবি সহ অভিযুক্ত সংশ্লিষ্ট এলাকার তিন যুবক ইব্রাহিম শেখ, রুহুল শেখ এবং সায়েন শেখের বিরুদ্ধে পুলিশ সুপারের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন নাবালিকা ছাত্রীর পরিবার। ঘটনাটি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ওই ছাত্রী মানিকচকের একটি হাইস্কুলের থেকে এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে। পুলিশকে অভিযোগে অপহৃত ছাত্রীর অভিভাবকেরা জানিয়েছেন, গত ১৭ জানুয়ারি বাড়ি থেকে প্রাইভেট পড়ার জন্য বেরিয়েছিল মেয়ে। সেই সময় তিন যুবক দুটি মোটরবাইকে এসে মেয়েকে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে যায়। সিসিটিভির ক্যামেরায় ফুটেজেও এই দৃশ্য ধরা পড়ে। এই ঘটনার পর পুলিশকে তিন অভিযুক্ত নাম ও পরিচয় দিয়ে লিখিত অভিযোগ জানানো হয়। কিন্তু তারপরেও ওই ছাত্রীর কোন সন্ধান দিতে পারে নি পুলিশ।

এদিকে পুলিশ সুপারের কাছে লিখিত অভিযোগে ওই নাবালিকা ছাত্রীর পরিবার জানিয়েছেন, বেশ কিছুদিন ধরে অভিযুক্ত ইব্রাহিম শেখ ও তার দলবল মেয়েকে রাস্তা স্তাঘাটে উত্যক্ত করছিল। ওকে রাস্তাঘাটে দেখলে কটুক্তিও করা হত। কয়েকদিন আগে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে এরকম ঘটনার প্রতিবাদ করেছিল ওই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। তারপরই ১৭ জানুয়ারি বাড়ির সামনে থেকে ওই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে তুলে নিয়ে যায় অভিযুক্তেরা। পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব জানিয়েছেন, পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মানিকচক থানাকে।

আত্রেয়ী ঘাটে স্বচ্ছতা অভিযানে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: লক্ষ প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের পরের দিন আত্রেয়ী ঘাটে স্বচ্ছতা অভিযানে অংশ নিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী। স্বয়ং ঝাঁটা হাতে আত্রেয়ী নদীর সদরঘাট পরিষ্কার করতে দেখা যায় কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা বালুরঘাটের সাংসদ ডঃ সুকান্ত মজুমদারকে। আত্রেয়ী নদীর সদরঘাটকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে এই উদ্যোগ বলে জানান ড. সুকান্ত মজুমদার। এদিনের এই কর্মসূচিতে বিজেপির রাজ্য সভাপতি ছাড়া উপস্থিত ছিলেন জেলা বিজেপির সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক বাপি সরকার সহ আরও অনেকে।

উল্লেখ্য, অযোধ্যায় রাম মন্দির প্রতিষ্ঠার বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বালুরঘাটে লক্ষ প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করা হয়। রাম মন্দির প্রতিষ্ঠার প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বালুরঘাটে আত্রেয়ী নদীর সদর ঘাটে রাম পূজন, যজ্ঞ অনুষ্ঠান এবং সন্ধ্যায় লক্ষ প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল বিজেপি। মুলত, বালুরঘাটের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ড. সুকান্ত মজুমদারের উদ্যোগে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বিজেপির পক্ষ থেকে এই সমস্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।

অনুষ্ঠানে বিশেষ চমক হিসেবে চমক হিসেবে ছিল লক্ষ প্রদীপ প্রজ্জ্বলন।

এ বিষয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি ড. সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'আত্রেয়ী নদী এবং তীরবর্তী অঞ্চলটিকে সর্বদা দূষণমুক্ত রাখতে প্রতিটি বালুরঘাট বাসী বদ্ধপরিকর। গতকাল আমার এখানে এক লক্ষ প্রদীপ জ্বালিয়েছি। যদিও প্রদীপ মাটি দিয়ে তৈরি। তবুও এই ঘাট কে পরিষ্কার করার দায়িত্ব আমরা নিয়েছি।'

মৃত শ্রমিকের পরিবারের একজনের চাকরি ও ক্ষতিপূরণের দাবিতে ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: শ্রমিকের মৃত্যুর পর ক্ষতিপূরণের দাবিতে কারখানার সামনে বিক্ষোভ।

বুধবার সকালে জামুরিয়া শিল্পতালুক এলাকায় একটা বেসরকারি কারখানায় ৪২ বছর বয়সি সোনু সিং নামে একঠিকা কর্মী মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মারা যান। পরিবারের ক্ষতিপূরণ ও চাকরির দাবিতে বৃহস্পতিবার কারখানার গেটের সামনে বিক্ষোভ দেখান গিরমিট কোলিয়ারির বাসিন্দা সোনু সিংয়ের পরিবারের সদস্যরা এবং স্থানীয় লোকজন।

উল্লেখ্য, বুধবার ভোর ৫টা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে, যখন সোনু সিং কনভেয়ার বেল্টের কাছে কাজ করছিলেন। এ সময় একটি ভারী লোহার বস্তু তার ওপর পড়ে, এতে তিনি গুরুতর আহত হন। তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু তার অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাঁকে দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বুধবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে তাঁর মৃত্যু হয়।

সোনু সিংয়ের বাবা অমৃত সিংয়ের অভিযোগ, দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা শুরু করার আগে মোটা অঙ্কের টাকা জমা দেওয়ার দাবি করা হয়েছিল। ঠিকাদার টাকা জমা দেওয়ার পর চিকিৎসা শুরু হলেও ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। অমৃত সিং বলেছেন যে তাঁর ছেলে গত দু'বছর ধরে কারখানায় কাজ করছেন এবং পরিবারের আর্থিক দায়িত্ব তাঁর ওপর ছিল। মৃত সোনু সিংয়ের আত্মীয়স্বজন সোনুর পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণ ও চাকরির দাবি জানিয়েছেন।

১৪ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর এবং আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের বরো চেয়ারম্যান উৎপল সিনহা, যিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, যে জামুরিয়া শিল্পতালুক এলাকায় কারখানায় দুর্ঘটনায় কর্মী মৃত্যু একটা সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে । এসব বিষয়ে প্রশাসন প্রায়ই নীরবতা পালন করে। তিনি বলেন, সোনু সিংয়ের স্ত্রী গর্ভবতী এবং তাঁদের দুটি ছোট সন্তান রয়েছে। এমতাবস্থায় উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দায়িত্ব কারখানা ব্যবস্থাপনার।

বিক্ষোভকারীরা কারখানার গেটে তাদের বিক্ষোভ অব্যাহত রাখে এবং তাদের ক্ষতিপূরণ ও চাকরির দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তারা তাদের আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দেয়। পরিস্থিতি যাতে খারাপ না হয় সে জন্য জামুরিয়া থানার বিশাল পুলিশও ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল। অবশেষে প্রশাসনের হস্তক্ষেপে বিক্ষোভ তুলে নেন বিক্ষোভকারীরা।

সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচি পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাবড়া: দুর্ঘটনা কমাতে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে নেতাজির জন্মদিনে হাবড়া ট্র্যাফিক থানা এবং হাবড়া থানার পুলিশের যৌথ উদ্যোগে সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচি। হাবড়া ট্র্যাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে মানুষকে সচেতন করতে নেতাজির জন্ম দিবসের দিন সকাল থেকে একাধিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় হাবড়া শ্রীচৈতন্য কলেজের এনসিসির ছাত্রছাত্রীরা ও হাবড়া ট্র্যাফিক এবং হাবড়া থানার সিভিক ভলেন্টিয়ার মিলে একটি শোভাযাত্রা করে,দুর্ঘটনা কমাতে শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে মানুষকে বার্তা দেওয়া হয়।

পরবর্তীতে হাবড়া থানার গেটের সামনে একাধিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় উপস্থিত ছিলেন বারাসত পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার এছাড়া অতিরিক্ত পুলিশ সুপার,প্রভেশনাল আইপিএস এসডিপিও হাবড়া এসডিপিও ট্র্যাফিক এবং হাবড়া পৌরসভার চেয়ারম্যান সহ একাধিক বিশিষ্ট জনেরা।সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দুর্ঘটনা অনেক কমানো গেছে এমনটাই বললেন বারাসত পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার ও চেয়ারম্যান নারায়ণ সাহা। পাশাপাশি সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ নেতাজির একাধিক বন্যাঢ্য শোভাযাত্রা করেন হাবড়া শহরে।

দুর্ঘটনায় মৃত ২ গাড়িচালক

নিজস্ব প্রতিবেদন, গলসি: বৃহস্পতিবার সকালে গলসি থেকে কলকাতা যাওয়ার পথে লরি ও ডাম্পারের সংঘর্ষে মৃত্যু হল দুই গাড়ির চালকের। ঘটনাটি ঘটেছে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের মেডেল ডিভিসির কাছে।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, এদিন সকাল থেকেই কুয়াশাছন্ন ছিল জাতীয় সড়ক। দৃশ্যমানতা কম থাকার জন্যই এই দুর্ঘটনা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌছায় বর্ধমান থানার পুলিশ। মৃত দুই চালকের নাম পরিচয় জানা যায়নি। ময়নাতদন্তের জন্য ওই দুই চালকের দেহ বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। দুর্ঘটনার জেরে জাতীয় সড়কে দীর্ঘক্ষণ যান চলাচল বন্ধ থাকার পরে পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্থ গাড়ি দু'টিকে অন্যত্র সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করে।

নেতাজির জন্মদিনে ঐতিহাসিক দৌড়

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৮তম জন্মদিনে এবছরও মেদিনীপুরের জাতীয় উৎসব ১০ মাইল দৌড় প্রতিযোগিতা হয়েছে। এবার ৬০ তম বর্ষে পদার্পণ করেছে এই প্রতিযোগিতা। প্রতি বছরের মতই নেতাজির জন্মদিনের সকালে মেদিনীপুর কলেজ-কলেজিয়েট স্কুল ময়দানে শুরু হয় দৌড় প্রতিযোগিতা। মেদিনীপুর এ্যাথলেটিক ক্লাবের উদ্যোগে ছয় জন মহিলা সহ মোট ১১১জন প্রতিযোগী এই দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। সকালে ঘন কুয়াশার কারণে কিছুটা দেরিতে শুরু হয়। শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, উত্তরপ্রদেশ, বিহার সহ পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলি থেকে প্রতিযোগী দৌড়বীররা এবারও প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলেন। প্রতিযোগিতায় প্রথম হয় তরুণ সংঘ ব্যায়ামাগারের অক্ষয় কুমার, দ্বিতীয় হয়েছে বজরং ব্যায়ামাগারের হুকুম সিং, তৃতীয় স্থানে আদেশ যাদব। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক দীনেন রায়, অজিত মাইতি, সুজয় হাজরা, প্রাক্তন বিধায়ক তথা বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ চুনিবালা হাঁসদা, মেদিনীপুর পুরসভার চেয়ারম্যান সৌমেন খান, সমাজসেবী গোপাল সাহা, নির্মাল্য চক্রবর্তী, অসীম বর্মন, ক্লাবের সম্পাদক অপু সামন্ত সহ অন্যান্যরা।

সেরিব্রাল পালসি আক্রান্ত সন্তানের চিকিৎসা নিয়ে লড়াই

নিজস্ব প্রতিবেদন: চিকু, নাগরদোলা চড়বি? চিকু বল কিনে দেব খেলবি? এক বৃদ্ধার এই প্রশ্নের উত্তরে সম্মতিসূচক মাথা নাড়ে চিকু। ওঠার চেষ্টা করে। পারে না। শুধু চেয়ে থাকে। কিন্তু বছর চারেকের ভাই মুখে লাড্ডু দিলে খেয়ে নেয়। মাথাটা অসম্ভব বড়। পা ও হাত দুটো তুলনায় ছোট। বয়স আট বছর। চিকিৎসকদের পরিভাষায় এটি সেরিব্রাল পালসি। এহেন ছেলেকে জীবন সংগ্রামে অসম লড়াই চালাচ্ছেন ডোমজুড়ের মাকড়দহের এক হস্তশিল্পী পরিবার।

জানা গিয়েছে, চিকুর বাবা দিবাকর ব্যাধ, মা মঙ্গলা ব্যাধ, দাদু বৈদ্যনাথ ব্যাধ ও ঠাকুমা তিলকা ব্যাধের সঙ্গে চিকু ও এসেছে হাওড়ার ঐতিহ্যবাহী শরৎমেলা প্রাঙ্গণে। এই মেলার এবারের থিম পথের দাবি উপন্যাসের শতবর্ষ। উদ্বোধন করেন মন্ত্রী পুলক রায়। মুখ্য উপদেষ্টা বিধায়ক সুকান্ত পাল। চিকুর দাদু জানিয়েছেন, 'নাতি এই অবস্থায় কয়েকটি জায়গায় নিয়ে গিয়ে ও কোনও কাজ হয়নি। এখন চিকিৎসা কোথায় হবে তা ভেবে পাচ্ছি না।'

উল্লেখ্য, বাঁশের বাখারিকে সরু সরু করে চুবড়ি, ফুলের সাজি সহ বিভিন্ন শৌখিন জিনিস তৈরি করে দিনযাপন করেন তাঁরা। দিনান্তে রোজগার সর্ব সাকুল্যে পাঁচ থেকে ছয়শো টাকা। এই রোজগারে কি করে চলবে?-আক্ষেপ চিকুর বাবা দিবাকরের।

হুগলি জেলা শাসকের নতুন কার্যালয় চুঁচুড়ায় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মূর্তিতে মাল্যদান করছেন জেলাশাসক মুক্তা আর্য। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্টরা। ছবি ক্যাপশন বনস্পতি দে

রোহিতের উইকেট নিয়েও উচ্ছ্বাসহীন

নিজস্ব প্রতিবেদন: জম্মু-কাশ্মীরের বিরুদ্ধে ব্যর্থ মুম্বইয়ের ব্যাটিং। রঞ্জি ট্রফিতে খেলতে নেমে এমন হেনস্থার শিকার হবেন, তা বোধ হয় ভাবতে পারেননি রোহিত শর্মারা। তাঁদের বিপাকে ফেলার মূল কাণ্ডারি অবশ্যই উমর নাজির মির। কাশ্মীরের এই পেসারই বৃহস্পতিবার রোহিতকে আউট করেন। কিন্তু কোনও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেননি। কেন?

ভারত অধিনায়ক রোহিত টেস্টে রান পাচ্ছিলেন না। রঞ্জি ট্রফি খেলতে নেমেছিলেন হারানো ফর্ম ফিরে পেতে। কিন্তু সেখানেও রান পেলেন না। উমরের বলে ক্যাচ দিয়ে ফিরে গেলেন সাজঘরে। কিন্তু ভারত অধিনায়কের উইকেট নিয়েও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেননি উমর। তিনি বলেন, তভাল বল যে কোনও ব্যাটারের বিরুদ্ধেই ভাল বল। কে ব্যাট করছে সেটা বড় ব্যাপার নয়। তবে রোহিতের উইকেট সত্যিই বড় ঘটনা। আমি খুশি। আমি রোহিতের ভক্ত। তাই ওর উইকেট নিয়ে কোনও উচ্ছ্বাস করিনি। ওর উইকেট নিলেও এটা মাথায় ছিল যে আমি রোহিতের ভক্ত।দ

কাশ্মীরের পেসার বলতে প্রথমেই উমরান মালিকের নাম মাথায় আসে। কিন্তু তিনি এই ম্যাচ খেলছেন না। চোটের কারণে বাদ রাসিখ সালামও। তাতেও রোহিতেরা ১২০ রানের বেশি করতে পারলেন না। নেপথ্যে ৩১ বছর বয়সি পেসার উমর। তিনি একাই নিলেন ৪ উইকেট। রোহিত (৩), হার্দিক তামোরে (৭), অজিঙ্ক রাহানে (১২) এবং শিবম দুবের (০) উইকেট তুলে নেন উমর। ১৪.৫ ওভারের মধ্যে ৪১ রানে ৫ উইকেট হারায় মুম্বই। তার মধ্যে উমর একাই নেন ৪ উইকেট।

এ বারের রঞ্জিতে ১৫টি উইকেট নিয়েছেন উমর। ২০১৩ সালে রঞ্জি অভিষেক হয়েছিল তাঁর। ৫৭টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচে ১৩৮টি উইকেট নিয়েছেন উমর। ছ'বার ইনিংসে পাঁচ বা তার বেশি উইকেট নিয়েছেন। কিন্তু কখনও ভারত অধিনায়কের বিরুদ্ধে খেলেননি। উমর বলেন, তএই ম্যাচ যদি আমরা জিততে পারি, সেটা বিরাট ব্যাপার হবে। কারণ উল্টো দিকে ভারত অধিনায়ক খেলছেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলা কোনও ব্যাটারকে আউট করলে তা সব সময়ই বড় ব্যাপার। পিচ থেকে সাহায্য পেয়েছি। ঠিক জায়গায় বল করছিলাম। রোহিত বড় নাম। ওঁর উইকেট নেওয়াটা আমার জন্য এবং দলের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

মুম্বইয়ের হয়ে বৃহস্পতিবার খেলতে নেমেছেন যশস্বী জয়সওয়াল, রোহিত, রাহানে, শ্রেয়স আয়ার, শিবম দুবে, শার্দূল ঠাকুরের মতো ক্রিকেটার। তাঁরা সকলেই কখনও না কখনও দেশের হয়ে খেলেছেন। মন সব ক্রিকেটারের

রঞ্জি ট্রফিতে রোহিত শর্মা, শুভমন গিল, যশস্বী জয়সওয়ালরা ব্যর্থ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রঞ্জি ট্রফিতে রোহিত শর্মা, শুভমন গিল, যশস্বী জয়সওয়ালদের ব্যর্থতার দিনে মান বাঁচালেন শুধু রবীন্দ্র জাডেজা। বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হওয়া রঞ্জিতে সিনিয়র ক্রিকেটারেরা খেলছেন। তাঁদের কেউই তেমন ভাবে সফল হতে পারেননি। ব্যতিক্রম জাডেজা। অন্য দিকে, বল হাতে সফল বাংলা।

রঞ্জি ট্রফিতে রোহিত শর্মা, শুভমন গিল, যশস্বী জয়সওয়ালদের ব্যর্থতার দিনে মান বাঁচালেন শুধু রবীন্দ্র জাডেজা। বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হওয়া রঞ্জিতে সিনিয়র ক্রিকেটারেরা খেলছেন। তাঁদের কেউই তেমন ভাবে সফল হতে পারেননি। ব্যতিক্রম জাডেজা। অন্য দিকে, বল হাতে সফল বাংলা।

ব্যাট করতে নেমে দিনের শেষে ৫ উইকেট হারিয়ে ১৬৩ রান তুলেছে সৌরাষ্ট্র। চেতেশ্বর পুজারা মাত্র ৬ রান করে আউট হয়ে যান। হার্ভিক দেশাই করেন ৯৩ রান। ব্যাট হাতে ৩৬ বলে ৩৮ রান করেন জাডেজা। দিল্লিকে টপকাতে আর ২৫ রান প্রয়োজন সৌরাষ্ট্রের।

বাংলার পেসারেরা প্রথম দিনেই দলকে চালকের আসনে বসিয়ে দিলেন। আকাশ দীপ চোটের কারণে নেই। মহম্মদ শামি জাতীয় দলে। এমন অবস্থায় দায়িত্ব ছিল মুকেশ কুমার, সুরজ

সিন্ধু জয়সওয়াল এবং মহম্মদ কইফের উপর। তাঁরা হতাশ করেননি। সুরজ একাই ৬ উইকেট তুলে নেন। মুকেশ এবং কইফ দু'টি করে উইকেট নেন।

বাংলা এই ম্যাচে পাচ্ছে না অভিমন্যু ঈশ্বরণ এবং সুদীপ চট্টোপাধ্যায়। তাঁদের দু'জনেরই চোট। সেই জায়গায় বৃহস্পতিবার ওপেন করতে নামেন তরুণ অঙ্কিত চট্টোপাধ্যায় এবং ঋত্বিক চট্টোপাধ্যায়। মাত্র এক রান করে আউট হয়ে যান ঋত্বিক। অঙ্কিত অপরাজিত ৫ রানে। রোহিত কুমার তাঁর সঙ্গে অপরাজিত রয়েছেন। এক উইকেট হারিয়ে ১০ রান তুলেছে বাংলা।

আম্পায়ারিং নিয়ে বিতর্ক রঞ্জি ট্রফিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফুটবলে আইএসএল হলে ক্রিকেটে রঞ্জি ট্রফি। আইএসএলে যেমন প্রতিটি ম্যাচে রেফারিংয়ের মান নিয়ে প্রশ্ন উঠছে, তেমনই রঞ্জি ট্রফিতে প্রশ্ন উঠছে আম্পায়ারদের সিদ্ধান্ত নিয়ে। সম্প্রতি আম্পায়ারের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেছিলেন মহারাষ্ট্রের ক্রিকেটার অঙ্কিত বাওনে। তাঁকে এক ম্যাচ নির্বাসিত করা হয়েছে। তবে পরে দেখা গিয়েছে, বাওনের প্রতিবাদ যথাযথ।পঞ্চম রাউন্ডের ম্যাচে মহারাষ্ট্রের সঙ্গে খেলা ছিল সার্ভিসেসের। স্লিপে বাওনের ক্যাচ নেন সার্ভিসেসের শুভম রোহিলা। রিপ্লেতে দেখা গিয়েছিল বল ড্রপ খাওয়ার পর তালুবন্দি করেছেন তিনি। তবে আম্পায়ার আউট দেন। সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করে বাওনে মাঠেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। কিছুতেই সাজঘরে ফিরতে চাননি। ম্যাচ বন্ধ ছিল ১৫ মিনিট। অবশেষে ম্যাচ রেফারি অমিত শর্মা এবং মহারাষ্ট্রের কোচ সুলক্ষণ কুলকার্নির মধ্যস্থতার পরে বিষয়টি তখনকার মতো মিটে গিয়েছিল।

আজ যুবভারতীতে কেরল ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে খেলতে নামছে ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিবেদন: টানা তিনটি ম্যাচে হার। অস্কার অধীনে শুরুটা ভাল করার পরেও বছর শুরু হতে কেমন যেন তাল কেটে গিয়েছে ইস্টবেঙ্গলের। নতুন বছরে একটিও ম্যাচ জিততে পারেনি তারা। প্লে-অফের স্বপ্নও দূরে সরছে। তবে পুরোপুরি মিলিয়ে যায়নি। সেই স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখার লক্ষ্যেই শুক্রবার যুবভারতীতে কেরল ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে খেলতে নামছে ইস্টবেঙ্গল। তিন পয়েন্ট পাওয়ার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী কোচ অস্কার। দলের ফুটবলারদের চোট নিয়ে চাপ থাকলেও তিনি তা ভাবছেন না।

অস্কার বৃহস্পতিবার জানিয়েছেন, আনোয়ার আলির সুস্থ হতে এখনও ১৫ দিন লাগবে। হেক্টর ইয়ুস্তেও পুরো ৯০ মিনিট খেলার মতো ফিট নন। মহম্মদ রাকিপ, প্রভাত লাকরার মতো ডিফেন্ডারেরা চোট পেয়ে বাইরে। তাই আক্রমণে ওঠার কথা না ভেবে আগে ঘর সামলানোর দিকেই নজর দিতে চান অস্কার।

কেরলের বিরুদ্ধে সাইড ব্যাকে জিকসন সিংহকে খেলানো হতে পারে। অথবা মার্ক জোথানপুইয়াকে খেলিয়ে জিকসনকে মাঝমাঠে শৌভিক চক্রবর্তীর পাশে জুড়ে দিতে পারেন অস্কার। না হলে মাঝমাঠে শৌভিকের সঙ্গী হতে পারেন নাওরেম মহেশ। কেরলের বিরুদ্ধেও শুরু থেকে খেলতে পারেন নতুন বিদেশি রিচার্ড সেলিস। সঙ্গে থাকবেন দিমিত্রিয়স দিয়ামানতাকোস। কার্ড সমস্যায় নেই নন্দকুমার। তাঁর জায়গায় অস্কার কাকে খেলান সেই নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে।

আগের তিনটি হার নিয়ে ভাবতে চাইছেন না অস্কার। তিনি বললেন, তযে ভাবে আগের তিনটে ম্যাচ শেষ হয়েছে তাতে আমরা খুশি নই। তবে ইতিবাচক দিকগুলোর দিকে তাকাতে হবে। আমরা আইএসএলের সেরা দলগুলোর বিপক্ষে খেলেছি। ফলাফলও আমাদের পক্ষে যায়নি। যদি ছোটখাটো ব্যাপারগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে পারতাম তা হলে ভাল ফল হত। ভাল খেলেছি। কিন্তু ম্যাচ জিততে পারিনি।দ

তবে চোট-আঘাত নিয়ে আক্ষেপ যাচ্ছে না। অস্কার বলেছেন, তহেক্টর অনুশীলনে ফিরলেও পুরো ৯০ মিনিট খেলার জন্য তৈরি নয়। সাউল এখনও সুস্থ হওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। বাকি বিদেশিরা খেলার জন্য তৈরি। এ ছাড়া মহম্মদ রাকিপ, প্রভাত লাকরা, আনোয়ার আলি, মার্ক জোথানপুইয়াকে সুস্থ করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। আশা করি পরের ম্যাচগুলোতে আরও বেশি খেলোয়াড়কে পাব।দ

প্রথম ছয় ম্যাচে পয়েন্ট না পাওয়াকে আবারও দুষেছেন ইস্টবেঙ্গল কোচ।

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

এবার মুম্বইয়ের স্কুলে বোমা হামলার হুমকি

মুম্বই, ২৩ জানুয়ারি: মুম্বইয়ের এক স্কুলে বোমা হামলার হুমকিকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায়। জানা গিয়েছে, বাণিজ্যনগরীর যোগেশ্বরী-ওশিওয়ারা এলাকার একটি স্কুল কর্তৃপক্ষ হুমকি ইমেল পান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। খবর দেওয়া হয় বম্ব স্কোয়াডকেও।

মুম্বই পুলিশ জানিয়েছে, বোমা রাখার হুমকি ইমেল পাওয়ার পরেই আতঙ্ক ছড়ায় স্কুলে। তড়িঘড়ি পড়ুয়াদের স্কুল থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। তার পর স্কুলের বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি করা হয়। কিন্তু সন্দেহজনক কিছু মেলেনি। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ভুয়ো হুমকি দিয়ে আতঙ্ক ছড়ানোর চেষ্টা হয়েছিল। কে বা কারা বোমাতঙ্ক ছড়ানোর নেপথ্যে রয়েছেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছে মুম্বই পুলিশ। তবে ইমেল প্রেরক নিজেকে 'আফজল গ্যাং'-এর সদস্য বলে পরিচয় দিয়েছেন। উল্লেখ্য, গত কয়েক মাসে একাধিক বার এমন ঘটনা ঘটেছে। গত মাসে দিল্লির ৪০টি স্কুলে একই সঙ্গে বোমাতঙ্ক ছড়ায়। পুলিশ পুরোদমে ধরপাকড় শুরু করলেও এখনও হুমকিবার্তা আসা বন্ধ হয়নি। দিন কয়েক আগেই ডিপিএস আরকে পুরম-সহ রাজধানীর প্রায় ২০টি স্কুলে বোমা রাখার হুমকিবার্তা পাঠানো হয়েছিল। পরে জানা যায়, বার্তাটি ভুয়ো।

নেতাজির 'মৃত্যুদিন' উল্লেখ করে পোস্ট করে বিতর্কের মুখে রাহুল

নয়াদিল্লি, ২৩ জানুয়ারি: বৃহস্পতিবার নেতাজির জন্মজয়ন্তীতে শ্রদ্ধা জানান ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, 'ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর অবদান ছিল অতুলনীয়।' এই পোস্টের সঙ্গে রয়েছে নেতাজিকে নিয়ে তৈরি করা একটি ভিডিও। যেখানে ভয়েস ওভার দিয়েছেন মোদি নিজেই। এদিকে নেতাজির জন্মদিন বিতর্কিত পোস্ট করে সমালোচিত লোকসভায় বিরোধী দলনেতা কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি।

সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিবসকে 'পরাক্রম দিবস' হিসাবে পালন করে কেন্দ্র। এদিনের পোস্টে মোদি লেখেন;'আজ, পরাক্রম দিবসে আমি শ্রদ্ধা জানাই নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তার অবদান অতুলনীয়। তিনি সাহস এবং দৃঢ়তার প্রতীক। তাঁর আদর্শ আমাদের অনুপ্রাণিত করে সেই ভারত গড়তে, একদিন যার স্বপ্ন দেখেছিলেন নেতাজি।' এই পোস্টের সঙ্গে রয়েছে একটি ভিডিও। যেটি নেতাজির ছবি এবং ভিডিও ফুটেজ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। এই ভিডিওর ভয়েস ওভার বা নেপথ্য কণ্ঠ খোদ মোদির। ভিডিওর শুরুতেই নেতাজি মূর্তির পাদদেশে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধার্ঘ জানাতেও দেখা গিয়েছে প্রধানমন্ত্রীকে।

নেতাজির জন্মজয়ন্তিতে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন বিরোধী নেতা রাহুল গান্ধিও। এক্স হ্যান্ডলে রাহুল লিখেছেন, 'মহান বিপ্লবী, আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতিষ্ঠাতা, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুজিকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি। নেতাজির নেতৃত্ব, সাহস, সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্য তাঁর সংগ্রাম, সহনশীলতা এখনও প্রত্যেক ভারতীয়কে অনুপ্রাণিত করে। ভারত মাতার অমর সন্তানকে আমার বিনম্র প্রণাম! জয় হিন্দ।'

রাহুলের এই মন্তব্যে বিতর্ক নেই। কিন্তু এদিন নেতাজির একটি ছবিও পোস্ট করেছেন কংগ্রেস নেতা। সেখানে জন্মের (২৩ জানুয়ারি, ১৮৯৭) পাশাপাশি সুভাষ চন্দ্র বসুর মৃত্যুদিন হিসাবে ১৮ অগস্ট, ১৯৪৫-কে উল্লেখ করা হয়েছে। কার্যত নেতাজির মৃত্যুরহস্যকে অস্বীকার করা হয়েছে কংগ্রেস নেতার পোস্টে। উল্লেখ্য, ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতা সুভাষচন্দ্র বসুর তাইহোকু বিমানবন্দর থেকে উড়ানের সময় দুর্ঘটনার মৃত্যু নিয়ে ধন্দ রয়েছে। সেই ধন্দ কাটাতে বিভিন্ন সময়ে একাধিক তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে। যদিও নেতাজির শেষ জীবন নিয়ে কুয়াশা কাটেনি। তা সত্ত্বেও তাঁর মৃত্যুদিন উল্লেখ করায় তীব্র সমলোচনার মুখে পড়েছেন রাহুল।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

TENDER

E- Tenders are invited by the Prodhan, **Natidanga-I Gram Panchayat** (Under Karimpur-II Panchayat Samity), Natidanga, Nadia. **NIET NO. 07, Nati-I-15th CFC-2024-25.** Last date of submission **05.02.2025 up to 5p.m.** For details please contact to the office or visit www.wbtenders.gov.in

Sd/- Prodhan,
Natidanga- I Gram Panchayat.

ABRIDGED NIT

On behalf of **Herambagopalpur Gram Panchayat** of Patharpratima Block under South 24 Parganas dist. invites bids through etendering process for Est. Cost. of **Rs.1451328**/-(Excl. GST & Cess). **vide NIT No. 22/34/ XVFC-TIED/NIT/HGP/2025 TO 27/39/XVFC-UNTIED/NIT/HGP/2025 dt.-24.01.2025..** The last Date of submission of Bids is **04.02.2025 up to 2.00 p.m.** Please visit **https://wbtenders.gov.in** and SDO/BDO/GP Office.

Sd/- Pradhan,
Herambagopalpur GP.

Office of the
DEBIPUR GRAM PANCHAYAT
Dhanirampur, Shibnahar, Murshidabad, 742306

Notice Inviting e-Tender No-08/5th SFC /DGP/2024-25, Memo No 49/EN/(8)/DGP/2025, Dt 22.01.25. Technical Bid opening Date (Online) 03/02/2024 at 10.00 Hrs, Last Date of Bid submission (Online) 31/01/25 upto 16.00 Hrs. For details Please visit Website https://wbtender.gov.in

Sd/-
Prodhan, Debipur Gram Panchayat, Murshidabad

Office of the
DEBIPUR GRAM PANCHAYAT
Dhanirampur, Shibnahar, Murshidabad, 742306

Notice Inviting e-Tender No-10/15th CFC UNTIED/DGP/2024-25, Memo No 50/EN/(8)/DGP/2025, Dt 22.01.25. Technical Bid opening Date (Online) 03/02/2024 at 10.00 Hrs, Last Date of Bid submission (Online) 31/01/25 upto 16.00 Hrs. For details Please visit Website https://wbtender.gov.in

Sd/-
Prodhan, Debipur Gram Panchayat, Murshidabad

TENDER NOTICE

Percentage rate E-Tender invited: **NIT No. 6/15th FC (Tied) / J-1 GP/ 2024-2025 Dt. 16/01/ 2025 & Memo No:- 10 (05)/ 15th FC (Tied)/J-1 GP/ 2024-2025 Dt. 16/01/2025**. Last Date & Time of submission Bids. **29.01.2025, 15:00.**
Interested contractor / Agency may visit NOTICE BOARD of Jagati-1 Gram Panchayat.

Sd/- Prodhan
Jagtai-1 Gram Panchayat

GARAIMARI GRAM PANCHAYAT
Vill+P.O.- GARAIMARI, P.S.- Domkal, Dist.-Murshidabad. (W.B.)
UNDER DOMKAL BLOCK

NIeT No: 15/2024-25 & 16/2024-25
Publishing & Bid Submission Start Date: **22/01/2025 from 3.00 PM.** Bid Submission Closing Date: **31/01/2025 upto 12.00 PM.** Bid Opening Date: **3/2/2025 after 12.00 PM.** Details See In: www.wbtenders. gov.in

Sd/- PRODHAN
GARAIMARI GRAM PANCHAYAT

Office of the Municipal Councilors
Bhadreswar Municipality
G.T. Road, P.O.+P.S.- Bhadreswar, Dist.- Hooghly

Notice Inviting e-Tender

e-Tender is invited by the Chairman, Bhadreswar Municipality for the work of Renovation of School Building for Sarvoday Vidya Mandir vide **Memo no:- BM/PWD/308/E-NIT/1 (1st Call), Tender ID : 2025_MAD_805258_1, Date:- 22/01/2025. Fund : PBSSM, AA&FS Fund.** Bid Submission Start Date (Online): **24.01.2025 at 11.00 AM.** Bid Submission Closing Date (Online): **31.01.2025 up to 05:00 PM.** Bid Opening Date (Online): **04.02.2025 at 02:00 PM.** Details may be had municipal office Notice board, Municipal website https://wbtenders.gov.in & https://bhadreswarmunicipality-gov.in

Sd/-,
Chairman
Bhadreswar Municipality

বায়ুদূষণের জেরে ব্যাংককে ২৫০ স্কুল বন্ধ

ব্যাংকক, ২৩ জানুয়ারি: বায়ুদূষণের জেরে থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে আড়াই শতাধিক স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। দূষণের মাত্রা এতটাই বেশি যে ব্যাংককবাসীকে দাপ্তরিক কাজ বাড়িতে বসে করার অনুরোধ জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। পাশাপাশি রাজধানীতে ভারী যানবাহন চলাচলও সীমিত করা হয়েছে।

মৌসুমি বায়ুদূষণ দীর্ঘদিন ধরে থাইল্যান্ডে প্রভাব ফেলছে। এই অঞ্চলের অনেক দেশের মতো থাইল্যান্ডেও শীতকালে ফসলের খড় পোড়ানো ও গাড়ির ধোঁয়া বাতাসের সঙ্গে মিশে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। বায়ুর মান পর্যবেক্ষণকারী সুইজারল্যান্ডভিত্তিক প্রতিষ্ঠান আইকিউ এয়ারের তথ্য অনুযায়ী বৃহস্পতিবার সকালে বিশ্বের সর্বাধিক দূষিত শহরের তালিকায় ব্যাংককের অবস্থান ছিল ষষ্ঠ।

বায়ুদূষণের প্রধান উপাদান হল বাতাসে অতিক্ষুদ্র বস্তুকণা বা পিএম ২.৫-এর

উপস্থিতি। প্রতি বর্গমিটারে এর পরিমাণ ১২২ মাইক্রোগ্রাম। এই ক্ষুদ্র কণা ফুসফুসের মাধ্যমে রক্তপ্রবাহে প্রবেশ করে ক্যানসার হতে পারে। এর আগে ব্যাংকক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছিল, স্কুলগুলো যেসব এলাকায় অবস্থিত, চলতি সপ্তাহে সেখানকার বাতাসে পিএম ২.৫,এর পরিমাণ ছাড়িয়ে গেলে স্কুল বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে।

বৃহস্পতিবার সকালে ব্যাংকক মেট্রোপলিটন কর্তৃপক্ষের অধীনে থাকা ৪৩৭টির মধ্যে ১৯৪টি স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হয়। বায়ুদূষণের কারণে ২০২০ সালের পর সবচেয়ে বেশি স্কুল বন্ধ করে দেওয়ার ঘটনা এটি। ওই বছর বায়ুদূষণের কারণে ব্যাংকক মেট্রোপলিটন কর্তৃপক্ষের অধীন সব স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। অপর দিকে কেন্দ্রীয় সরকারের মৌলিক শিক্ষা বিভাগের আওতাধীন ১৫৬ টি স্কুলের মধ্যে ৫৮টি স্কুলও আজ বন্ধের ঘোষণা দিয়েছে।

ব্যাংককে বিভিন্ন সংস্থার অধীনও বেসরকারি স্কুল রয়েছে। তবে এসব স্কুলের সংখ্যা সম্পর্কে জানা যায়নি। সরকার খড় পোড়ানো বন্ধ করেতে প্রণোদনা ঘোষণা করেছে। এমনকি ঠান্ডা পানি বা শুষ্ক বরফ ধোঁয়াশার ওপরে ছিটানো হচ্ছে। কিন্তু এতে খুব বেশি প্রভাব পড়ছে না। দেশটির এই বায়ুদূষণকে গুরুত্বের সঙ্গে নিতে ব্যর্থ হওয়ার অভিযোগ তুলে বিরোধীদলীয় নেতারা থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী পেতংতার্ন সিনাওয়াত্রাকে দূষছেন। বর্তমানে তিনি সুইজারল্যান্ডের দাভোসে আছেন। বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামে অংশ নিচ্ছেন তিনি। পিপলস পার্টির নেতা ন্যাথাফং রুয়েংপানিয়াউত ফেসবুকে লিখেছেন, সুইজারল্যান্ডে যখন প্রধানমন্ত্রী বিশুদ্ধ বাতাসে নিশ্বাস নিচ্ছেন, থাইল্যান্ডে আরও বিনিয়োগে উৎসাহ দিচ্ছেন...তখন কোটি কোটি থাই মানুষ দূষিত বাতাসে নিশ্বাস নিচ্ছেন।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন বায়োস্কোপ

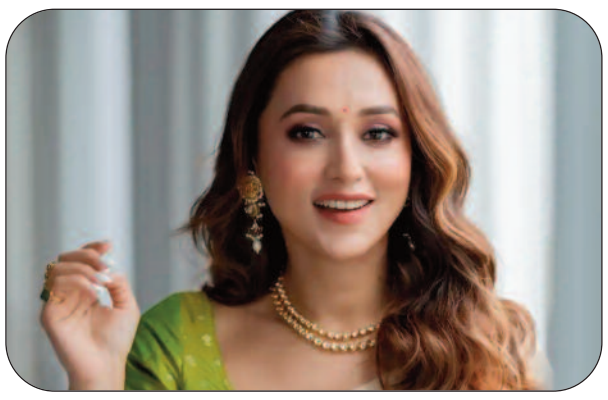

সন্তান : আবেগ নির্ভর একটি সামাজিক দলিল

শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়

মৃদুল কাকুর কথা মনে আছে আপনাদের? রোজ প্রভাতে পবনের চায়ের দোকানে এসে বসতেন! দড়ির মতো একেবারে ছিম ছিমে শরীর! মাথায় শুঁয়াপোকার রোয়ার মতো চুল। হাঁটুতে মাথা ঠেকিয়ে বসে থাকতেন। খুব একটা বেশি কথা বলতেন না। দু'-এক কাপ চা খেয়েই বাড়ি ফেরার পথ ধরতেন। কেউ 'বিদেশে যাচ্ছেন শুনলেই শরীরটা ভারী হয়ে উঠত মৃদুলকাকুর! চোখ চকচক করত! মাথা তুলে আধবোজা স্বরে বলতেন 'একবার বিলাত পৌঁছে খবর নিয়ো তো। সমীরটা ভালো আছে তো? কত দিন কথা হয় না!' সেই মৃদুলকাকুর আর সমীরের খোঁজ নেওয়া হয়নি! সেই যে গত শীতে জ্বরে পড়লেন। বিছানা ছেড়ে উঠতে পারলেন না। ব্যাস তারপরে পার্সেলে অবশ্য মৃদুলকাকুর অস্থি বিদেশে পৌঁছল!এমন নিত্য নতুন সামাজিক গল্প প্রতিনিয়ত অগোচরে বেড়ে উঠতে থাকে আমাদের জীবনে। রাতের শহরে বেজে ওঠে বেহালা! তলপেট থেকে বুক পর্যন্ত উঠে আসে চেনা অসুখের বিষাদময় সুর। সেই সকল সুরের তারে ঝংকার দিয়ে ওঠা একটি গল্প হল রাজ চক্রবর্তীর এই সন্তান সিনেমাটি। উড়ালপুলের হু-হু করা

রাতের শহরে বেজে ওঠে বেহালা! তলপেট থেকে বুক পর্যন্ত উঠে আসে চেনা অসুখের বিষাদময় সুর। সেই সকল সুরের তারে ঝংকার দিয়ে ওঠা একটি গল্প হল রাজ চক্রবর্তীর এই সন্তান সিনেমাটি। উড়ালপুলের হু-হু করা বেগ, গগনচুম্বী ফ্ল্যাটের আকাশছোঁয়া ইচ্ছে! বস্তির কুঁড়েঘর অথবা ঝুপড়িতে থাকা বাসিন্দাদের প্রতিদিনের ঝগড়া। নিত্যদিনের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে যাওয়া জীবন নিয়ে বাড়ি ফেরার সময় ঝাপসা হয়ে যাওয়া কলকাতা। অন্ধকারে কে যেন পিছু ডাকে! আধবোজা গলায় বলে ওঠে 'তাকিয়ে দেখো! আমাদের চারপাশটা নিত্যদিন অল্প অল্প করে করে বৃদ্ধাশ্রমে পরিণত হয়ে যাচ্ছে!' তখন কি মনের মধ্যে আতঙ্ক বাসা বাধে? শরীরে কাঁপুনি ধরে? পিছন ফিরে তাকাতে ইচ্ছে হয়? কিন্তু ক্ষান্ত দেওয়ার উপায় নেই। তা হলেই ফাঁকি পড়ে যাবে ক্যামেরার চমকানি আর এস্কেলেটরের উঠানামা। আরও কত কী! হয়তো সেই অবসরের ফাঁকে অত্যাধুনিক তাক লাগানো আবাসনের ১৭ তলার ফ্ল্যাটে বসে পিগি ব্যাঙ্কে খুচরো জমাচ্ছে কোনও নিষ্পাপ শিশু।

বেগ, গগনচুম্বী ফ্ল্যাটের আকাশছোঁয়া ইচ্ছে! বস্তির কুঁড়েঘর অথবা ঝুপড়িতে থাকা বাসিন্দাদের প্রতিদিনের ঝগড়া। নিত্যদিনের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে যাওয়া জীবন নিয়ে বাড়ি ফেরার সময় ঝাপসা হয়ে যাওয়া কলকাতা। অন্ধকারে কে যেন পিছু ডাকে! আধবোজা গলায় বলে ওঠে 'তাকিয়ে দেখো! আমাদের চারপাশটা নিত্যদিন অল্প অল্প করে করে বৃদ্ধাশ্রমে পরিণত হয়ে যাচ্ছে!' তখন কি মনের মধ্যে আতঙ্ক বাসা বাধে? শরীরে কাঁপুনি ধরে? পিছন ফিরে তাকাতে ইচ্ছে হয়?

কিন্তু ক্ষান্ত দেওয়ার উপায় নেই। তা হলেই ফাঁকি পড়ে যাবে ক্যামেরার চমকানি আর এস্কেলেটরের উঠানামা। আরও কত কী! হয়তো সেই অবসরের ফাঁকে অত্যাধুনিক তাক লাগানো আবাসনের ১৭ তলার ফ্ল্যাটে বসে পিগি ব্যাঙ্কে খুচরো জমাচ্ছে কোনও নিষ্পাপ শিশু। অফিস থেকে ফিরে বাবা তাকে প্রশ্ন করে, 'এত টাকা জমিয়ে কী করবি?'

ছোট্ট সন্তান উত্তর দেয়, 'মা বলেছে উকিল অনেক টাকা নিচ্ছে! আমি যখন বড় হয়ে তোমাদের ছেড়ে চলে যাব তোমাদের সঙ্গে দেখা করব না, তুমি তো দাদুর মতো আমার বিরুদ্ধে মামলা করবে! তাই এখন থেকে টাকা জমাচ্ছি!'

রাজ চক্রবর্তী তার চলচ্চিত্রের দৃশ্যের প্রতিটি পরতে পরতে ঢেলে দেন এমনই সব গভীর আলাপ! চতুর্দিকে লোকেদের সাফল্যের গল্প ভেসে আসে অনর্গল। অথচ এই সাফল্যের প্রকৃত সংজ্ঞা কি? কীই বা তার মাপকাঠি? গাড়ি, বাড়ি, ব্যাংক ব্যালেন্স, কর্মস্থলে ঊর্ধ্বমুখী গ্রাফ না কি পরিবার নিয়ে নিশ্চিন্ত জীবন অতিবাহিত করা ? বাবা-মা, সন্তানের যুদ্ধ খলনায়ক হয়েছে চিরকালই সন্তান? ১৯৯৬ সালে মুক্তি প্রাপ্তি ঘটেছিল

প্রভাত রায়ের 'লাঠি', ২০১৭ সালে শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-নন্দিতা রায়ের 'পোস্ত'। শুধু তা-ই নয়, বাংলা মূলধারার ছবিতে 'সন্তান' নামেই রয়েছে একের পর এক ছবি। ১৯৯৭ সালে হরনাথ চক্রবর্তী 'আজকের সন্তান' তৈরি করেছিলেন। 'সন্তান' নামে একটি ছবি পরিচালনা করেছিলেন অঞ্জন চৌধুরী, ১৯৯৯ সালে। একই বছর স্বপন সাহা তৈরি করেছিলেন 'সন্তান যখন শত্রু'। চেনা গল্পের নেপথ্যে দ্বন্দ্বের টানাপড়েন একই, হয়তো বৃদ্ধি পেয়েছে অল্প পরিসরে মনস্তাত্ত্বিক বোঝাপড়া।

তাই প্রশ্ন উঠছে বাবা-মায়ের কোনও দোষ নেই? কোর্ট-কাছারিতে আদৌ সমাধান হয়? না কি জটিলতা বাড়ে? ঘুরপাক খায় দৃশ্যেরা! উত্তর আসে না! এই সন্তান ছবিটির কাহিনী চিরচেনা হলেও পর্দায় টান টান উত্তেজনা। সৌজন্যে রাজ চক্রবর্তীর গল্প বুননের ক্ষমতা। কথায় বলে ভালো রাধুনীর হাতে সাধারণ পদও অতি সুস্বাদু লাগে রাজ চক্রবর্তী বোধহয় এই সিনেমাটির মাধ্যমে সেটাই প্রমাণ করে দিলেন। ছবির শেষের দিকে অনুসূয়া মজুমদার যখন বলেন 'মাই হাজব্যান্ড ইজ নট ফর সেল! (আমার স্বামী বিক্রি নেই)', ভিড়ে ঠাসা মাল্টিপ্লেক্স ফেটে পরে করতালিতে যেটা এই ছবিটি যে হিট সেটার সাক্ষ্য প্রমাণ বহন করে। না, শুধু হাততালিই নয়, উড়ে আসে অবিরাম 'সিটি'! শরীরে, মনে মিঠুন নিজেকে পুরোপুরি ভেঙেছেন। মিঠুন চক্রবর্তী জানেন কিভাবে একটা চরিত্রের মধ্যে সম্পূর্ণ ঢুকে গিয়ে সেই চরিত্রটাকে বাস্তবায়ন করতে হয়। এই চরিত্রটির মাধ্যমে মিঠুন চক্রবর্তী সেটা আবারও তার অন্যান্য সিনেমার মতোই প্রমাণ করে দিয়েছেন। তার চরিত্রের চাল চলন এবং ভঙ্গিমায় অতিরঞ্জিত ভাবের লেশ মাত্র নেই! যেন পাশের পাড়ার পরিচিত কোনও বৃদ্ধ। রোজকার বাস-ট্রেনের ধস্তাধস্তি করে যাতায়াত। স্ত্রীর চিকিৎসার টাকা জোগাড় করতে না পারার ব্যর্থতা। নিত্য দিনযাপনের গোলকধাঁধায় নিজেকে সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফেলা ক্লিষ্ট স্বামী এবং বাবার চরিত্রে মিঠুন চক্রবর্তীর অভিনয় একেবারে অসামান্য। অনসূয়া যোগ্য সহ অভিনেত্রী হিসেবে সমানতালে অভিনয় করে গিয়েছেন গোটা ছবি জুড়ে! শেষের দিকে ছাপ রেখে যান খরাজ মুখোপাধ্যায়! এই সিনেমার সফলতার প্রমাণ বহন করছে। এডভোকেটের চরিত্রে শুভশ্রী গাঙ্গুলীর অভিনয় বেশ চমকপ্রদ। মিঠুন চক্রবর্তীর পুত্রের ভূমিকায় ঋত্বিক চক্রবর্তীর অভিনয় যথাযথ। তবে ঋত্বিক চক্রবর্তীর অভিনয়ে নতুনত্ব কিছু ধরা পড়েনি। মিঠুন চক্রবর্তীর স্ত্রীর ভূমিকায় অনুসূয়া চক্রবর্তীর অভিনয় অনবদ্য বিশেষ করে তার চরিত্রের সংলাপ যথেষ্ট প্রাপ্তমনস্ক এবং যথোপযুক্ত।

পরনে ক্রুশে বোনা বিকিনি, হলিডে মুডে মিমি চক্রবর্তী

তিনি যখনই হাতে সময় পান তখনই বেরিয়ে পড়েন ঘুরতে। কাজ, পরিবার আর ভ্রমণ — এই তিনটিই নায়িকার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তিনি হলেন অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে অবশ্য দর্শক মনে আরও কৌতূহলের শেষ নেই।

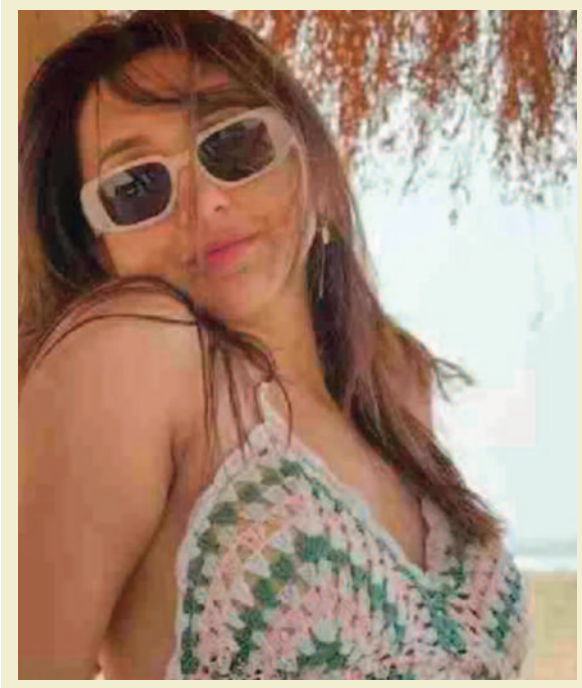

তিনি যখনই হাতে সময় পান তখনই বেরিয়ে পড়েন ঘুরতে। কাজ, পরিবার আর ভ্রমণ; এই তিনটিই নায়িকার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তিনি হলেন অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে অবশ্য দর্শক মনে আরও কৌতূহলের শেষ নেই। এই মুহূর্তে অবশ্য ছুটি ছুটি মুডে নয়িকা। একের পর এক নতুন ছবি পোস্ট করেছেন তিনি। নিয়ন সবুজ রঙের একটা শর্টস আর ক্রুশে বোনা বিকিনিতে নায়িকার ছবি রীতিমতো ছড়িয়ে পড়েছে নেটপাড়ায়। নায়িকার ভক্তরা সবাই মোটামুটি জানেন মিমি ঘুরতে খুবই ভালবাসেন। সমুদ্রের পারে যে একগুচ্ছ ছবি পোস্ট করেছেন নায়িকা তা দেখে অনেকের মনেই প্রশ্ন, কে তুলে দিচ্ছে নায়িকার এমন সব ছবি। তিনি কোথায় ঘুরতে গিয়েছেন সেটা যেমন জানা যায়নি। আবার তাঁর এত ভাল ভাল সব ছবি কে তুলেই বা দিচ্ছেন? অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, কেন সেই ব্যক্তি। না, কাউকেই কোনও উত্তর দেননি নায়িকা। এমনকী মিমির কমেন্ট বক্সে পার্নো মিত্রের কমেন্ট দেখে নেটমাধ্যমেও সকলের একই প্রশ্ন, মিমির মনের মানুষ কে? সেই উত্তর এখনও মেলেনি। অভিনেত্রীর এবারের ডেস্টিনেশন কী, তাও জানা যায়নি এখনও। তবে তিনি সকলের নজর কাড়ছেন, দারুণ স্টাইল স্টেটমেন্টে।